রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

সামুদ্রিক শিক্ষা

৩৫।১, বিবেকানন্দ রোড

সামুদ্রিক শিক্ষা

অর্থাৎ

করতলস্থ রেখা ও চিহ্নাদি দ্বারা নরনারীর
ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান শুভাশুভ
জানিবার উপায়।

[১৬ খানি চিত্র সম্বলিত।]

রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

[সপ্তম সংস্করণ]

CALCUTTA.
GURUDAS CHATTERJEA & SONS.
203-1-1, CORNWALLIS STREET.
1939.

ভূমিকা।

পরম কারুণিক পরমেশ্বরের কৃপায় আমার আন্তরিক সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল। বিংশত্যধিক বৎসর ব্যাপিয়া যে বিদ্যার আলোচনায় ব্যাপৃত আছি, অদ্য তাহার ফল—'সামুদ্রিক শিক্ষা' প্রকাশিত হইল।

পূর্ব্বে যৌবনাবস্থায় ফলিত জ্যোতিষ ও সামুদ্রিকশাস্ত্রে আমার কিছুমাত্র বিশ্বাস ছিল না; এমন কি এই সকল শাস্ত্রে অফলত্বের আরোপ করিতে কুণ্ঠিত হইতাম না, বরং তৎতৎশাস্ত্রবিদ্‌দিগের প্রতি উপহাস করিতাম। কিন্তু পরে এ ক্ষুদ্র জীবনের কয়েকটী ভাবী ঘটনা, ফলিতজ্যোতিষের গণিত ফলের দ্বারা নিরুপিত হওয়াতে, জ্যোতিষের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়, সেই অবধি ইহার আলোচনায় কৃতপ্রযত্ন হইয়াছি।

এই সময়ে জনৈক জ্যোতির্ব্বিৎ স্বর্গীয় ৺যজ্ঞেশ্বর রায় চৌধুরী মহাশয়ের সহিত বন্ধুত্ব হওয়ায়, তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রানুসারে গণনা করিয়া মৎসম্বন্ধীয় কতিপয় ভবিষ্যৎ ঘটনা অবধারণ করেন এবং তাহা কার্য্যে বিশিষ্টরূপে পরিণত হয়। সেই সময় হইতেই আমি হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্র পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হই। এবং কয়েক বৎসর পরে ইহাতে যৎসামান্য জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া, স্বকীয় ও বন্ধুবর্গের জীবনের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ফলাবধারণ করিয়া, শাস্ত্রের সাফল্য দেখিতে পাইলাম। কিন্তু ফলিতজ্যোতিষ শাস্ত্র দুরূহ গণিতের সাহায্য-সাপেক্ষ হওয়ায়, এবং গণিতশাস্ত্রে আমার তাদৃশ পারদর্শিতা না থাকায়, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ফলের গণনা করা সুবিধাজনক নয় বলিয়া, ফলিতজ্যোতিষের সাহায্যে শুভাশুভ ফলাফল নির্দ্ধারণ করা মৎপক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। গণিতশাস্ত্রজ্ঞ কোন বন্ধু আমাকে এই বিষয়ে সাহায্য

করিতেন। কিন্তু দৈববশে অতি শীঘ্রই তিনি কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তখন আর কোন উপায়ে অভ্রান্তরূপে এই সমস্ত জানা যায় কি না—তাহারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। যথেষ্ট অনুসন্ধানের পর সামুদ্রিকশাস্ত্রের কথা আমার স্মরণ হইল; কিন্তু সংস্কৃত বা বাঙ্গালা ভাষায় প্রত্যক্ষ ফলাবধারণ করিবার উপযোগী কোন গ্রন্থই পাইলাম না; যাহা পাইলাম, তাহা পাঠোপযোগী ও তৃপ্তিকর বলিয়া বোধ হইল না। অনুসন্ধানে জানিলাম, ইংরেজীতে এতৎসম্বন্ধে বহুল গ্রন্থ আছে। পরে সেই সকল গ্রন্থ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলাম। এই সকল পুস্তকপাঠে যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া, ফল মিলাইতে সক্ষম হইলাম বটে, কিন্তু ফল ও কালসম্বন্ধে সূক্ষ্ম বিষয়ের কিছুই করিতে পারিলাম না। অবশেষে সৌভাগ্যক্রমে কোন উন্নত মহাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, সামুদ্রিকশাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বের সবিশেষ উপদেশ লাভ করিয়াছি। তিনি দয়া করিয়া, এতৎসম্বন্ধীয় যে সকল সূক্ষ্ম উপদেশ দিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাতে আমি স্তুস্তজীব হইয়া রহিয়াছি। শেষোক্তবলে বলীয়ান্ হইয়া, প্রত্যহ বহুসংখ্যক হস্ত পাঠ করিয়া শুভাশুভ ফল বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

বঙ্গভাষায় সামান্য জ্ঞানবিশিষ্ট লোক—এমন কি অল্পশিক্ষিতা মহিলাকুলও যাহাতে অনায়াসে এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া, অদৃষ্ট জানিতে পারেন, সেইজন্য ইহা অতি সরল ভাষায় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত হইয়াছে। ভাষার সরলতা রক্ষা করিবার জন্য গ্রাম্যদোষ পরিহারেও প্রয়াসী হই নাই।

যদিও বহুকালাবধি আমি সামুদ্রিকশাস্ত্রের যথেষ্ট আলোচনা করিতেছি, তথাপি গত কয়েক বৎসরের অর্জ্জিত অভিজ্ঞতার ফলমাত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। অধীতগ্রন্থের যে সকল প্রত্যক্ষীভূত করিতে পারি নাই, তাহা পুস্তকে লিখিত হয় নাই। কেবল অভ্রান্ত ফলগুলিই বিবৃত হইয়াছে।

ইহা যে সাধারণের কতদূর উপকারে আসিবে, তাহা বলিতে পারি না। তবে যাঁহারা প্রত্যক্ষফলদর্শনে প্রীত হয়েন, তাঁহাদের নিকট যে ইহা আদৃত হইবে, তাহার কিছু আশা আছে। যাঁহারা অদৃষ্টবাদী, তাঁহারা ইহার দ্বারা ভবিষ্যৎ ফল মিলাইয়া সন্তোষ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন, এবং ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর জন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত থাকিতে পারিবেন; আর যাঁহারা পুরুষকারেই বিশ্বাস করেন, তাহাদের নিকট সবিনয় নিবেদন যে, তাঁহারা ক্রীড়াচ্ছলেও

ইহার ফলগুলি মিলাইতে যত্নবান্ হইলে, আপনাদিগের পৌরুষ বা পুরুষ-কারের কিরূপ বল—বুঝিতে পারিবেন।

আমরা সর্ব্বাবিধায়ে সফলকাম হইতে আশা করি। যদি কেহ স্বকীয় বা পরকীয় করতলস্থ রেখা বা চিহ্নাদির ফলনির্ণয় করিতে অক্ষম হ'ন্, তবে অনুগ্রহ করিয়া আমার নিকট আসিলে, মিলাইয়া এবং বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিব।

পরিশেষে নিবেদন যে গুণগ্রাহী ব্যক্তিমাত্রেই মুদ্রাকরপ্রমাদজনিত দোষ-গুলির সংশোধন করিয়া পাঠ করিলে কৃতার্থ হইব!

শ্রীরমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

শিক্ষার্থীর প্রতি।

প্রথমপাঠ্য।—সামুদ্রিক শিক্ষা।

দ্বিতীয়পাঠ্য—সামুদ্রিক রেখাদি বিচার।

সামুদ্রিক শিক্ষার সহিত সামুদ্রিক রেখাদি বিচার পাঠ করিতে হইবে; শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রেখাদি বিচার করিতে শিক্ষা করা বিশেষ আবশ্যক। নতুবা অনেক স্থানে পাঠকের কঠিন ও জটিল বোধ হইবে এবং বিশেষ কোন ফললাভে সক্ষম হইবেন না। কিন্তু কেহ যেন সামুদ্রিক শিক্ষা না পড়িয়া সামুদ্রিক-রেখাদিবিচার আয়ত্বাধীন করিতে চেষ্টা না করেন; তাহাতে তাঁহার চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইবে—তিনি বিশুদ্ধগণনায় সক্ষম হইবেন না।

তৃতীয়পাঠ্য—সামুদ্রিক বিজ্ঞান।

সামুদ্রিক শিক্ষা ও সামুদ্রিক রেখাদি বিচার পাঠ না করিয়া ইহাতে নিষ্ফল হস্তক্ষেপ অনাবশ্যক।

নিবেদন।

—::*::—

সুপ্রসিদ্ধ সামুদ্রিক শাস্ত্রজ্ঞ ও জ্যোতির্ব্বেত্তা রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় আর ইহলোকে নাই। কিন্তু তাঁহার আজীবন অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধিৎসার ফল রত্নস্বরূপ "সামুদ্রিক শিক্ষা," "সামুদ্রিক রেখাদিবিচার," "সামুদ্রিক বিজ্ঞান," নামক তিনখানি অমূল্যগ্রন্থ আছে। পুস্তকগুলির প্রথম সংস্করণ বহুদিন নিঃশেষ হওয়ায় অনেকেই অসুবিধা বোধ করিতেছিলেন। সেই অসুবিধা দূরীকরণার্থ আমরা উক্ত গ্রন্থত্রয়ের গ্রন্থস্বত্ব ক্রয় করিয়া দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিলাম এক্ষণে সাধারণের অনুগ্রহ প্রার্থনীয়।

রমণবাবু লব্ধপ্রতিষ্ঠ খ্যাতনামা জ্যোতিষী ছিলেন। তিনি এই সামুদ্রিক শাস্ত্রের লুপ্তরত্নোদ্ধার করিতে অকুণ্ঠিতচিত্তে অজস্র অর্থব্যয় করিয়া বহুপরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে সফলকাম হইয়াছিলেন। গণনার জন্য প্রত্যহ প্রাতে ও অপরাহ্নে তাঁহার গৃহে ধনী, নির্ধন, রাজা, জমিদার, হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ শত শত ব্যক্তি সমবেত হইতেন। এমন কি সুদূর বিলাতেও তাঁহার যশরশ্মি বিকীর্ণ হইয়াছিল।
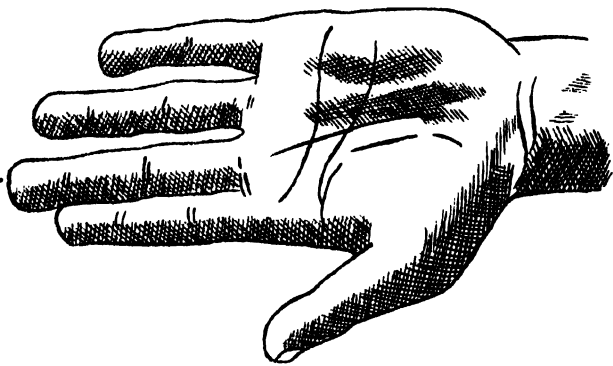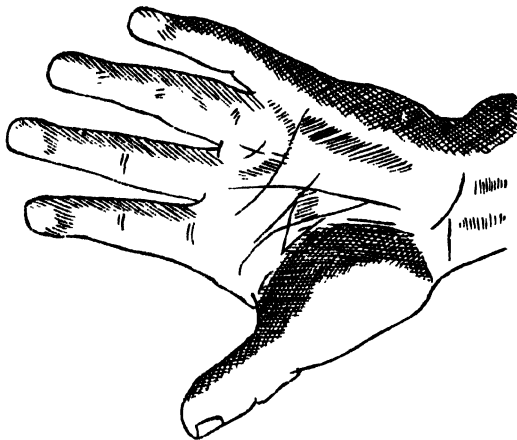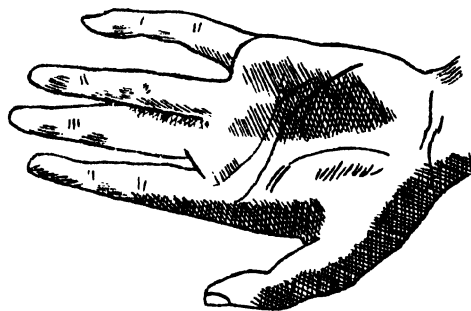
প্রকাশক।

মানসিক বল
শারীরিক বল
সহজ(প্রমাণ নিরপেক্ষ
জ্ঞান
বিচার শক্তি
স্থূল
স্বাভাবিক
বুদ্ধি
ইচ্ছা
শক্তি
বিচার শক্তি
রিপু

চিত্র - ১।

চিত্র-৩।

POINTED HAND.
সূচাগ্র হস্ত।

SQUA
চতু গ হস্ত

SPATULATE HAND
স্থুলাগ্র হস্ত।

The Star	The Sq e	The Sp t	The Circle
১।তারকা চিহ্ন	২।চৌক চিহ্ন	৩।দাগ চি	৪। বৃত্ত চিহ্ন
The Island	The Tri	The Cross	The Grille
৫। যব চিহ্ন	৬	৭।ঢেরা চিহ্ন	৮। জাল চিহ্ন

চিত্র – ২

চিত্র - ৩।

ELEMENTARY HAND
অপরিপুষ্ট হস্ত।

(CONIC) ARTISTIC HAND
(শুণ্ডাকার) শিল্পসূচক হস্ত।
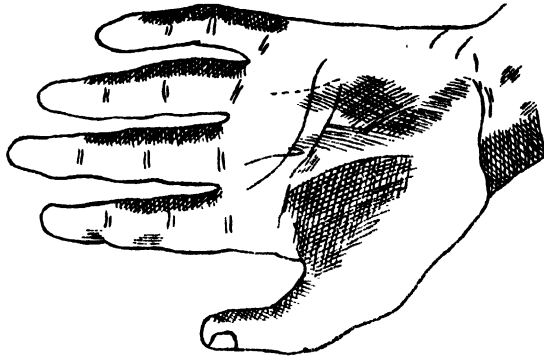
PHILOSOPHIC HAND.
বিচার সূচক হস্ত।

চিত্র-৪।

চিত্র-৫।

চিত্র-৬।

চিত্র-৭।

চিত্র—৮।

চিত্র—৯

চিত্র – ১০

চিত্র -১১

চিত্র-১২

চিত্র - ১৩

চিত্র—১৪

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

পূর্ব্বাভাষ।

চিত্র—১।

চিহ্ন পৃষ্ঠা

যে যে পর্ব্ব যে যে স্থান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সেই পর্ব্বস্থ চিহ্ন সেই সেই রাশিসূচক।

যে গ্রহের স্থানে যে চিহ্ন আছে, তাহা সেই গ্রহের চিহ্ন।

চিত্র—২।

চিহ্ন | পৃষ্ঠা

চিত্র—৩।

চিত্র—৪।

চিত্র—৫

চিহ্ন পৃষ্ঠা

চিত্র—৬।

চিত্র—৭।

চিত্র —৮।

চিহ্ন

১—। কোন একটী সরলরেখা শুক্রস্থান হইতে উঠিয়া আয়ু-রেখা ভেদ করত মঙ্গলের ক্ষেত্রে তারকাযুক্ত হইলে অর্থনাশ হয়।

„ ২—। ১ম রেখার শেষাংশ শিরোরেখা স্পর্শ করিলে, বলের হ্রাস ও ন্যায় বিচারে অক্ষমতা বুঝায়।

„ ৩—। কোন একটী রেখা শুক্রস্থান হইতে উত্থিত হইয়া রবিরেখা কর্ত্তন করিলে, মাতাপিতার দুর্ভাগ্য হেতু জীবনের প্রথমাংশে অর্থনাশ হয়।

„ ৪—। ৩য় চিহ্নের প্রারম্ভে তারকাচিহ্ন (Star) থাকিলে, মাতাপিতার মৃত্যুহেতু জাতকের দুর্ভাগ্য বুঝায়।

„ ৫—। বৃদ্ধাঙ্গুলীর সন্নিকটস্থ মঙ্গলের স্থান হইতে একটী রেখা উত্থিত হইয়া রবিরেখা ও ভাগ্যরেখাকে কর্ত্তন করিলে মাতা বা পিতার মৃত্যুর পরে জাতক ভিক্ষুক সদৃশ দুরবস্থাপন্ন হয়।

„ ৬—। কোন রেখা শুক্রস্থান হইতে উঠিয়া রবিরেখাকে কর্ত্তন করিয়া হৃদয়-রেখা স্পর্শ করিলে, সাংঘাতিক পীড়া হইয়া অর্থহানি বুঝায়।

„ ৭—৭। কোন একটী রেখা শুক্রের স্থান হইতে উঠিয়া, বুধ-স্থানাভিমুখী হইয়া রেখা স্পর্শ করিলে, জাতকের অসুখকর প্রণয় বুঝায়।

„ —৮। কোন একটী রেখা শুক্রস্থান হইতে উঠিয়া শিরোরেখাকে কর্ত্তন করিয়া হৃদয়-রেখা স্পর্শ করিলে, সাংঘাতিক পীড়ার জন্য অর্থনাশ হয়।

„ ৯—। উচ্চাভিলাষী (শিরোরেখা দীর্ঘ হইলে সফলকাম)। ... ৫

„ ১০—। মাতাপিতা হইতে দুর্ভাগ্যসূচক। ৫

„ ১১ । রবিরেখার শেষাংশ দ্বিখণ্ডিত (Forked) হইলে,

চিত্র—১০।

চিহ্ন পৃষ্ঠ

„ ১। শিরোরেখা শনির স্থানের নিম্নে ভগ্ন হইলে, মস্তকে আঘাত বুঝায়। … … … ৫[illegible]

„ ২। প্রত্যাদেশপ্রাপ্তি ও সফল স্বপ্নসূচক। … … ৫[illegible]

„ ৩-৩। একটী রেখা শিরোরেখার উপরস্থ কোন বিন্দুকে (Spot) শুক্রের স্থান স্থিত কোন তারকাচিহ্নের সহিত যোগ করিলে জাতক চিরস্মরণীয় প্রণয়-নৈরাশ্য ভোগ করে।

„ ৪। নিজগুণে পার্থিব উন্নতি সূচক। … … … ৫৬

„ ৫। সৌভাগ্যসূচক। … … … ৫৬

„ ৬। অপরের সাহায্যে উন্নতিসূচক। … … … ৫৬

„ ৭। একটী রেখা শুক্র স্থান হইতে উঠিয়া ভাগ্যরেখাকে কর্ত্তন করিলে, প্রণয়সম্বন্ধীয় কষ্ট অথবা স্ত্রীলোক হইতে কষ্ট বুঝায়।

„ ৮। নিজের বিদ্যাদ্বারা সম্মান ও অর্থলাভপূর্ব্বক।

„ ৯। মণিবন্ধের রেখাত্রয়ের মধ্যে একটী তারকাচিহ্নের সহিত একটি ক্রুশ (Cross) চিহ্ন থাকিলে, উত্তম স্বাস্থ্য বুঝায়।

চিত্র—১১।

„ ১। শনির স্থান হইতে একটী সরল রেখা রবিরেখাকে কর্ত্তন করিলে জাতককে দরিদ্রাবস্থা হইতে উন্নত হইতে দেয় না।

„ ২। বুধের স্থান হইতে আগত কোন রেখা দ্বারা রবিরেখা কর্ত্তিত হইলে জাতকের চিত্তচাঞ্চল্য উন্নতি পথে বাধা দেয়।

„ ৩। স্বাস্থ্যরেখা হইতে একটী শাখা শিরোরেখার সহিত মিলিত হইয়া একটী ত্রিভুজ চিহ্ন উৎপন্ন করিলে,

শেষ হইলে, কোন দুষ্ট লোকের সহিত বিবাহ হইতে অব্যাহতি বুঝায়।

চিত্র—১৩।

" ১-১। শুক্রস্থান হইতে একটী সরল রেখা উঠিয়া শৃঙ্খলাকার হৃদয়রেখা স্পর্শ করিলে, জাতক ও জাতিকা যথাক্রমে স্ত্রী বা পুরুষ হইতে আজীবন কষ্ট পায়।

" ৩-৩। একটী রেখা শুক্রস্থান হইতে উঠিয়া রবিরেখাকে কর্ত্তন করত মঙ্গলের ক্ষেত্রে শেষ হইলে, ঐ রেখা রবি-রেখাকে যে স্থানে কর্ত্তন করে, সেই বয়সে দুর্ভাগ্য উপস্থিত হয়।

" ৪-৪। শুক্রস্থানস্থিত তারকাচিহ্ন (Star) হইতে একটী রেখা উঠিয়া শনির স্থানে শাখাবিশিষ্ট (forked) হইলে জাতকের অসুখকর বুঝায়।

চিত্র—১৪

" ১-২। একটী যবচিহ্ন (Island) শুক্রের স্থান হইতে শনির স্থান পর্য্যন্ত (চিহ্ন—১) যাইলে এবং ভাগ্যরেখার উপর আর একটী যবচিহ্ন (Island) থাকিলে, (চিহ্ন—২) উভয় চিহ্নই একবয়োনির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকিলে স্ত্রীলোক-কর্ত্তৃক প্রলোভন বুঝায়।

" ৩। শুক্রের স্থানস্থিত তারকাচিহ্ন হইতে একটী রেখা উত্থিত হইয়া মঙ্গলের ক্ষেত্রের উপর দিয়া বক্রভাবে রবির স্থানে যাইলে, এবং তথায় কোন রেখা কর্ত্তৃক কর্ত্তিত হইলে, জাতকের কোন ঘনিষ্ট আত্মীয়ের মৃত্যু হইতে তাহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব বুঝায়।

" ৪। বুধস্থানের পার্শ্বে হস্তসীমান্তে কতকগুলি ছোট ছোট রেখা থাকিলে, চিত্তচাঞ্চল্য থাকে, বৃহস্পতি ও চন্দ্রের স্থান উচ্চ থাকিলে, উক্ত ফলের নিশ্চয়তা বুঝায়।

—০:+*+:০—

অনুক্রমণিকা

রেখাবিচার।

হস্তরেখার বিশিষ্টরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিলে, দেখা যায় যে, কাহারও দক্ষিণ হস্তের রেখা অধিকতর স্পষ্ট, ও বাম হস্তের রেখা অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট, কাহারও বা বামহস্তের রেখা পরিস্ফুট ও দক্ষিণ হস্তের রেখা তদপেক্ষা অপরিস্ফুট (কোন হস্তে রেখাসম্বন্ধীয় অপরিস্ফুটতা এতাদৃশ অধিক হয় যে, না টিপিয়া, সেই রেখা দৃষ্টিগোচর হয় না) আবার কাহারও বা দক্ষিণ হস্তে যতগুলি রেখা আছে, বাম হস্তের রেখার পরিমাণ তদপেক্ষা অধিক বা অল্প। কোন রেখা উভয় হস্তে সমপরিমাণে স্থূল, ও সমভাবে বিস্তৃত থাকিলে, তাহার ফল সম্পূর্ণ ফলিয়া থাকে; উভয় হস্তের কোন রেখা সমপরিমাণে সূক্ষ্ম (এমন কি যাহা টিপিয়া বাহির করিতে হয়) হইলে, তাহার ফলও রেখানুযায়ী পূর্ণ ফলিয়া থাকে। কিন্তু দক্ষিণ ও বাম হস্তের রেখাগত স্থূলত্ব ও বিস্তার সম্বন্ধীয় তারতম্যানুসারে ফলেরও বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে; যথা—দক্ষিণ হস্তের রেখা বাম হস্তাপেক্ষা স্থূল ও বিস্তৃত হইলে, পূর্ণফলের বৈষম্য দৃষ্ট হয়, ঐরূপ বামহস্তের রেখা প্রবল ও দক্ষিণ হস্তের রেখা দুর্ব্বল হইলে, তন্নির্দ্দিষ্ট ফলের অপেক্ষাকৃত হ্রাস হইয়া থাকে। যদি দক্ষিণ হস্তের কোন রেখা প্রবল থাকে, এবং বামহস্তে তাহার অভাব হয়, তবে তাহা অর্দ্ধেকের অধিক ফলপ্রদ; কিন্তু বামহস্তে রেখা সুস্পষ্ট থাকিলে এবং দক্ষিণ হস্তে তাহার অভাব হইলে, তাহা অর্দ্ধেকের অপেক্ষা কম ফল প্রদান করে। এজন্য সামুদ্রিকশাস্ত্রে দক্ষিণ হস্তকে "মুখ্যক্রিয়" (Active) হস্ত ও বাম হস্তকে "গৌণক্রিয়, (Passive) হস্ত বলিয়া অভিহিত করা যায়।

উচ্চতাবিচার।

করতলে গ্রহগণের যে স্থান আছে, হস্তবিশেষে সেই সকল স্থানের উচ্চতা অত্যুচ্চতা ও নিম্নতা দেখিতে পাওয়া যায়; এই উচ্চতা ও নিম্নতা অনুসারে গ্রহগণের বলাবল ও ফলাফল বিচার করিতে হয়। (১) করতলে গ্রহদিগের

স্থান মঙ্গলের ক্ষেত্র (চিত্র ১।৬) হইতে সামান্য উচ্চ হইলে, সেই স্থান উচ্চ; (২) অপেক্ষাকৃত অধিকপরিমাণে উচ্চ হইলে, তাহা অত্যুচ্চ; ও (৩) খাতবৎ (গর্ত্তের মত) প্রতীয়মান হইলে, তাহা অনুচ্চ বা নিম্ন বলিয়া অভিহিত হয়। করতলে সকল গ্রহের স্থান উচ্চ হইলে, হস্ত বিস্তার কালীন গ্রহ-স্থানগুলি মঙ্গলের ক্ষেত্র হইতে উচ্চ, কিন্তু একত্র সমতল সদৃশ প্রতীয়মান হয়। সাধারণতঃ কোন গ্রহস্থান উচ্চ হইলে, সেই গ্রহনির্দ্দিষ্ট ফল পরিমিতরূপে ফলে, অত্যুচ্চ হইলে গ্রহনির্দ্দিষ্ট ফলের অনিষ্টকর আতিশয্য ও অনুচ্চ হইলে উহার অভাব হয়। বক্ষ্যমান্ উদাহরণে উহার উপলব্ধি হইবে। যথা—মঙ্গলের ক্ষেত্র উচ্চ হইলে, জাতক সাহসী, শান্ত, একগুঁয়ে, দৃঢ়ভক্ত হয়, বিপৎকালে ধীরতা দৃঢ়প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে; অত্যুচ্চ হইলে, জাতক জাঁকজমক করিতে ভালবাসে, অহঙ্কারী, হঠাৎকার্য্যকারী হিংস্থক হননপর হয় ও তাহার সরলভাবের অভাব ঘটে; এবং নিম্ন হইলে ভীরু ও বালস্বভাবসম্পন্ন হয়। মঙ্গল যেরূপ আমাদিগের স্বভাবের উপর আধিপত্য করে, সেইরূপ স্থাবর সম্পত্তির উপরও উহার আধিপত্য আছে;—উহার স্থানের কোমলতা কঠিনতা আমাদের স্থাবর সম্পত্তির হ্রাস বৃদ্ধির সূচনা করে। যথা—উভয় হস্তে মঙ্গলের প্রথমস্থান (চিত্র ১।১৪) কঠিন ও উচ্চ হইলে স্থাবর সম্পত্তির অধিকারিত্ব, একহস্তে কঠিন ও অপর হস্তে কোমল হইলে, স্থাবর সম্পত্তির উপর ঋণভার ও উভয় হস্তে কোমল হইলে, উহার নাশ বা শূন্যতা বুঝায়। মঙ্গলের উভয় স্থানের কোন স্থানে কাল বিন্দু থাকিলে, তাহাতে স্থাবর সম্পত্তির নাশ সূচনা করে। ভূম্যাদি ক্রয় করিবার উদ্যোগ সময়ে মঙ্গলের প্রথমস্থান অপেক্ষাকৃত কঠিন অনুভব হয়। * এইরূপ অন্যান্য গ্রহেরও ফলাফল গ্রহগণের সংস্থানাদি হইতে উপলব্ধি হয়।

* স্থাবর সম্পত্তিসম্বন্ধীয় চিহ্ন সংস্থানাদির উপদেশ কোন সামুদ্রিক গ্রন্থে পাইতে পারি নাই; ইহা কোন উন্নত মহাত্মার মুখ হইতে অধিগত।

সামুদ্রিক শিক্ষা।

প্রথম অধ্যায়।

সামুদ্রিক লক্ষণ।

শিষ্য। প্রভো! সামুদ্রিক শাস্ত্র কি, তাহার বিষয় কিঞ্চিৎ জানিতে ইচ্ছা করি। এক্ষণে তৎসম্বন্ধীয় উপদেশ পাইলে কৃতার্থ হইব।

১। গুরু। যে শাস্ত্র, শরীর-চিহ্ন অবলম্বন করিয়া মনুষ্যের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ঘটনাবলী ও তাহাদের শুভাশুভ ফলসমূহ জানাইয়া দেয়, তাহাকে সামুদ্রিক শাস্ত্র কহে। এই শাস্ত্রে মনুষ্যের করতল, অঙ্গুলী অঙ্গুলীপর্ব্ব ও শরীরস্থ অপরাপর চিহ্ন সমুদয় দ্বারা মনুষ্যের ত্রিকালের যাবতীয় শুভাশুভ ঘটনাবলী, অর্থাৎ—মনুষ্যের পরমায়ুঃ, প্রকৃতি, বিষয়জ্ঞান, বিদ্যানুশীলন, অর্থাগম, গুরুজন ও আত্মীয়বর্গের সহিত ব্যবহার প্রভৃতি জীবনঘটিত ব্যাপার তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়া দেয়।

একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা তোমাকে দেখাইতেছি। অঙ্গুলীর গঠন ও আকার হইতে মনুষ্যমাত্রেরই স্বভাব-চরিত্রাদি জানা যায়। যথা, যে ব্যক্তির অঙ্গুলীগুলি স্থূল ও করতল অপেক্ষা ক্ষুদ্র (লম্বা নয়), সে ব্যক্তি স্বার্থপর ও নিষ্ঠুর, দৃঢ়বিশ্বাসী, চঞ্চল ও উগ্রস্বভাবযুক্ত, স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন, প্রত্যুৎপন্নমতি এবং বিলাসী (উত্তম আহার, বিহার ও পরিচ্ছদের জন্য ব্যস্ত) হয়। আবার যাহার অঙ্গুলী করতল অপেক্ষা দীর্ঘ, তাহাকে সূক্ষ্মবিষয় অনুশীলনে তৎপর, শিল্পকর্ম্ম ও চিত্রাঙ্কন করিতে সক্ষম এবং ঘটনাবলী সময় ও নাম স্মরণ রাখিতে সবিশেষ পটু দেখা যায়। ইহাতেই দেখ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সামান্য প্রভেদে স্থূল ফলের কত ইতর বিশেষ হয়।

শিষ্য। গুরুদেব! এক্ষণে হস্তাঙ্গুলী দ্বারা ব্যক্তিগত শুভাশুভ ঘটনাবলী যাহাতে জানিতে পারা যায়, তৎসম্বন্ধীয় কথঞ্চিৎ উপদেশ প্রার্থনীয়। হস্তাঙ্গুলী সাধারণতঃ কয়ভাগে বিভক্ত ও তাহা কিরূপ?

২। গুরু। সাধারণতঃ হস্তাঙ্গুলী সাত ভাগে বিভক্ত; তন্মধ্যে তিনটী প্রধান—সূচ্যগ্র (Pointed), চতুষ্কোণ অর্থাৎ চৌক (Square), স্থূলাগ্র (Spatulate), এবং অপর চারিটী—অপরিপুষ্ট (Elementary, শুণ্ডাকার (Conic), বিচারসূচক (Philosophical), এবং মিশ্র (Mixed)। [চিত্র ৩]

শিষ্য। তিন প্রকার প্রধান হস্তাঙ্গুলীর মধ্যে সূচ্যগ্র (Pointed) অঙ্গুলী বিশিষ্ট হস্তের লক্ষণ কিরূপ?

৩। গুরু। হস্ততল নাতিদীর্ঘ নাতিক্ষুদ্র, অর্থাৎ মাঝারি ও অঙ্গুলী সকল সরল, বৃদ্ধাঙ্গুলী ক্ষুদ্র ও দেখিতে সুন্দর এবং অঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্ব (নখসংযুক্ত পর্ব্ব বা পাব) ক্রমশঃ সূক্ষ্ম ও সরু। [চিত্র ৩। ক]

শিষ্য। ঐরূপ হস্তবিশিষ্ট লোকের স্বভাব কি প্রকার?

৪। গুরু। যাহার হস্ত সূচ্যগ্র-অঙ্গুলীবিশিষ্ট, সেই জাতক সৌন্দর্য্যপ্রিয়, সমদর্শী ও দিব্যজ্ঞানবিশিষ্ট হয়; আরও স্বাভাবিক উপস্থিত জ্ঞানসম্পন্ন হয়; আবার এত কল্পনাপ্রিয় হয় যে, অধিকাংশ পার্থিব বিষয় কল্পনা-শক্তি দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করে ও গভীর কল্পনায় এত মগ্ন হইয়া যায় যে, পরিশেষে প্রকৃত বিষয়ের ধারণাও করিতে পারে না, এবং সময়ে সময়ে তাহার ভবিষ্যৎ বিষয় বলিবারও শক্তি হইয়া থাকে।

শিষ্য। ঐরূপ লক্ষণসম্পন্ন জাতকের জ্ঞান ও কার্য্য-প্রণালী কিরূপ?

৫। গুরু। যে সকল বিষয়ের কল্পনা-শক্তির আবশ্যকতা নাই, যাহাতে ধর্ম্ম ও প্রণয়ের সম্পর্ক নাই, এবং অকিঞ্চিৎকর বিষয়, অর্থাৎ যাহাতে মন আকৃষ্ট না হয়,—এই সকল বিষয় তাহার পক্ষে কিছুই নয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাহার হৃদয় অত্যন্ত সরস হয় এবং সে রসপূর্ণ সঙ্গীত রচনা করিতে পারে। তাহার হৃদয় ধর্ম্মভাবে ও করুণরসে পূর্ণ থাকে।

শিষ্য। চতুষ্কোণ অর্থাৎ চৌক (Square) অঙ্গুলীবিশিষ্ট হস্তের লক্ষণ কি?

৬। গুরু। এইরূপ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলী বড় এবং তাহার মূলদেশ অর্থাৎ তৃতীয়-পর্ব্ব অপেক্ষাকৃত উচ্চ বা মাংসল হয়। হস্ততল মাঝারি, গভীর ও কঠিন হয়, এবং

অঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্ব অর্থাৎ নখসংযুক্ত পর্ব্ব চতুষ্কোণের ন্যায় দেখায় বলিয়া, ইহাকে চতুষ্কোণ বা "চৌক" কহা যায়।   [চিত্র ৩। খ]

শিষ্য। ঐরূপ হস্তবিশিষ্ট লোকের স্বভাব কিরূপ ?

৭। গুরু। যাহার হস্ত চতুষ্কোণ-অঙ্গুলীবিশিষ্ট, সে ব্যক্তি শান্ত-গুণাবলম্বী সূক্ষ্মবুদ্ধিবিশিষ্ট, কারণানুসন্ধায়ী বিদ্যানুরাগী ও সভ্যতাপ্রিয় হয়। আর যদি অঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্ব অর্থাৎ নখসংযুক্ত পর্ব্ব সম্পূর্ণ বা অধিক পরিমাণে চতুষ্কোণ (চৌক) দেখায়, তাহা হইলে জাতক নীচপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট হয়।

শিষ্য। ঐরূপ ব্যক্তির কার্য্য-প্রণালী ও জ্ঞান কিরূপ ?

৮। গুরু। চতুষ্কোণ অঙ্গুলীবিশিষ্ট জাতক রাজনীতিবিষয়ে পারদর্শী হয় ও সকল কর্ম্মই কর্ত্তব্যানুরোধে করিয়া থাকে ; দর্শন-শাস্ত্রাদি শীঘ্র আয়ত্ত করিতে পারে ; একবারে অনেক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে এবং তজ্জন্য আত্মাভিমানও করিয়া থাকে ; যে সকল ক্রিয়ায় নিপুণতা আবশ্যক, যথা, শিকার করা বিলিয়ার্ড (Billiard), দ্যূতক্রীড়াদি এবং অন্যান্য কার্য্য যাহাতে সূক্ষ্ম লক্ষ্যের প্রয়োজন সেই সকলে সবিশেষ নিপুণতার পরিচয় দিয়া থাকে ; পক্ষী পুষিতেও ভালবাসে।

শিষ্য। স্থূলাগ্র (Spatulate) অঙ্গুলীবিশিষ্ট হস্তের লক্ষণ কি ?

৯। গুরু। অঙ্গুলীর নখসংযুক্ত পর্ব্ব বা প্রথম পর্ব্ব মূল অপেক্ষা স্থূল, প্রশস্ত ও চ্যাপটা এবং বৃদ্ধাঙ্গুলী ছোট হয়।   [চিত্র ৩। গ]

শিষ্য। ঐরূপ হস্তবিশিষ্ট লোকের স্বভাব কিরূপ হয়।

১০। গুরু। যাহার হস্তের অঙ্গুলী স্থূলাগ্র ও চ্যাপটা (Spatulate) সেই জাতক কার্য্যতৎপর হয় ; কিন্তু এইরূপ অঙ্গুলীসংলগ্ন করতল যদি কঠিন হয়, তবে তাহার কার্য্যতৎপরতা অধিক পরিমাণে দেখা যায় ; আবার করতল কোমল হইলে শারীরিক কার্য্য অপেক্ষা মানসিক কার্য্যে তাহাকে অধিক দক্ষ দেখা যায়। আরও সে ব্যক্তি পরিশ্রমী, ধৈর্য্যাবলম্বী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ (এমন কি এক গুঁয়ে), স্বাধীনতাপ্রিয় ও আমোদপ্রিয় হয় ; এবং করতল কঠিন হইলে, কোন একটি বিষয়ের সংস্কার হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া রাখে।

শিষ্য। ঐরূপ লক্ষণবিশিষ্ট লোকের জ্ঞান ও কার্য্য-প্রণালী কিরূপ ?

১১। গুরু। যে সকল কার্য্যে দৈহিক উন্নতি হয়, (ব্যায়াম, অশ্বারোহণ ইত্যাদি) ঐরূপ লক্ষণাক্রান্ত জাতক তাহা করিতে ভালবাসে, ও সাধারণ তন্ত্র-

প্রণালীর অনুরক্ত ও বাণিজ্যপ্রিয় হয়, কল কারখানার কার্য্যে নিপুণতা দেখায়, কুক্কুর ও ঘোটক ইত্যাদি পুষিতে অত্যন্ত উৎসুক হয়।

শিষ্য। এক্ষণে প্রধান তিন প্রকার অঙ্গুলীর বিষয় শুনিলাম। অপর চারি প্রকারের মধ্যে অরিপুষ্ট (Elementary) অঙ্গুলীবিশিষ্ট হস্তের লক্ষণ কি?

১২। গুরু। অপরিপুষ্ট অঙ্গুলীবিশিষ্ট হস্তের তলদেশ অঙ্গুলী অপেক্ষা বড়; অঙ্গুলীগুলি ছোট, মোটা ও শক্ত; নখ ছোট; করতলে ভাগ্য-রেখা (Fortune line) প্রায়ই থাকে না, বা অস্পষ্টভাবে থাকে; আর বৃদ্ধাঙ্গুলী ছোট ও বক্র হয়। [চিত্র ৩। ঘ]

শিষ্য। ঐরূপ হস্তাঙ্গুলীবিশিষ্ট লোকের স্বভাব কিরূপ হয়?

১৩। গুরু। উক্তরূপ হস্তাঙ্গুলীবিশিষ্ট জাতক সমাজবন্ধনে থাকিতে ভালবাসে; অবিবেচক অল্পবুদ্ধি ও অত্যন্ত একগুঁয়ে হয়, এবং প্রায়ই ধারণা-শক্তিহীন হইয়া থাকে।

শিষ্য। ঐরূপ লোকের জ্ঞান ও কার্য্য-প্রণালী কিরূপ হইয়া থাকে?

১৪। গুরু। উক্তরূপ লক্ষণাক্রান্ত জাতক শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করে; তাহার বিদ্যাভ্যাস এককালেই হয় না, বা অতি অল্প পরিমাণ হইয়া থাকে; এবং ফেরিওয়ালা, কসাই, ঘোড়ার সহিস ইত্যাদির ন্যায় নীচকর্ম্মে রত হয়; আর শারীরিক ও মানসিক কষ্টে জীবন অতিবাহিত করে।

শিষ্য। শুণ্ডাকার (Conic) অঙ্গুলীবিশিষ্ট হস্তের লক্ষণ কিরূপ?

১৫। গুরু। শুণ্ডাকার অঙ্গুলীবিশিষ্ট হস্ত প্রায়ই সূচ্যগ্র অঙ্গুলীবিশিষ্ট হস্তের ন্যায় হয়, কেবল ইহার অঙ্গুলীর মূলদেশ অর্থাৎ গোড়া, স্থূল ও প্রশস্ত এবং অগ্রভাগ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম বা সরু হইয়া শুণ্ডাকার ধারণ করে। (সূচ্যগ্র-অঙ্গুলীর কেবল নখ সংযুক্ত পর্ব্ব ক্রমশঃ সরু হয়, কিন্তু শুণ্ডাকার অঙ্গুলী মূলদেশ হইতে অগ্রভাগ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ সরু হইয়া যায়)। শুণ্ডাকার অঙ্গুলীবিশিষ্ট হস্তের তলদেশের গ্রহ-স্থান সকল প্রায়ই উচ্চ হয়। [চিত্র ৩। চ]

শিষ্য। ঐরূপ অঙ্গুলীবিশিষ্ট জাতকের স্বভাব কিরূপ?

১৬। গুরু। উক্তরূপ লক্ষণবিশিষ্ট জাতক, সূচ্যগ্র-হস্তাঙ্গুলীবিশিষ্ট জাতকের ন্যায় যথেষ্ট সদ্‌গুণসম্পন্ন হয়; কিন্তু ইন্দ্রিয়সুখ ভালবাসে, এবং আমোদপ্রিয়, আত্মসুখী ও যশঃপ্রার্থী হয়; অর্থ অপেক্ষা আমোদ, আমোদ অপেক্ষা সৌন্দর্য্য

অধিক পরিমাণে ভালবাসে; অন্য লোকের মতামত গ্রাহ্য করে না; প্রায়ই অলস হয় এবং নির্জ্জনে থাকিতে ভালবাসে।

শিষ্য। ঐরূপ হস্তবিশিষ্ট জাতকের জ্ঞান ও কার্য্য-প্রণালী কিরূপ?

১৭। গুরু। শুণ্ডাকার আঙ্গুলীবিশিষ্ট জাতক রমণপ্রিয় এবং সামান্য মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি ধারণে সমর্থ হয়; অধিক বাক্যব্যয় করে; আর কার্য্যতঃ অধ্যবসায়ী স্বাধীনতাপ্রিয়, ভীত, নম্র ও বৃথাগর্ব্বিত এবং কখন কখন অধিক আশাপূর্ণ বা আশাশূন্য হয়; কাহারও আজ্ঞা বহন করিতে কিংবা কাহাকেও আজ্ঞা করিতে ইচ্ছা করে না; সাংসারিক সুখ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ করে।

শিষ্য। বিচারসূচক (Philosophical) অঙ্গুলীযুক্ত হস্তের লক্ষণ কি?

১৮। গুরু। করতল বড় ও পুষ্ট; অঙ্গুলীর গ্রন্থি অর্থাৎ গাঁইট সকল পরিপুষ্ট; অঙ্গুলী ক্রমশঃ শুণ্ডাকার হইয়া অগ্রভাগ চতুষ্কোণ বা চৌক (Square) ও লম্বা হয়। বৃদ্ধাঙ্গুলী বড় এবং ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব্ব দীর্ঘ ও বিস্তৃত হয়।

শিষ্য। ঐরূপ হস্তবিশিষ্ট জাতকের স্বভাব কিরূপ?

১৯। গুরু। উক্ত লক্ষণযুক্ত জাতক সত্যানুসন্ধায়ী ও বিবেকী এবং অধ্যাত্ম-শাস্ত্রবিৎ হয়।

শিষ্য। ঐরূপ হস্তযুক্ত লোকের জ্ঞান ও কার্য্য-প্রণালী কিরূপ?

২০। গুরু। ঐরূপ লক্ষণাক্রান্ত জাতক সূক্ষ্মতত্ত্ব ও কারণ বিচার না করিয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না, এবং সকল বিষয় সত্যানুসন্ধান দ্বারা স্থির করিয়া, পরে নিজের ইচ্ছামত কার্য্য করে; নীতিশাস্ত্র দর্শনশাস্ত্র ও পরীক্ষণীয় শাস্ত্রসকল অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকে; এবং ন্যায় অন্যায় বিচার করিয়া কার্য্য করে; ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব লইয়া জীবন অতিবাহিত করে।

শিষ্য। মিশ্র (Mixed) অঙ্গুলীবিশিষ্ট হস্তের লক্ষণ কি?

২১। গুরু। এইরূপ হস্তের অঙ্গুলীর অগ্রভাগ নানা প্রকার। পূর্ব্বোক্ত ছয় প্রকার অগ্রভাগবিশিষ্ট অঙ্গুলী দুই হস্তে দেখিতে পাওয়া যায়। একটী হস্তের অঙ্গুলীর অগ্রভাগ হয় ত চৌক এবং স্থূলাগ্র, কিন্তু অপরটী চৌক এবং শুণ্ডাকার, সময়ে সময়ে দশটী অঙ্গুলীর মধ্যে এক প্রকার অগ্রভাগবিশিষ্ট দুইটী অঙ্গুলী

দেখা যায় না। কোনটী সূচ্যগ্র, কোনটী চতুষ্কোণ, কোনটী স্থূলাগ্র ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়।

শিষ্য। ঐরূপ অঙ্গুলীবিশিষ্ট লোক কিরূপ স্বভাবের হয়?

২২। গুরু। কথিতরূপ লক্ষণাক্রান্ত জাতক সর্ব্বকর্ম্মে রত হয়, অনেক বিষয়ের অনুসন্ধান রাখে এবং অনেক কার্য্যে দক্ষতা প্রকাশ করে। ইহারা যে কোন কর্ম্মে উপস্থিত হউক না কেন আপনাদিগকে তাহাতে সহজেই নিযুক্ত করিতে পারে।

শিষ্য। ঐরূপ হস্তবিশিষ্ট লোকের জ্ঞান ও কার্য্য প্রণালী কিরূপ?

২৩। গুরু। উক্তরূপ লক্ষণাক্রান্ত জাতক সর্ব্ববিষয়ে সামঞ্জস্য রাখিতে পারে; রাজকার্য্যে ও ব্যবসায়ে পটু হয়; কৃষিকার্য্য, শিল্পকর্ম্ম, ধর্ম্মবিষয় এবং আরও অনেক বিষয়ের একত্র সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা করে; ফলে, সকল কার্য্যই জানে, কিন্তু কোনটীতে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে না; যদ্যপি ইচ্ছাশক্তি ও ধৈর্য্যগুণ বিশিষ্ট-পরিমাণে থাকে, তাহা হইলে কোন এক বিষয়ে নিযুক্ত থাকিলে, যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়া সেই বিষয়ে বিখ্যাত ও অদ্বিতীয় হইতে পারে। সদসদ্বিচার না করিয়াও, যথাবিধি কার্য্য করিতে পারে। দেবোপাসক হইয়াও ধার্ম্মিক হয় না; সাহস সত্ত্বে বিবাদ ভালবাসে না; এবং অর্থোৎপন্ন সুখ্যাতি ভিন্ন সমস্তই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অঙ্গুলী-সংস্থান।

শিষ্য। অঙ্গুলীর বিষয় শুনিলাম, এক্ষণে অঙ্গুলীর পর্ব্ব সকল যে ছোট বড় দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার অর্থ কি?

২৪। গুরু। বৎস! ইহার অর্থ একে একে বলিতেছি, মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর।

তর্জ্জনীর বা প্রথমাঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্ব (যে পর্ব্বে নখ সংযুক্ত থাকে) মেষ রাশির বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়; ঐ অঙ্গুলীর দ্বিতীয় পর্ব্ব বৃষ রাশির এবং তৃতীয় পর্ব্ব মিথুন রাশির স্থান; ঐরূপ অনামিকার বা তৃতীয়াঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্ব কর্কটের দ্বিতীয় পর্ব্ব সিংহের এবং তৃতীয় পর্ব্ব কন্যার; কনিষ্ঠার বা চতুর্থাঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্ব তুলার, দ্বিতীয় পর্ব্ব বৃশ্চিকের এবং তৃতীয় পর্ব্ব ধনুর; এবং মধ্যমার বা দ্বিতীয়াঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্ব মকরের, দ্বিতীয় কুম্ভের এবং তৃতীয় পর্ব্ব মীনের; এইরূপে চারিটী অঙ্গুলীর বারটী পর্ব্বে বারটী রাশির স্থান নিরূপিত আছে। এই সকল অবলম্বন করিয়া জাতকের জন্মলগ্ন স্থির করা যায়। এতদ্ভিন্ন জাতক কোন্ লগ্নে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, উহা স্থির করিতে হইলে, দেহের অন্যান্য স্থানগত চিহ্ন ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আকারের সম্বন্ধে বিচার করাও আবশ্যক। * [চিত্র ১]

তর্জ্জনী বা প্রথমাঙ্গুলী, মধ্যমা অনামিকা বা তৃতীয়াঙ্গুলী, কনিষ্ঠ বা চতুর্থাঙ্গুলী এবং বৃদ্ধাঙ্গুলীকে ক্রমান্বয়ে বৃহস্পতির, শনির রবির বুধের ও শুক্রের অঙ্গুলী বলে। [চিত্র ১ (১—৫)]

যদি তর্জ্জনী মধ্যমার সমান দীর্ঘ হয়, তাহা হইলে, জাতক গর্ব্বিত ও বিলাসী হয় এবং আপনাকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান জ্ঞান করে। আর যদি কোন সভা-স্থলে আত্মীয় স্বজন নিম্নাপেক্ষা হীনবেশে উপস্থিত থাকে, তাহা হইলে তাহাকে

* মেষ লগ্নের প্রথম অংশে জন্ম হইলে একটী ছোট তিল-চিহ্ন কপালের উপর মস্তকের চুল যেখানে আরম্ভ হইয়াছে, ঠিক তাহার নীচে থাকে। দ্বিতীয়াংশে জন্ম হইলে, কপালে তিল-চিহ্ন থাকে; কিন্তু এই চিহ্ন কপালের যে কোন স্থানে থাকিতে পারে, কেবল চুলের

নিজের সম্পর্কীয় লোক বলিয়া পরিচয় দিতে চাহে না, কিংবা অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়। কিন্তু তর্জ্জনী মধ্যমাপেক্ষা ছোট বা স্বাভাবিক গঠনের হইলে জাতক কর্ম্মঠ ও উগ্রস্বভাবসম্পন্ন হয়।

তর্জ্জনীর প্রথম পর্ব্ব অপর দুই পর্ব্ব অপেক্ষা দীর্ঘ হইলে, জাতক ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বাগাড়ম্বরে রত থাকে এবং দীর্ঘ ও সূচ্যগ্র (pointed) হইলে, প্রকৃত ধার্ম্মিক হয় এবং প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় পর্ব্ব সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ হইলে, উচ্চাভিলাষী হয়; এবং তৃতীয় পর্ব্ব অন্য দুইটী পর্ব্ব অপেক্ষা দীর্ঘ হইলে, জাতক অহঙ্কারী হয় এবং নিজের আধিপত্যবিস্তারে চেষ্টা করে। যদি তর্জ্জনী মধ্যমাঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্বের মধ্যদেশ পর্য্যন্ত লম্বা অর্থাৎ সাধারণ গঠনের হয় ও নিগ্রন্থি অর্থাৎ গাঁইটশূন্য এবং বৃহস্পতির স্থান (যাহার বিশিষ্ট বিবরণ পরে বলা যাইবে) উচ্চ হয়, তাহা হইলে, জাতক ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ভাণ (বুজরুকী) দেখাইতে ভালবাসে। তর্জ্জনীর প্রথম পর্ব্ব চতুষ্কোণ অর্থাৎ চৌক (Square) হইলে, জাতক অভাব বা ঈশ্বরের সৃষ্টি হইতে সত্য অনুসন্ধান করিতে সক্ষম হয়, এবং বন, উপবন ও পর্ব্বতাদির চিত্র অঙ্কিত করিতে

নীচে থাকে না; এবং তৃতীয়াংশে জন্ম হইলে মুখের ছিদ্রের নীচে অধরের উপর বা দাড়িতে তিল-চিহ্ন থাকে। এই অংশগুলিকে দ্রেক্কান বলে। এই লগ্নে জন্ম হইলে, শরীর কৃশ কিন্তু দৃঢ়, আকার মাঝারি (লম্বাও নয় বেঁটেও নয়) মুখ ও ঘাড় লম্বা, ভ্রূদ্বয় লোমশ অর্থাৎ অধিক লোমবিশিষ্ট, বর্ণ শ্যামল, চুল কাল এবং প্রকৃতি উগ্র হয়। প্রথম অংশে ও শেষ অংশে জন্ম হইলে, অতি অল্প প্রভেদ হয়, অর্থাৎ প্রথমাংশে জাতক সবল এবং দ্বিতীয়াংশে দুর্ব্বল হয়।

বৃষ লগ্নের প্রথমাংশে জন্ম হইলে, কণ্ঠদেশে বা গ্রীবার সম্মুখ অংশে তিল-চিহ্ন থাকে, কিন্তু এই চিহ্ন যদি ঈষৎ রক্তবর্ণ হয়, তাহা হইলে অশুভসূচক হয়; দ্বিতীয়াংশে জন্মিলে তিল-চিহ্ন গ্রীবার পার্শ্বদেশে থাকে এবং তৃতীয়াংশে পশ্চাদ্দেশে অর্থাৎ ঘাড়ে থাকে, এই ঘাড়ের তিল অত্যন্ত উচ্চ (আচিলের মত) হয়। এই লগ্নস্থ জাতকের শরীর মধ্যাকার, কৃষ্ণবর্ণ, বলিষ্ঠ, ললাট বিস্তৃত, মুখ পুষ্ট বা ভরন্ত, চক্ষু বৃহৎ, ওষ্ঠ স্থূল নাসিকা প্রশস্ত, কেশ কুঞ্চিত এবং প্রকৃতি অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু হয়; সে সর্ব্বদা ম্রিয়মাণ থাকে, কিন্তু রাগ হইলে চণ্ডালবৎ ব্যবহার করে।

মিথুন লগ্নের প্রথমাংশে জন্ম হইলে একটী তিল-চিহ্ন স্কন্ধের সন্নিকটে দক্ষিণ হস্তে উপরিভাগে থাকে; দ্বিতীয়াংশে এই চিহ্নটী বাম হস্তের ঐরূপ স্থানে থাকে; এক-তৃতীয়াংশে এই চিহ্নটী কনুয়ের নীচে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। এই লগ্নের জাতক সবল ও

ভালবাসে। তর্জ্জনীর প্রথম পর্ব্ব স্থূলাগ্র (Spatulate) হইলে, জাতক ভাল-প্রিয় (বুজরুগ) হয়।

মধ্যমার প্রথম পর্ব্ব সূচ্যগ্র (Pointed) হইলে, জাতক কোপন (খিটখিটে) ও উগ্রস্বভাববিশিষ্ট, চতুষ্কোণ অর্থাৎ চৌক (Square) হইলে, গম্ভীর এবং স্থূলাগ্র (Spatulate) হইলে চিন্তাশীল হয়। মধ্যমা বক্র হইলে জাতক হত্যাকারী হয়। ইহার প্রথম পর্ব্ব অপর দুইটী অপেক্ষা দীর্ঘ হইলে জাতক সর্ব্বদা মৃত্যুকামনা করে। দ্বিতীয় পর্ব্ব দীর্ঘ হইলে, কৃষিকর্ম্মে ও যন্ত্রসম্বন্ধীয় কার্য্যে সক্ষম হয়; উদ্ভিদ্‌বিদ্যাশীলনে নৈপুণ্য ও উদ্ভিজ্জ ঔষধের প্রয়োগে সাফল্য দেখাইতে সমর্থ হয়। ইহার দ্বিতীয় গ্রন্থি মোটা হইলে, জাতক গণিতবিদ্যানুশীলন ও বিশুদ্ধ শাস্ত্রাধ্যয়ন করে। তৃতীয় পর্ব্ব দীর্ঘ হইলে, জাতক ঈর্ষাবিশিষ্ট হয়। মধ্যমা অনুচ্চ গ্রন্থিবিশিষ্ট (গেঁটে) হইলে, জাতক গুহ্যশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, জ্যোতিষ, ইন্দ্রজালশাস্ত্র ইত্যাদির শিক্ষা করে।

অনামিকা তর্জ্জনীর সমান দীর্ঘ হইলে, জাতক শিল্পবিদ্যায় পারদর্শী ও ধনশালী হয়; মধ্যমার সমান হইলে, দ্যূতরত অর্থাৎ জুয়ারি হয়; উহা অপেক্ষা দীর্ঘ হইলে, শিল্পবিদ্যাসম্বন্ধে স্বাভাবিক জ্ঞানবিশিষ্ট হয়, অর্থাৎ বিনা উপদেশে শিল্পবিদ্যার অনুশীলন করিতে পারে; কিন্তু এই জ্ঞান সময়ে

দীর্ঘাকারবিশিষ্ট উজ্জ্বল শ্যাম বা পিঙ্গলবর্ণ যুক্ত হয়; ইহার দৃষ্টি চঞ্চল হয়, এবং ইহাকে কর্ম্মঠ গাম্ভীর্য্যহীন, সুবুদ্ধি বলিয়া বোধ হয়।

মকর লগ্নের প্রথমাংশে দক্ষিণ জানুর উপর দ্বিতীয়াংশে বাম জানুর উপর এবং তৃতীয়াংশে জানুর নীচে তিল-চিহ্ন থাকে। এই লগ্নের জাতকের শরীর কৃশ এবং কখন কখন বক্র ও ভগ্নপ্রায় দেখা যায়। মুখাবয়ব পাৎলা, লম্বা এবং চোস্ত; এবং শ্মশ্রু অর্থাৎ দাড়ির চুল পাৎলা হয়। এবং জাতক কার্য্যতঃ চৌকশ, স্থির ও কৌতুকপ্রিয় হয়।

কুম্ভ লগ্নের প্রথমাংশে দক্ষিণ পদে, দ্বিতীয়াংশে বাম পদে, এবং তৃতীয়াংশে পায়ে ডিমের উপর তিল-চিহ্ন থাকে। জাতকের শরীর মধ্যাকার ও বলিষ্ঠ, মুখ পূরন্ত ও লম্বা, বর্ণ পাণ্ডু, চুল কাল এবং চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ হয়। জাতক দেখিতেও সুশ্রী হয়।

মীন লগ্নের প্রথমাংশে তিল-চিহ্ন দক্ষিণ পদতলে, দ্বিতীয়াংশে বাম পদতলে এবং তৃতীয়াংশে গোড়ালীতে থাকে। জাতকের শরীর খর্ব্বাকার ও স্থূল, স্কন্ধ গোল, চুল কটা, মুখ গোল, বর্ণ গৌর, প্রকৃতি অলস হয়; এবং জাতক সুরাপায়ীও হইয়া থাকে।

কর্কট লগ্নের প্রথমাংশে জন্ম হইলে, শ্বেতবর্ণ পুষ্পাকার দুই-একটী চুলবিশিষ্ট একটী তিল-চিহ্ন দক্ষিণ বক্ষের উপরিভাগে থাকে; দ্বিতীয়াংশে ঐ চিহ্ন দক্ষিণ বক্ষের নিম্নভাগে এবং

উন্নতির ক্ষতি করে। অনামিকা চতুষ্কোণ অর্থাৎ চৌক (Square) হইলে জাতক সকল বিষয়ে কারণানুসন্ধায়ী হয়, এবং শিল্প সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে। এই অঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্ব সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ হইলে, শিল্পবিদ্যাপ্রিয় এবং দ্বিতীয় পর্ব্ব দীর্ঘ হইলে, গঠন গড়িতে অর্থাৎ কুম্ভকারের কার্য্য করিতে পারে; আর ধনী হইবার চেষ্টা করে। এই অঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্ব স্থূলাগ্র (Spatulate) হইলে, জাতক কর্ম্মঠ ও তর্কশাস্ত্রে পারগ, বক্তা ও নর্ত্তক হয়। অঙ্গুলীর প্রথম গ্রন্থি (গাঁইট) মোটা হইলে, শিল্প-বিদ্যা শিক্ষা করিতে উৎসুক, এবং দ্বিতীয় গ্রন্থি মোটা হইলে, অর্থলোভী অথচ অর্থের সদ্ব্যবহারক্ষম হয়।

কনিষ্ঠাঙ্গুলী মধ্যমার প্রথম পর্ব্বের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইলে, জাতক বিদ্যাপ্রিয় হয় এবং সকল প্রকার বিদ্যা ও জ্ঞান উপার্জ্জনে বিশিষ্ট যত্ন করে, ও বিজ্ঞানশাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব সকল আয়ত্ত করিতে পারে। অনামিকার সমান দীর্ঘ হইলে, জাতক সুপণ্ডিত, বিজ্ঞানশাস্ত্রবিৎ মহাজ্ঞানী হয়। যদি অপর চিহ্ন সকল অপরিস্ফুট হয় ও শুভচিহ্ন না থাকে এবং এই অঙ্গুলী অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হয়, তাহা হইলে জাতক ধূর্ত্ত ও শঠ হয়। এই অঙ্গুলী অতি ক্ষুদ্র হইলে, জাতক তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন সারগ্রাহী ও সত্বর ভালমন্দ বিচারে সক্ষম হয়। এই অঙ্গুলী সূচ্যগ্র (Pointed) হইলে গুহ্যবিদ্যার সূক্ষ্মতত্ত্ব-

---

তৃতীয়াংশে উহার পার্শ্বভাগে থাকে। এই লগ্নের জাতকের শরীরের গঠন মধ্যাকার কিন্তু শরীরের উর্দ্ধদেশ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হয়; মুখ ক্ষুদ্র গোলাকার, [illegible] মলিন ও ঈষৎ পাণ্ডু, চুল কটা, চক্ষু কটা ও ছোট; প্রকৃতি কোমল ও স্ত্রীস্বভাবাপন্ন এবং শ্লেষ্মাধাতুবিশিষ্ট হয়।

সিংহ লগ্নের তিন অংশের তিল-চিহ্ন কর্কট লগ্নের ন্যায় হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা বক্ষের বাম ভাগে থাকে। এই লগ্নের জাতক দীর্ঘাকার, প্রশস্তস্কন্ধ, বিশালচক্ষুঃ; ইহার কেশ [illegible] পিঙ্গল ([illegible]), [illegible] গোলাকার [illegible] চ্যাপটা। জাতক [illegible] [illegible]; এবং উচ্চাভিলাষী [illegible] হয়।

কন্যা লগ্নের প্রথমাংশে [illegible] তিল-চিহ্ন উভয় বক্ষের মধ্যে বা উদরের উপর; দ্বিতীয়াংশে উদরের উপর এবং তৃতীয়াংশে তলপেটের নিম্নভাগে থাকে। এই লগ্নের জাতকের শরীর মধ্যাকার, পরিষ্কৃত ও উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, কেশ কৃষ্ণবর্ণ হয়। ইহার প্রকৃতি নিস্তেজ, স্থির, কর্কশ হয়, কখন কখন চঞ্চল হইয়া থাকে; এবং শিল্পবিদ্যা অধ্যয়নে অত্যন্ত আসক্তি থাকে।

তুলা লগ্নের প্রথমাংশে তিল-চিহ্ন কোমরে, দ্বিতীয়াংশে পেটের উপর নাভির সন্নিধানে এবং তৃতীয়াংশে তলপেটের নিম্নদেশে থাকে। জাতকের আকার সুচারু ও

দ্বারা জ্ঞানলাভ করে। এই অঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্ব চতুষ্কোণ অর্থাৎ চৌক (Square) হইলে, জাতক অনেক বিষয়ে নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারে, ইহার সহিত বৃদ্ধাঙ্গুলীর দ্বিতীয় পর্ব্ব স্থূল হইলে, জাতক কার্য্যকালে ভাব প্রকাশে পটু হয়। স্থূলাগ্র (Spatulate) হইলে, বিজ্ঞানশাস্ত্রে অত্যন্ত রত থাকে, কারুকার্য্যে পটু হয়, ও সকল বিষয়ে বক্তৃতা করিতেও পারে; কিন্তু যদি বৃহস্পতির স্থান উচ্চ না থাকে, এবং অঙ্গুলীর অগ্রভাগ স্থূল হয়, তাহা হইলে, চৌরস্বভাবাপন্ন হয়। এই অঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্ব দীর্ঘ হইলে, বিজ্ঞান শাস্ত্রে পারদর্শী ও বক্তৃতায় পটু হয়; দ্বিতীয় পর্ব্ব দীর্ঘ হইলে, পরিশ্রমী ও ব্যবসায়ে নিপুণ হয়; এবং তৃতীয় পর্ব্ব দীর্ঘ হইলে, চতুর, ধূর্ত্ত, চৌকশ ও কখন কখন মিথ্যাভাষীও হয়। প্রথম গ্রন্থি (গাঁইট) পুষ্ট হইলে, বিজ্ঞানশাস্ত্রের তত্ত্ব অনুসন্ধানে রত থাকে এবং ভবিষ্যৎ বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিতে পারে; দ্বিতীয় গ্রন্থি (গাঁইট) পুষ্ট হইলে, বাণিজ্যবিষয়ে জ্ঞানার্জ্জন ও তৎসম্বন্ধে পারদর্শিতালাভ করিতে সমর্থ হয়।

বৃদ্ধাঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্ব দীর্ঘ হইলে, জাতক সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন নূতন তত্ত্বোদ্ভাবনে সক্ষম, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, নিজবুদ্ধির উপর দৃঢ়বিশ্বাসী এবং যে সকল কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে, সে সমুদয়ে উৎকর্ষলাভ করিতে ইচ্ছা করে; যদি এই পর্ব্ব চতুষ্কোণ অর্থাৎ চৌক (Square) বিস্তৃত (চওড়া) ও ক্ষুদ্র হয়, তাহা হইলে একগুঁয়ে স্বীয় বুদ্ধির প্রশংসাকারী (হাম্‌বড়া) ও সুখী হয়। এই অঙ্গুলী মধ্যাকার (মাঝারি) হইলে, শত্রুর সহিত গুপ্তভাবে শত্রুতা করিতে চেষ্টা করে; এই অঙ্গুলী ক্ষুদ্র হইলে, ন্যায়ান্যায় বিচারে অক্ষম ও কাণ পাৎলা

দীর্ঘ, কেশ অত্যন্ত কৃষ্ণ, মুখশ্রী সুন্দর, চক্ষুঃ নীলবর্ণ, দৃষ্টি উজ্জ্বল এবং মনোহর হয়। সে উচ্চাভিলাষীও হয়।

বৃশ্চিক লগ্নের যে কোন অংশে জন্মিলে, শরীরের নিম্নভাগে ও গুহ্যস্থানে তিল-চিহ্ন থাকে; এই লগ্নের জাতকের গঠন মধ্যাকার ও বলিষ্ঠ, দেহ শ্যামল, কেশ কটা ও কুঞ্চিত, স্বভাব নম্র এবং প্রকৃতি চিন্তাযুক্ত হয়।

ধনুঃ লগ্নে প্রথমাংশে দক্ষিণ উরুর উপর, দ্বিতীয়াংশে বাম উরুর এবং তৃতীয়াংশে দক্ষিণ জানুর উপর তিল-চিহ্ন থাকে। জাতকের শরীর দৃঢ় ও দীর্ঘাকার মুখশ্রী সুন্দর ও রক্তবর্ণ, ললাট প্রশস্ত, মস্তকের কেশ কটা, (কিন্তু অল্প বয়সে পাকিয়া যায়), নাসিকা লম্বা, চক্ষুঃ সুন্দর ও পরিষ্কৃত হয়। আরও সে আমোদপ্রিয় এবং ঘোড়ায় চড়িতে ও শিকার করিতে ভালবাসে।

(যাহা বলে তাহাতেই বিশ্বাসী) হয়। ইহার প্রথম পর্ব্ব ক্ষুদ্র হইলে কাহারও সহিত বন্ধুতা করিতে পারে না এবং সততার অভাবপন্ন হয়; দ্বিতীয় পর্ব্ব দীর্ঘ ও স্থূল হইলে, বিচারক্ষম ও নৈয়ায়িক হয়; এবং এই পর্ব্ব ক্ষুদ্র হইলে, বিচারক্ষমতাহীন ও মলিনবুদ্ধি হয়, এবং গোপনীয় বিষয় গোপন করিয়া রাখিতে পারে না। প্রথম পর্ব্ব দীর্ঘ ও দ্বিতীয় পর্ব্ব ক্ষুদ্র হইলে, এক-গুঁয়ে ও ভালমন্দ বিচারে অক্ষম হয়। যদি এই অঙ্গুলীর তৃতীয় পর্ব্ব (যাহাকে শুক্রস্থান বলে) অত্যন্ত উচ্চ হয়, তাহা হইলে, জাতকের চরিত্র পশুবৎ হয়; মধ্যবিধ উচ্চ হইলে, জাতক সরলতা ও ভালবাসা বিশিষ্টরূপ লাভ করে এবং যদি উচ্চতা না থাকে, তাহা হইলে কামপ্রবৃত্তিহীন হয়।

এই তোমার প্রশ্নের উত্তর দিলাম, এক্ষণে আর কি জানিতে ইচ্ছা কর বল।

শিষ্য। গুরুদেব! আপনার অনুগ্রহে অঙ্গুলীসম্বন্ধে কতিপয় স্থূল বিষয় জানিলাম; এক্ষণে হস্তাঙ্গুলীর নখর সম্বন্ধে যদি কিছু বলিবার থাকে, তবে অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

২৫। গুরু। হস্তাঙ্গুলীর নখরসমূহের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা বিস্তার অধিক হইলে জাতক তার্কিক, সূক্ষ্মজ্ঞানবিশিষ্ট ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন হয়; আত্মীয় ও প্রতি-বেশীদিগের উপর আধিপত্য স্থাপনে ইচ্ছা করে এবং সংবাদপত্রের সম্পাদক হয়। জাতকের এই নখসমূহ দন্তদ্বারা কর্ত্তন করার অভ্যাস থাকিলে, তাহার প্রকৃতি চঞ্চল ও স্বভাব উগ্র হয়। এই নখর সকল দীর্ঘ ও বক্র হইলে, জাতক নিষ্ঠুর ও দুর্দ্দান্ত হয়; ক্ষুদ্র ও মলিন হইলে, মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চক হয়; ক্ষুদ্র ও কৃষ্ণবর্ণ হইলে, বিশ্বাসঘাতক হয়; অল্প প্রশস্ত, কৃষ্ণবর্ণ ও বক্র হইলে, নির্লজ্জ ও প্রবঞ্চক হয়; শ্বেতবর্ণ ও দীর্ঘ হইলে, বিশুদ্ধস্বভাব হয়; পাৎলা হইলে শরীর দুর্ব্বল ও ধূর্ত্তস্বভাব হয়; এবং এই নখর সকল গোল হইলে সুখাভিলাষী হয়।

শিষ্য। ভগবন্! প্রায়ই নখের উপর শ্বেতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন সকল দেখিতে পাওয়া যায়; এই সকল চিহ্নের বিষয় কিছু বলিলে কৃতার্থ হই।

২৬। গুরু। বৃদ্ধাঙ্গুলীর নখের উপর শ্বেত-চিহ্ন থাকিলে, জাতকের ভালবাসায় প্রবৃত্তি জন্মে; কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন থাকিলে জাতক অন্যায় ভালবাসায় রত হয় বা কুপথগামী হয়। তর্জ্জনীর নখের উপর শ্বেত-চিহ্ন থাকিলে, জাত-কের অর্থলাভ হয় ও কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন থাকিলে অর্থনাশ হয়। মধ্যমার নখরের

উপর শ্বেতবর্ণ-চিহ্ন থাকিলে জলপথে ভ্রমণ হয় এবং কৃষ্ণবর্ণ-চিহ্ন থাকিলে অল্প সময়ের মধ্যে মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে। অনামিকার নখের উপর শ্বেতচিহ্ন থাকিলে, সম্মানপ্রাপ্তি ও অর্থলাভ হয় এবং কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন থাকিলে, নীচপ্রবৃত্তি ও অপযশোভোগী হয়। কনিষ্ঠার নখের উপর শ্বেতবর্ণ-চিহ্ন থাকিলে বিজ্ঞান শাস্ত্রে বিশ্বাস জন্মে এবং ব্যবসায়ে উন্নতি হয়; এবং এই চিহ্ন কৃষ্ণ বা হরিদ্রাবর্ণ হইলে মৃত্যুকাল সন্নিকট বুঝায়।

শিষ্য। গুরুদেব! আপনার অনুগ্রহে ঈশ্বরের অনন্ত সৃষ্টির বিষয় যতই আপনার নিকট শ্রবণ করিতেছি, ততই আমার জ্ঞানপিপাসা বলবতী হইতেছে; এক্ষণে অঙ্গুলীর উপর লোম থাকিলে কি জানা যায়, সেই বিষয় অনুগ্রহ করিয়া কিঞ্চিৎ বলুন।

২৭। গুরু। বৎস! বলিতেছি শ্রবণ কর;—বৃদ্ধাঙ্গুলীর বা অপর অঙ্গুলীর তৃতীয় পর্ব্বের উপর লোম থাকিলে, জাতক উগ্রস্বভাব ও চঞ্চলপ্রকৃতি হয়; কিন্তু পর্ব্ব সকল লোমশূন্য হইলে জাতক ভীরুস্বভাবসম্পন্ন হয়।

শিষ্য। অঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্বে বহুরেখা থাকিলে কি হয়?

২৮। গুরু। ঐরূপ রেখা যে সকল অঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্বে থাকে, সেই সেই অঙ্গুলীর স্বকীয় গুণের হ্রাস করে।

শিষ্য। ঐ সকল রেখা বক্র হইলে কি হয়?

২৯। গুরু। জাতকের প্রত্যেক অঙ্গুলী সম্বন্ধে বিপরীত ফল ঘটিয়া থাকে।

শিষ্য। একটি গভীর রেখা বক্রভাবে প্রথম পর্ব্বে থাকিলে কি হয়?

৩০। গুরু। জাতক মায়াবাদী হয়।

শিষ্য। একটী সরল রেখা প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব্বের উপর থাকিলে কি হয়?

৩১। গুরু। জাতকের মায়াবাদিত্ব বিচার ও কাল্পনিক ভাবের সারত্ব বৃদ্ধি পায়।

শিষ্য। একটী সরলরেখা দ্বিতীয় তৃতীয় পর্ব্বকে সংযুক্ত করিলে কি হয়?

৩২। গুরু। জাতক পার্থিব কার্য্যসমূহ জ্ঞানপূর্ব্বক ও বিবেচনার সহিত সম্পন্ন করে।

শিষ্য। সমস্ত অঙ্গুলীর প্রত্যেক পর্ব্বে এক-একটী ক্ষুদ্র সরল রেখা থাকিলে কি হয়?

৩৩। গুরু। জাতকের হঠাৎ মৃত্যু হয়।

শিষ্য। একটী সরল রেখা কোনও অঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্ব হইতে তৃতীয় পর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিলে কি হয় ?

৩৪। গুরু। যে অঙ্গুলীর উপর থাকে, তাহার গুণ দৃঢ় ও বর্দ্ধিত করে।

শিষ্য। কোনও অঙ্গুলীর উপর বক্র রেখা থাকিলে কি হয় ?

৩৫। গুরু। সেই অঙ্গুলীর নির্দ্দিষ্ট গুণের প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে।

শিষ্য। অঙ্গুলীর উপর সাধারণ চিহ্নসম্বন্ধে বলিলেন, এক্ষণে এক-একটী অঙ্গুলীর বিশিষ্ট চিহ্ন সকলের বিষয় বলিলে, উপকৃত হই।

৩৬। গুরু। এক-একটী অঙ্গুলীসম্বন্ধে যথাজ্ঞান প্রশ্ন কর, উত্তর দিতেছি।

তর্জ্জনী বা প্রথমাঙ্গুলী।

শিষ্য। কোন একটী সরল রেখা তর্জ্জনীর নিম্নদেশ হইতে উঠিয়া, তৃতীয় পর্ব্ব অতিক্রম করতঃ দ্বিতীয় পর্ব্বে গতশেষ হইলে কি হয় ?

৩৭। গুরু। জাতক গাঢ়চিন্তাযুক্ত ও বিবেচক হইয়া থাকে, কিন্তু প্রগল্‌ভও হয়।

শিষ্য। এই অঙ্গুলীর তৃতীয় পর্ব্বে বক্র রেখা থাকিলে কি হয় ?

৩৮। গুরু। জাতক অপরের ধন পাইয়া থাকে।

শিষ্য। ইহার দ্বিতীয় পর্ব্বে বক্র রেখা থাকিলে কি হয় ?

৩৯। গুরু। জাতক মিথ্যাবাদী ও হিংসক হয়।

শিষ্য। ইহার প্রথম পর্ব্ব (হস্ততলের দিকে) একটী রেখা দ্বারা সম্পূর্ণ বেষ্টিত থাকিলে কি হয় ?

৪০। গুরু। জাতক দুর্ব্বলশরীর হয় ও মস্তকে আঘাত পাইয়া থাকে।

শিষ্য। ইহার দ্বিতীয় পর্ব্বে দুইটী ক্রুশ-চিহ্ন (Cross) থাকিলে কি হয় ?

৪১। গুরু। জাতকের কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব হয়।

শিষ্য। প্রথম পর্ব্বে তারকা-চিহ্ন (Star) থাকিলে কি হয় ?

৪২। গুরু। জাতক অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী হয়।

শিষ্য। দ্বিতীয় পর্ব্বে তারকা-চিহ্ন থাকিলে কি হয় ?

৪৩। গুরু। জাতক সাহসী ও দুর্দ্দান্ত প্রকৃতি হয়।

শিষ্য। দ্বিতীয় পর্ব্বে তারকা-চিহ্নের সহিত অপর একটী রেখা মিলিত থাকিলে কি হয় ?

৪৪। গুরু। জাতক নম্র প্রকৃতি হয়।

শিষ্য। তৃতীয় পর্ব্বে তারকা চিহ্ন থাকিলে কি হয়?

৪৫। গুরু। জাতকের ব্যভিচার দোষ ঘটিয়া থাকে।

শিষ্য। তর্জ্জনীর প্রথম পর্ব্বে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চিহ্ন থাকিলে কি হয়?

৪৬। গুরু। জাতক নির্ব্বোধ এবং তজ্জন্য সবিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মধ্যমা বা দ্বিতীয়াঙ্গুলী।

শিষ্য। যদি একটি সরলরেখা মধ্যমার নিম্নদেশ বা শনির স্থান হইতে উঠিয়া, তৃতীয় পর্ব্ব পর্য্যন্ত যায়, তবে কি হয়?

৪৭। গুরু। জাতক যুদ্ধে জয়লাভ করে ও সমৃদ্ধিশালী হয়।

শিষ্য। এইরূপ একটি বক্র রেখা থাকিলে কি হয়?

৪৮। গুরু। জাতকের যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু হয়।

শিষ্য। শনির স্থান হইতে বক্র রেখা উঠিয়া, মধ্যমার প্রথম পর্ব্বের শেষ পর্য্যন্ত যাইলে কি হয়?

৪৯। গুরু। জাতক নিষ্ঠুর হয় ও মনঃকষ্টে দিনপাত করে।

শিষ্য। কতকগুলি সরল-রেখা মধ্যমার তৃতীয় পর্ব্ব হইতে প্রথম পর্ব্ব পর্য্যন্ত যাইলে কি হয়?

৫০। গুরু। জাতক খনিজ দ্রব্যের ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করে।

শিষ্য। বক্র সরল-রেখা কেবল প্রথম পর্ব্বে থাকিলে কি হয়?

৫১। গুরু। জাতক অর্থলোলুপ হইয়া থাকে।

শিষ্য। বক্ররেখা তৃতীয়পর্ব্বে একভাবে থাকিলে কি হয়?

৫২। গুরু। জাতক [illegible] দুর্ভাগ্য হয়।

শিষ্য। তৃতীয় পর্ব্বে ত্রিভুজ চিহ্ন (Triangle) থাকিলে কি হয়?

৫৩। গুরু। জাতক অসচ্চরিত্র ও দুর্ভাগ্য হয়।

শিষ্য। তৃতীয় পর্ব্বে ক্রুশ চিহ্ন (Cross) থাকিলে কি হয়?

৫৪। গুরু। ইহা কেবল বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের হস্তেই দেখা যায়।

শিষ্য। প্রথম পর্ব্বে তারকাচিহ্ন (Star) থাকিলে কি হয়?

৫৫। গুরু। জাতক দুর্ভাগ্য হয়।

শিষ্য। মধ্যমার পার্শ্বদেশে তারকা চিহ্ন থাকিলে কি হয়?

৫৬। গুরু। জাতক অল্পায়ুঃ হইয়া থাকে।

অনামিকা বা তৃতীয়াঙ্গুলী।

শিষ্য। একটী সরল রেখা অনামিকার তৃতীয় পর্ব্ব হইতে প্রথম পর্ব্ব পর্য্যন্ত অবস্থিত থাকিলে কি হয়?

৫৭। গুরু। জাতক সৌভাগ্যবান্ হইয়া থাকে।

শিষ্য। বহুরেখা এই অঙ্গুলীর তৃতীয় পর্ব্ব হইতে প্রথম পর্ব্ব পর্য্যন্ত যাইলে কি হয়?

৫৮। গুরু। জাতকের অর্থনাশ হয়; বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদ্বারাই অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে।

শিষ্য। কতকগুলি সরল রেখা কেবল তৃতীয় পর্ব্বে থাকিলে কি হয়?

৫৯। গুরু। জাতক বিজ্ঞ ও সুখী হয়।

শিষ্য। বহু সরলরেখার মধ্যে একটী তৃতীয়পর্ব্বের পার্শ্বদেশে যাইলে কি হয়?

৬০। গুরু। জাতকের গৌরবলাভ হইয়া থাকে।

শিষ্য তৃতীয় পর্ব্বস্থ রেখা রবির স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিলে কি হয়?

৬১। গুরু। জাতক অহঙ্কার বাক্‌পটুতাদ্বারা অর্থলাভ করে।

শিষ্য। একটী রেখা তৃতীয় পর্ব্ব হইতে দ্বিতীয় পর্ব্ব পর্য্যন্ত অবস্থিত থাকিলে কি হয়?

৬২। গুরু। জাতক সচ্চরিত্রতা ও নিপুণতা দ্বারা সৌভাগ্য লাভ করে।

শিষ্য। তৃতীয় পর্ব্বে বক্ররেখা থাকিলে কি হয়?

৬৩। গুরু। জাতক বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াও তাহা হইতে উদ্ধার পায়।

শিষ্য। তৃতীয় পর্ব্বে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চিহ্ন থাকিলে কি হয়?

৬৪। গুরু। জাতকের দুর্ভাগ্য উপস্থিত হয়।

শিষ্য। অনামিকার তৃতীয় পর্ব্বে ক্রুশ-চিহ্ন (Cross) থাকিলে কি হয়?

৬৪। গুরু। এইরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক অপব্যয়ী হয়।

কনিষ্ঠা বা চতুর্থাঙ্গুলী।

শিষ্য। কনিষ্ঠাঙ্গুলীর তৃতীয় পর্ব্ব হইতে প্রথম পর্ব্ব পর্য্যন্ত একটী সরল রেখা থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক বিজ্ঞানশাস্ত্রের অনুশীলনে তৎপর ও উন্নতমনাঃ হইয়া থাকে।

শিষ্য। তিনটী সরল রেখা তৃতীয় পর্ব্ব হইতে প্রথম পর্ব্ব পর্য্যন্ত অবস্থিত থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক কাল্পনিক বা "আকাশকুসুম" (Chimoerial) বিষয়ের অনুসন্ধানে রত থাকে।

শিষ্য। ইহার প্রথম পর্ব্বে একটী মোটা সরল রেখা থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতকের শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়।

শিষ্য। প্রথম পর্ব্বে ক্রুশ-চিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক দরিদ্র ও তাহার কখন বিবাহ হয় না।

শিষ্য। দ্বিতীয় পর্ব্বে দুই বা তিনটী সরল রেখা থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক গুহ্যবিদ্যানুসন্ধায়ী হইয়া থাকে।

শিষ্য। দ্বিতীয় পর্ব্বের রেখাগুলি স্থূল ও বিশৃঙ্খল হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক ব্যভিচার-দোষে দূষিত হয়।

শিষ্য। একটী সরল রেখা তৃতীয় পর্ব্ব হইতে দ্বিতীয় পর্ব্বে যাইলে কি হয়?

গুরু। জাতক বক্তৃতায় বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করে।

শিষ্য। তৃতীয় পর্ব্ব হইতে একটী রেখা বিশৃঙ্খলরূপে দ্বিতীয় পর্ব্বে যাইলে কি হয়?

গুরু। জাতক আত্মরক্ষার নিমিত্ত চতুরতা প্রকাশ করে।

শিষ্য। একটী সরল রেখা বুধের স্থান হইতে উঠিয়া তৃতীয় পর্ব্ব ভেদ করত দ্বিতীয় পর্ব্বে যাইলে কি হয়?

গুরু। জাতক বিশেষরূপে সমৃদ্ধিশালী ও সকল কর্ম্মে কৃতকার্য্য হয়।

শিষ্য। একটী স্থূল রেখা ও ক্রুশ-চিহ্ন তৃতীয় পর্ব্বে থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক চৌরপ্রকৃতি হয়।

শিষ্য। তৃতীয় পর্ব্বে তারকা-চিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতকের বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা জন্মায়।

শিষ্য। একটী সরল রেখা বুধের স্থান পর্য্যন্ত যাইলে কি হয়?

গুরু। জাতক জ্ঞানী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি হয়।

অঙ্গুষ্ঠ বা বৃদ্ধাঙ্গুলী

শিষ্য। দুই বা তিনটী সরল রেখা অঙ্গুষ্ঠের প্রথম পর্ব্বের আরম্ভ হইতে তৃতীয় পর্ব্বের শেষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিলে কিরূপ ফলপ্রদ হয়?

গুরু। জাতকের হৃদয়ে ঐকান্তিক ভালবাসা থাকে এবং সে যথার্থ প্রেমিকা হয়।

শিষ্য। প্রথম পর্ব্বে বক্র রেখা থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক ধনবান্ হয়।

শিষ্য। দুই বা তিনটী সরল রেখা শুক্রের স্থান হইতে উঠিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলীর দ্বিতীয় পর্ব্ব পর্য্যন্ত যাইলে কি হয়?

গুরু। জাতক সর্ব্বজনপ্রিয় হয় এবং সকলে তাহাকে ভালবাসে।

শিষ্য। কোন স্ত্রীলোকের হস্তে অঙ্গুষ্ঠের দ্বিতীয় পর্ব্বে তারকা-চিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। সেই স্ত্রীলোক অত্যন্ত ধনবতী হয়।

শিষ্য। একটী রেখা বৃদ্ধাঙ্গুলীর প্রথম গাঁইট বেষ্টন করিয়া থাকিলে কি হয়?

গুরু। এই চিহ্ন থাকিলে জাতকের ফাঁসী হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

হস্ততল।

শিষ্য। প্রভো! আপনি দয়া করিয়া এ দাসকে পূর্ব্বকথিত বিষয়ে যথেষ্ট শিক্ষা দিলেন। এক্ষণে স্ত্রী পুরুষের হস্তে যদি কোন পার্থক্য থাকে, তবে সেই সম্বন্ধে আপনার নিকট কিঞ্চিৎ উপদেশ পাইলে কৃতার্থ হইব।

গুরু। কিরূপে জানিতে ইচ্ছা কর, বল।

শিষ্য। গুরুদেব! ইতিপূর্ব্বে আপনার শ্রীমুখ হইতে বৃহস্পতি, শুক্রে ইত্যাদি গ্রহগণের মধ্যে স্থান আছে শুনিয়াছি; এক্ষণে সে সকল বিষয়ে কিঞ্চিৎ উপদেশ পাইতে চাই।

গুরু। করতলস্থিত তর্জ্জনীর মূলদেশসংলগ্ন স্থানকে বৃহস্পতির স্থান বলে, মধ্যমার মূলদেশসংলগ্ন স্থানকে শনির স্থান; অনামিকার সংলগ্ন স্থানকে রবির স্থান, এবং কনিষ্ঠার সংলগ্ন স্থানকে বুধের স্থান কহে। করতলে বৃদ্ধাঙ্গুলীর তৃতীয় পর্ব্বস্থিত স্থানকে শুক্রের স্থান বলে। মঙ্গলের দুইটী স্থান আছে, একটী করতলের পার্শ্বে বৃহস্পতি ও শুক্রের স্থানের মধ্যে অবস্থিত এবং অপরটী করতলের অপর পার্শ্বে হৃদয়রেখা ও শিরোরেখার মধ্যে অবস্থিত। করতলের পার্শ্বস্থ মঙ্গলের দ্বিতীয় স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া, প্রায় মণিবন্ধ পর্য্যন্ত স্থানকে চন্দ্রের স্থান বলে। শিরোরেখা ও হৃদয়রেখার মধ্যে অবস্থিত স্থানকে "হস্তচতুষ্কোণ" (Quadrangle) বলে—(একটী রেখা তর্জ্জনীর ও মধ্যমার মূলদেশের মধ্যবর্ত্তী স্থান হইতে শিরোরেখা পর্য্যন্ত টানিলে, এবং অপর একটী ঐরূপ অনামিকা ও কনিষ্ঠার মূলদেশের মধ্যবর্ত্তী স্থান হইতে শিরোরেখা পর্য্যন্ত টানিলে, হৃদয়রেখা ও শিরোরেখার সহিত যে চতুষ্কোণ স্থান বেষ্টন করে, তাহাকে "হস্তচতুষ্কোণ" বলে)। আয়ুরেখা, শিরোরেখা, ও হৃদয়রেখা এই তিনটি মিলিত হইয়া যে ত্রিকোণবিশিষ্ট ত্রিভুজ আকার স্থান বেষ্টন করে, তাহাকে হস্ত-ত্রিভুজ কহে। হস্তের মণিবন্ধের উপর যে সকল রেখা থাকে, তাহাকে জীবন-বলয় বলে।

শিষ্য। ভগবন্! আয়ুরেখা, ভাগ্যরেখা, স্বাস্থ্যরেখা শিরোরেখা, হৃদয়রেখা ইত্যাদি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ শুনিতে ইচ্ছা হয়।

গুরু। যে রেখা অধিক সময় মণিবন্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া শুক্রের স্থানকে বেষ্টন করিয়া থাকে, তাহাকে আয়ুরেখা কহে। যে রেখা আয়ুরেখার করতলস্থ প্রান্ত (বৃহস্পতির স্থানের সন্নিকট) হইতে আরম্ভ করিয়া, করতলের অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত অবস্থিত, তাহাকে শিরোরেখা কহে। যে রেখা বুধের স্থান ও করতলের অপর পার্শ্ব হইতে আরম্ভ করিয়া, রবিক্ষেত্র পার হইয়া শনি ও বৃহস্পতির স্থান পর্য্যন্ত আইসে, তাহাকে হৃদয়রেখা কহে। যে রেখা মণিবন্ধ বা চন্দ্রের স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যমাঙ্গুলী পর্য্যন্ত যায়, তাহাকে ভাগ্যরেখা কহে। যে রেখা মণিবন্ধ বা আয়ুরেখা হইতে উঠিয়া মঙ্গল বা বুধের স্থান পর্য্যন্ত গিয়া শেষ হয়, তাহাকে স্বাস্থ্যরেখা বলে এবং এই স্বাস্থ্যরেখার অপর একটী সমান্তরাল রেখাকে প্রবৃত্তি রেখা (Via Lasciva) কহে। রেখা সমূহ ও গ্রহগণের স্থান স্থূলভাবে বলিলাম। [চিত্র ১]

শিষ্য। প্রভো! আমার প্রতি আপনার চিরদিন যেরূপ কৃপাদৃষ্টি, তাহার উপর নির্ভর করিয়া ঈশ্বরের অপূর্ব্ব সৃষ্টির বিষয় আরও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি। অনুমতি হয় ত নিবেদন করি।

গুরু। বৎস! তোমায় পূর্ব্বে বলিয়াছি, এবং এখনও বলিতেছি যে, তোমার মত সদ্‌গুণবিশিষ্ট শিষ্যকে আমার কিছুই অদেয় নাই; অতএব তোমার যাহা ইচ্ছা, অকুতোভয়ে প্রকাশ কর।

শিষ্য। ভগবন্! সকল করতলের বর্ণ সমান দেখা যায় না,—প্রায়ই ভিন্ন; সেই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অবগত হইলে সুখী হইব।

গুরু। হস্ততল রক্তবর্ণ হইলে জাতক উগ্রস্বভাব, হরিদ্রা বর্ণ হইলে পিত্তাধিক্যবিশিষ্ট ও ক্রুদ্ধস্বভাব, কৃষ্ণবর্ণ হইলে কফাধিক্যসম্পন্ন ও বিষমস্বভাব, গোলাপী হইলে তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও ন্যায়পরায়ণ হয়।

শিষ্য। প্রভো! রেখাসমূহের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলুন।

গুরু। রেখাসমূহ রক্তবর্ণের হইলে জাতক উগ্রস্বভাব আমোদপ্রিয়, সদালাপী ও বিশ্বাসী হয়। হরিদ্রাবর্ণ হইলে, পিত্তাধিক্যসম্পন্ন, ক্রুদ্ধস্বভাব, কার্য্যতৎপর, উচ্চাভিলাষী, চতুর, প্রতিহিংসাপ্রিয় ও অহঙ্কারী হয়। রক্তবর্ণের মধ্যে কাল বর্ণের আভা থাকিলে, প্রতিহিংসাযুক্ত, গম্ভীর, শঠ এবং

ক্রোধী হয়। পাণ্ডু আভাযুক্ত হইলে কফাধিক্যবিশিষ্ট স্ত্রীস্বভাবাপন্ন সামরিক দাতা এবং উৎসাহী হয়; আর অল্প ক্রোধ হইলে সহজেই তাহার নিবৃত্তি হয়।

শিষ্য। গুরুদেব! বৃহস্পতির স্থান উচ্চ হইলে, তাহার ফল কিরূপ হয়?

গুরু। বৃহস্পতির স্থান স্বাভাবিক উচ্চ হইলে জাতক উচ্চাভিলাষী, যশঃপ্রার্থী, ধর্ম্মসম্বন্ধে উন্মত্ত, আমোদপ্রিয়, স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য দেখিতে ইচ্ছুক ও কল্পনাপ্রিয় হয়। আর ঐ স্থান অধিক উচ্চ হইলে জাতক অহঙ্কারী, লোকের উপর প্রভুত্বস্থাপনে অভিলাষী, আত্মশ্লাঘাপ্রিয়, অশাস্ত্রীয় উপাসনাকারী হয়। যদি বৃহস্পতির ও রবির স্থান সমান উচ্চ হয়, তাহা হইলে ভাগ্যবান্ ও ধনবান্ হয়; এবং ইহার সহিত যদি বুধের স্থান উচ্চ থাকে, তাহা হইলে বিজ্ঞানাভিজ্ঞ ও ন্যায়শাস্ত্রবিৎ হয় এবং কবিতা রচনা করিতে সক্ষম হয়। আর এই সমস্ত স্থান উচ্চ হইলে, চিকিৎসা-শাস্ত্রবিশারদ হয়; এবং এই সকল স্থানের সহিত মঙ্গলের স্থান উচ্চ হইলে যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ হয়। বৃহস্পতির উচ্চতার সহিত চন্দ্রের স্থান উচ্চ হইলে জাতক মানী, ন্যায়পর ও শান্তপ্রকৃতি হয়। শুক্রের স্থান বৃহস্পতির সহিত উচ্চ হইলে সামাজিক, সরল, আমোদপ্রিয়, সত্যনিষ্ঠ ও হৃদয়বান্ হয়।

শিষ্য। প্রভো! বৃহস্পতির স্থান নিম্ন হইলে তাহার ফল কিরূপ হয়?

গুরু। বৃহস্পতির স্থান নিম্ন হইলে জাতক অধার্ম্মিক, স্বার্থপর, অলস, সম্ভ্রমহীন ও নীচপ্রবৃত্তির লোক হয়।

শিষ্য। বৃহস্পতির স্থানের উপর এক বা বহু রেখা থাকিলে তাহার ফল কিরূপ হয়?

গুরু। একটি রেখা থাকিলে, সকল কর্ম্মে সফলতা লাভ করে ও ইষ্টসিদ্ধ হয়; এবং বহুরেখা থাকিলে, বড় হইবার চেষ্টা করে, কিন্তু সফলমনোরথ হয় না।

শিষ্য। বৃহস্পতির স্থানের উপর ক্রশ (Cross) চিহ্ন থাকিলে কিরূপ ফলপ্রদ হয়?

গুরু। এই চিহ্ন সূক্ষ্মভাবে থাকিলে মস্তকে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া থাকে; এবং এই চিহ্ন স্থূল হইলে সুখকর বিবাহ ও উত্তম স্ত্রীলাভ হয়। [চিত্র ২]

শিষ্য। বৃহস্পতির স্থানে তারকা-চিহ্ন (Star) থাকিলে কি হয়?

গুরু। এইস্থানে তারকা-চিহ্ন থাকিলে জাতক উচ্চতর এবং সৌভাগ্যশালী বংশে বিবাহ করে।

শিষ্য। এই স্থানে সামান্য স্পট্ (spot) চিহ্ন থাকিলে কি হয় ?

গুরু। মান সম্ভ্রম ও অর্থহানি হয়।

শিষ্য। এই স্থানে চতুষ্কোণ (square) চিহ্ন থাকিলে কি হয় ?

গুরু। আধিপত্য করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। [চিত্র ২]

শিষ্য। বৃহস্পতির স্থানে যবচিহ্ন থাকিলে কি হয় ?

গুরু। তাহা হইলে জাতক সামাজিক নিগ্রহে বিশেষ কষ্ট পায়।

শিষ্য। এই স্থানে ত্রিভুজ চিহ্ন থাকিলে কি হয় ?

গুরু। এই চিহ্ন থাকিলে জাতক রাজদূত বা ঘটক হয় [চিত্র ১]

শিষ্য। এই স্থানে জাল চিহ্ন (grille) থাকিলে কি হয় ?

গুরু। এই চিহ্ন থাকিলে জাতক কুসংস্কারবিশিষ্ট, স্বার্থপর ও অহঙ্কারী হয়, এবং একাধিপত্যস্থাপনে ইচ্ছা করে। [চিত্র ২]

শিষ্য। প্রভো! বৃহস্পতির স্থানে আরও একটি চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে আমার জিজ্ঞাস্য আছে। এই স্থানের বহু রেখাকে একটি রেখা কর্ত্তিত করিতে দেখা যায়, তাহাতে কি ফল হয় ?

গুরু। পুরুষের এই চিহ্ন থাকিলে লম্পট হয় ও স্ত্রীলোক অসতী হয়।

শিষ্য। বৃহস্পতির দশায় জন্ম হইলে কিরূপ হয় ?

গুরু। এই দশায় জন্ম হইলে, বলিষ্ঠ, বর্ণ গোলাপী, চক্ষু আয়ত ও নীলবর্ণ, চুল কটা ও কুঞ্চিত (কিন্তু যৌবনে ঘন), দন্ত সাদা ও বৃহৎ, মুখশ্রী সুন্দর, সুন্দর চিবুক, (ইহার মধ্যে একটী গর্ত্তের ন্যায় থাকে); শ্রবণশক্তি সূক্ষ্ম, স্বর মিষ্ট হয়, এবং উত্তম আহার বিহার করিতে ইচ্ছা করে। এই সম্বন্ধে আরও একটী কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর; যাহাদের বৃহস্পতির স্থান উচ্চ থাকে, তাহাদের আত্মবিশ্বাস অধিক হয়; তাহাদের অঙ্গুলী চৌক (square) ও তৃতীয় পর্ব্ব স্থূল হয়; তাহাদের হস্ত নরম বা অধিক কঠিন হয় না; এবং বৃদ্ধাঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্ব লম্বা হয়।

শিষ্য। বৃহস্পতি কোন্ কোন্ স্থানে আধিপত্য করে ?

গুরু। বৃহস্পতি শরীরের মধ্যে ফুস্ ফুস্, রক্ত, এবং অন্ত্রের (Intestine) উপর আধিপত্য করে এবং এই কারণেই পক্ষাঘাত, হঠাৎ জ্বর,

রক্তাধিক্যের পীড়া হয় এবং জাতক অশ্ব এবং অশ্বযান হইতে পতিত হয়। ইহাদের স্বভাব উগ্র হয় এবং ইহাদের হস্তলিপি বড় ও পরিষ্কৃত হয়।

শিষ্য। শনির স্থান উচ্চ হইলে, কিরূপ ফলপ্রদ হয়?

গুরু। শনির স্থান উচ্চ হইলে জাতক মৌনাবলম্বী, নির্জ্জনবাসী, ভীরু, বলবান্ কালোয়াৎ বা উচ্চসঙ্গীত-প্রিয় হয় এবং কৃষিকার্য্যে রত থাকে। ইহারা বিবাহে অনিচ্ছা প্রকাশ করে এবং আত্মাভিমানী হয়।

শিষ্য। শনির স্থান নিম্ন হইলে কি হয়?

গুরু। এই স্থান নিম্ন হইলে জাতক দুর্ভাগ্যবিশিষ্ট ও নীচপ্রবৃত্তির লোক হয়। ইহার আত্মহত্যা করিবার অভিলাষ করে এবং ইহারা নিরামিষভোজী হয়। কিন্তু ইহার সহিত ভাগ্য-রেখা বলবতী হইলে, এই সমস্ত ঘটনার হ্রস্বতা দেখিতে পাওয়া যায়।

শিষ্য। এই শনির স্থানের উচ্চতার সহিত অপরাপর কি কি স্থান উচ্চ হইতে পারে এবং তাহাদের ফলাফল কিরূপ হয়?

গুরু। যদি শনির স্থানের সহিত বৃহস্পতির স্থান উচ্চ হয়, তবে জাতক ভদ্র ও ধৈর্য্যশালী হয়, কিন্তু বিষণ্ণ ও মূর্চ্ছাগতবায়ুগ্রস্ত হয়; এবং এই শনি বৃহস্পতির উচ্চতার সহিত বুধের স্থান উচ্চ হইলে, জাতক প্রাচীন ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনুশীলনে যত্নবান্ হয় এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করে। কিন্তু যদি শনি ও বুধের স্থান কেবল উচ্চ হয়, তাহা হইলে জাতক অধার্ম্মিক, জালিয়াৎ উগ্রস্বভাববিশিষ্ট, প্রতিহিংসাপরায়ণ চৌর ও সন্তানের প্রতি স্নেহশূন্য হয়। যদি শনি ও মঙ্গলের স্থান উচ্চ হয়, তবে জাতক অত্যাচারী, বদ্‌মাইস, মিথ্যা প্রভুত্বস্থাপনে নিযুক্ত, নির্লজ্জ ও মনুষ্যদ্বেষী হয়। শুক্র ও শনির স্থান সমান উচ্চ হইলে, জাতক সত্য ও গুহ্যবিদ্যা অনুসন্ধানে রত থাকে, আত্মসংযমী ও সন্দিগ্ধমনাঃ হয় এবং জাঁক্‌জমক্ প্রকাশে নিযুক্ত থাকে; কিন্তু ইহার মধ্যে যদি শনির স্থান প্রবল হয়, তাহা হইলে জাতক অহঙ্কারী, হিংসক ও লম্পট হয়। চন্দ্র ও শনির স্থান সমান উচ্চ হইলে, জাতক কুৎসিত হয় এবং অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা গুহ্য ধর্ম্মের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়।

শিষ্য। শনির উপর বহুরেখা থাকিলেই কিরূপ ফলপ্রদ হয়?

গুরু। শনি স্থানে একটী রেখা থাকিলে ভাগ্যবান্ ও বহুরেখা থাকিলে হতভাগ্য হয়। কিন্তু যদি একটী সিঁড়ি বা মইএর ন্যায় চিহ্ন থাকে,

এবং ঐ চিহ্ন বৃহস্পতির অভিমুখে যায়, তাহা হইলে সৌভাগ্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়।

শিষ্য। একটী সরল রেখা যদি হৃদয়রেখা হইতে উঠিয়া, শনির স্থানে যায়, তাহা হইলে কিরূপ ফলপ্রদ হয় ?

গুরু। এইরূপ রেখা থাকিলে জাতকের বিশেষ অর্থকষ্ট হয়; কিন্তু এই রেখা পরিষ্কৃত ও স্পষ্ট হইলে, জাতক সেই সকল কষ্ট সহ্য করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে সক্ষম হয়।

শিষ্য। এই শনির স্থানে তারকা-চিহ্ন থাকিলে কি হয় ?

গুরু। এই চিহ্ন থাকিলে জাতক দুর্ঘটনা, বজ্রপাত, সর্পাঘাত, ইত্যাদি দ্বারা হত হয়।

শিষ্য। এইরূপ চিহ্ন চতুষ্কোণ-চিহ্ন দ্বারা বেষ্টিত হইলে কি হয় ?

গুরু। তাহা হইলে জাতক ঐরূপ বিপদের সময় পলাইয়া রক্ষা পাইতে পারে।

শিষ্য। যদি শনির স্থানের উপর একটি চতুষ্কোণের কোণে লাল দাগ থাকে, তাহা হইলে কি হয় ?

গুরু। তাহা হইলে জাতক অগ্নিসম্বন্ধীয় বিপদে পতিত হয়; হইয়াও রক্ষা পায়।

শিষ্য। ত্রিভুজ চিহ্ন থাকিলে কি হয় ?

গুরু। শনি স্থানে ত্রিভুজ-চিহ্ন থাকিলে জাতক ভৌতিক ও ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা শিক্ষা করে; কিন্তু যদি মধ্যমাঙ্গুলীর তৃতীয় পর্ব্বে তারকা-চিহ্ন থাকে, তাহা হইলে, জাতকের অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে।

শিষ্য। শনি স্থানে ক্রুশ-চিহ্ন থাকিলে কি হয় ?

গুরু। তাহা হইলে জাতক ভৌতিক বিদ্যা বা ধর্ম্মের অপব্যবহার করে এবং পাগলামীও করিয়া থাকে।

শিষ্য। আর জালচিহ্ন (Grille) থাকিলে কি হয় ?

গুরু। তাহা হইলে জাতক অর্থকষ্ট পায় ও দুর্ভাগ্য হয়।

শিষ্য। শনির দশায় জন্ম হইলে, কি প্রকার ফলভোগ করে ?

গুরু। এই দশায় যাহার জন্ম হয়, সে কৃশ বা রোগী, পিঙ্গলবর্ণ হয় এবং ইহার শরীর মধ্যাকার; চক্ষু ক্ষুদ্র ও কৃষ্ণবর্ণ নাসিকা দীর্ঘ স্থূল কাল ও

সোজা (শূকরের কুঁচির মত), স্কন্ধ বিস্তৃত হয়। এই ব্যক্তি একগুঁয়ে, ভীরু, সন্দিগ্ধচিত্ত এবং ধৈর্য্যাবলম্বী হয়।

শনি, অস্থি, গ্রন্থি, প্লীহা এবং মেরুদণ্ডের উপর আধিপত্য করে। শনির দশায় জন্মিলে, জাতক মৃগীরোগ, পক্ষাঘাত, ক্ষত ঘা ও বিশেষ প্রকারে পতিত হইলে, যে সমস্ত বিপদ্ উপস্থিত হয়, সেই সমস্তই ভোগ করে। শনি যাহার অধিক প্রবল হয়, তাহার দন্তপংক্তি দুর্ব্বল হইয়া শীঘ্র পতিত হইয়া যায়।

শনির দশায় জন্মিলে, জাতকের হাত লম্বা এবং অঙ্গুলীর অগ্রভাগ চওড়া হয় এবং জাতক দুঃখী হয়।

শিষ্য। এক্ষণে রবির স্থান সম্বন্ধে কিছু বলুন।

গুরু। রবির স্থান উচ্চ হইলে, জাতক শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত ও চিত্র বিদ্যায় পারদর্শী হয়। নূতন বিষয় আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয়। অপরের অনুকরণ করিতে সক্ষম হয়। সে ব্যক্তি চঞ্চলপ্রকৃতি ও প্রকৃত বন্ধুত্ব করণে অক্ষম হইলেও, দয়ালু উদার স্বভাব হয়; তাহার মন সুন্দর বস্তুতে সহজেই আকৃষ্ট হয় এবং ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্য স্ত্রীলোকদিগকে ভাল-বাসে না; বরং এই ভালবাসাকে প্রকৃত অবস্থায় পরিণত করে। রবি ও বুধের সমান উচ্চ হইলে, জাতক সদ্বিবেচক, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তীক্ষ্ণদৃষ্টি, শাস্ত্রানুশীলনে রত এবং বক্তৃতা ও রচনায় শক্তিসম্পন্ন হয়। রবি ও চন্দ্রের স্থান উচ্চ হইলে, জাতক সুবুদ্ধি, কল্পনাপ্রিয়, চিন্তাযুক্ত ও সরলহৃদয় হয়। রবি ও শুক্রের স্থান উচ্চ হইলে, জাতকের স্বভাব শান্ত ও সুশীল এবং অন্য সকলকে সন্তুষ্ট করিতে সমর্থ হয়।

শিষ্য। রবির স্থান অধিক উচ্চ হইলে কি হয়?

গুরু। রবির স্থান অধিক উচ্চ হইলে, জাতক অর্থাভিলাষী, অপব্যয়ী, বিলাসী (খোস্‌পোষাকী), হিংসক, অবিবেচক, চঞ্চল এবং কুতার্কিক হয়; তাহার মানসিক দুর্ব্বলতা থাকে এবং সে কুচিন্তায় রত থাকে। তাহার হস্ত কোমল, নখের অগ্রভাগ চওড়া, অঙ্গুলী বাঁকা এবং বৃদ্ধাঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্ব দীর্ঘ হয়।

শিষ্য। রবির স্থান নিম্ন হইলে কিরূপ হয়?

গুরু। জাতক অলস হয় এবং জ্ঞানোপার্জ্জনে বিরত থাকে।

শিষ্য। রবির স্থানের উপর ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন থাকিলে কিরূপ ফলপ্রদ হয়, তাহা বলিলে কৃতার্থ হই।

গুরু। এই রবির স্থানের উপর তারকা-চিহ্ন থাকিলে, জাতক অর্থলাভ করিয়া বড়লোক হইয়াও মানসিক সুখে বঞ্চিত থাকে, ও বহুকষ্টে খ্যাতনামা হয়। কিন্তু এই রবির স্থান বলবান্ হইলে, তাহার পরিশ্রম ও গুণের জন্য খ্যাতিলাভ হয় এবং এই তারকা-চিহ্নের সহিত যদি রবির স্থানে অনেক রেখা বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে, সে ধনী হয়।

শিষ্য। তথায় জাল-চিহ্ন (Grille) থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক অল্পবুদ্ধি (অহম্মুখ), গর্ব্বিতা এবং যশোভিলাষী হয়।

শিষ্য। রবির স্থানের উপর ক্রুশ-চিহ্ন (Cross) থাকিলে কি হয় ?

গুরু। শিল্পচর্চ্চা করিবার ক্ষমতা থাকে না ; কিন্তু ঐ সঙ্গে আর একটী সরল রেখা থাকিলে অর্থাগম হয়।

শিষ্য। ত্রিভুজ চিহ্ন থাকিলে কি হয় ?

গুরু। তাহা হইলে শিল্পবিদ্যায় পারদর্শী হয়।

শিষ্য। এক্ষণে রবির দশায় জন্ম হইলে জাতক কিরূপ অবস্থাপন্ন হয়, তৎসম্বন্ধে অনুগ্রহ করিয়া কিঞ্চিৎ বলুন।

গুরু। এই দশায় জন্মিলে জাতক তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সৌন্দর্য্যপ্রিয়, যশস্বী হয় এবং শিল্পকার্য্যে পারদর্শী হয়।

আর এই রবির স্থান উচ্চ হইলে, অর্থলোভী, অহঙ্কারী ও আত্মপক্ষ-সমর্থনকারী হয়। সে ব্যক্তি সুন্দর, মধ্যাকার, রক্তবর্ণ এবং তাহার গণ্ডদেশ লালবর্ণ হয়। তাহার কেশ পাতলা লম্বা ও কটা হয়। চক্ষু বড় ও উজ্জ্বল হয়। মুখ মধ্যাকার ; ওষ্ঠাধর সমভাবে মোটা, চিবুক গোল এবং অল্প বড় এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুগঠন হয়। তাহাদের করতলের ও অঙ্গুলীর দৈর্ঘ্য সমান হয় এবং অঙ্গুলীগুলি চৌক হয়। রবি হৃদয়, চক্ষু ইত্যাদির উপর আধিপত্য করে। এই দশায় চক্ষুর্জ্জ্যোতির ন্যূনতা, শিরঃপীড়া, হৃদ্রোগ প্রভৃতি হয়।

শিষ্য। এই রবির স্থানের বিষয় শুনিয়া আমার জ্ঞান হইতেছে যে, ঈশ্বর সূর্য্যকে মনুষ্যের পার্থিব উন্নতির জন্যও সৃষ্টি করিয়াছেন। দয়া করিয়া এক্ষণে বুধের স্থান উচ্চ হইলে কিরূপ ফলপ্রদ হয়, বলুন।

গুরু। বুধের স্থান উচ্চ হইলে, জাতক শাস্ত্রজ্ঞ, বুদ্ধিমান্, সাহসী, বক্তৃতা করিতে সক্ষম, ব্যবসায়ী, পরিশ্রমী, নূতন বিষয়ের আবিষ্কারক, চঞ্চল,

ভ্রমণকারী, গুহ্যধর্ম্মানুসন্ধায়ী হয়। এতদ্ব্যতীত বালকদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে ভালবাসে ও অল্প বয়সে বিবাহ করে।

শিষ্য। বুধের স্থান অতিশয় উচ্চ হইলে কি হয়?

গুরু। তাহা হইলে মিথ্যাবাদী, বিশ্বাসঘাতক, প্রবঞ্চক, রসিকতাপ্রিয়, কপট ও মূর্খ হয়।

শিষ্য। উক্ত স্থান নিম্ন হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক উদ্যমরহিত ও মূর্খ হয়।

শিষ্য। বুধের স্থানের উচ্চতার সহিত যদি অঙ্গুলী সকল সূচ্যগ্র হয়, তাহা হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক উত্তম বক্তৃতা করিতে পারে।

শিষ্য। এই স্থানের উচ্চতার সহিত অঙ্গুলীগুলি চৌক হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক তর্কের সহিত বক্তৃতা করিতে পারে।

শিষ্য। এই বুধের স্থানে একটী সরল রেখা থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক অতিশয় ভাগ্যবান্ হয়।

শিষ্য। একটী সরল রেখা যবচিহ্নসংযুক্ত হইয়া, এই স্থান হইতে রবির স্থান পর্য্যন্ত যাইলে কি হয়?

গুরু। বিনা কারণে দুর্ভাগ্য উপস্থিত হয়।

শিষ্য। বুধের স্থানের উপর বহুরেখা থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক শাস্ত্রানুশীলনে রত থাকে।

শিষ্য। বহুরেখা হৃদয়রেখার সহিত মিলিত হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক দাতা হয়।

শিষ্য। এইরূপ বহুরেখা সত্ত্বেও বুধের স্থান অতি উচ্চ হইলে কি হয়?

গুরু। চিকিৎসক হইয়া চিকিৎসা সম্বন্ধে বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করে। এবং কখনও কখনও এই চিকিৎসাশাস্ত্রের দ্বারাই বাতুলতা প্রাপ্ত হয়।

শিষ্য। এইরূপ চিহ্ন স্ত্রীলোকের হস্তে থাকিলে কি হয়?

গুরু। তাহা হইলে তাহার কোন চিকিৎসক বা শাস্ত্রজ্ঞের সহিত বিবাহ হয়।

শিষ্য। বুধের স্থানের উপর রেখা সকল অধিক স্থূল হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক বৃথা বাক্যব্যয়ী হয়।

শিষ্য। বুধের স্থান রবির স্থানের দিকে বা হস্ত পার্শ্বে হেলিয়া থাকিলে কি হয়?

গুরু। রবির অভিমুখে যাইলে ভাগ্যরেখাকে বলবতী করে; ও বিজ্ঞান-শাস্ত্রে বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা থাকে। কিন্তু হস্তপার্শ্বের অভিমুখীন হইলে ব্যবসায় ও শিল্পকার্য্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করে।

শিষ্য। এই বুধের স্থানে তারকা-চিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। এই চিহ্নে জাতক প্রতারক ও চৌর হয়।

শিষ্য। ত্রিভুজচিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। রাজনৈতিক বুদ্ধিবিশিষ্ট হয়।

শিষ্য। এই বুধের স্থানের উপর ক্রুশ-চিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক প্রতারক ও চৌর হয়।

শিষ্য। জালচিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক প্রবঞ্চক ও চৌর হয়।

শিষ্য। প্রভু! এ পর্য্যন্ত আমার জ্ঞান ছিল যে, লোক সঙ্গদোষে বা সঙ্গগুণে অসৎ বা সৎ হয়, কিন্তু ক্রমে যতই আপনার কৃপায় ঈশ্বর সৃষ্টির নিয়মাবলীর বিষয় শ্রবণ করিতেছি, ততই বোধ হইতেছে যে, মনুষ্য সঙ্গদোষে বা সঙ্গগুণে অসৎ বা সৎ হইতে পারে না; বরং তাহাদের প্রাক্তনকর্ম্মসম্ভূত ফল সমূহ বর্ত্তমান জীবনে ভোগ করিবার নিমিত্ত জন্মকালীন একেবারে নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়। গুরুদেব এক্ষণে বুধের দশায় জন্মগ্রহণ করিলে কিরূপ অবস্থা হয়, তৎসম্বন্ধে উপদেশ করিলে এ দাস কৃতার্থ হয়।

গুরু। বুধের দশায় জন্মিলে, জাতক তীক্ষ্ণবুদ্ধি হয়—সকল বিষয় বুঝিতে পারে। শাস্ত্রবিদ্যা (অধিক সময়ে চিকিৎসাশাস্ত্র) ভালবাসে, এবং কার্য্য-তৎপর হয়। জাতকের আকার খর্ব্ব এবং শরীরের গঠন সুন্দর হয় এবং যৌবনকালে আরও সুন্দর দেখায়। উচ্চ কপাল, চঞ্চল চক্ষু, লম্বা ও সুচালু-চিবুক এবং ক্ষীণ স্বর হইয়া থাকে। হস্ত প্রায়ই দীর্ঘ হয়, অঙ্গুলীর গঠন মিশ্র বলিয়া বোধ হয় এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলী সমান উচ্চ সুচালু হয়।

শিষ্য। বুধ শরীরের কোন্ কোন্ অংশে আধিপত্য করে?

গুরু। মস্তক ও জিহ্বা।

শিষ্য। এই দশায় জন্মিলে কি কি পীড়া হইবার সম্ভাবনা?

গুরু। বাতুলতা, শ্লেষ্মঘটিত ও পিত্তঘটিত রোগ সকল উৎপন্ন হয়।

শিষ্য। এক্ষণে মঙ্গলের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলুন।

গুরু। মঙ্গলের স্থান দুইটী—একটী বুধের স্থানের নিম্নে এবং অপরটী বৃহস্পতির স্থানের নিম্নে—এ বিষয় তোমাকে ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। অতএব তুমি তোমার স্বাভাবিক বুদ্ধি অনুযায়িক যেরূপ সহজভাবে প্রশ্ন করিতেছিলে এক্ষণে সেইরূপ প্রশ্ন করিলে আমিও প্রকৃত উত্তর দিব।

শিষ্য। বৃহস্পতির নিম্নস্থ মঙ্গলের স্থানটী উচ্চ হইলে, জাতক কিরূপ অবস্থাপন্ন হয়?

গুরু। জাতক সাহসী, প্রত্যুৎপন্নমতি ও যুদ্ধাভিলাষী হয়।

শিষ্য। বুধের নিম্নস্থ মঙ্গলের স্থান উচ্চ হইলে, কিরূপ হয়?

গুরু। জাতক ধীরপ্রকৃতি হইয়া ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে; এবং অন্যায় কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে চেষ্টা পায়।

শিষ্য। কিন্তু যদি মঙ্গলের উভয় স্থান সমান উচ্চ হয়, তাহা হইলে কি হয়?

গুরু। তাহা হইলে জাতক উগ্র স্বভাব, অবিচারী, নিষ্ঠুর, শোণিতলোলুপ (শোণিতপাত, শোণিতদর্শন, ইত্যাদি বিষয় ভালবাসে), কামাতুর হয় এবং তাহার বাক্য অত্যুক্তিপূর্ণ হয়।

শিষ্য। মঙ্গলের উভয় স্থান নিম্ন হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক ভীরু ও বালস্বভাব হয়।

শিষ্য। যদি মঙ্গলের উভয় স্থান এবং রবির স্থান সমান উচ্চ হয়, তবে কি হয়?

গুরু। জাতক সহিষ্ণুতা-গুণবিশিষ্ট হয়, বিজ্ঞানশাস্ত্রে পারদর্শী এবং সত্যানুসন্ধানে পটু হয়।

শিষ্য। যদি মঙ্গলের দুইটী স্থান ও চন্দ্রের স্থান সমান উচ্চ হয়, তবে কিরূপ হয়?

গুরু। তাহা হইলে জাতক নৌকাচালনবিদ্যায় পারদর্শী হয়।

শিষ্য। মঙ্গলের উভয় স্থান এবং বুধের স্থান সমান উচ্চ হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক তার্কিক ও রসিকতাপ্রিয় হয়।

শিষ্য। মঙ্গলের উভয় স্থান এবং শনির স্থান উচ্চ হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক মনুষ্যদ্বেষী, নির্লজ্জ, অধার্ম্মিক ও হতভাগ্য হয়।

শিষ্য। মঙ্গলের স্থান অত্যন্ত উচ্চ হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক স্থাবর সম্পত্তির অধিকারী হয়।

শিষ্য। ঐ স্থান অতি নিম্ন হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক স্থাবর সম্পত্তিবিহীন হয়।

শিষ্য। মঙ্গলের স্থানের উপর তিল-চিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। দুই হস্তেই বুধের নিম্নস্থ মঙ্গলের স্থানে তিল-চিহ্ন থাকিলে মোকদ্দমায় সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু ঐ চিহ্ন এক হস্তে থাকিলে, কিয়ৎ-পরিমাণে রক্ষা পায়। আর যদি ঐরূপ তিল-চিহ্ন বৃহস্পতির নিম্নস্থ মঙ্গলের স্থানের উপর থাকে, তাহা হইলে পৈতৃক সম্পত্তির ঐরূপ অবস্থা হয়।

শিষ্য। মঙ্গলের স্থানের উপর তারকা-চিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। এই চিহ্ন থাকিলে জাতক হত্যা করিবার উদ্যম করে।

শিষ্য। ত্রিভুজ-চিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। যুদ্ধবিদ্যায় পারগ হয়।

শিষ্য। ক্রুশ-চিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। নিজে অতি দৃঢ়প্রতিজ্ঞতার (একগুঁয়েমীর) জন্য কলহ উপস্থিত করিয়া বিপদে পতিত হয়।

শিষ্য। জাল-চিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। ঐ চিহ্ন থাকিলে কোনরূপ বিপদে পতিত হইয়া সঙ্কটাপন্ন হয়, অথবা মৃত্যুমুখে পতিতও হয়।

শিষ্য। মঙ্গলের দশায় জন্মিলে জাতক কিরূপ ফলভোগ করে, অনুগ্রহ-পূর্ব্বক বলুন।

গুরু। এই দশায় জন্মিলে জাতক সাহসী, বিপদে ধৈর্য্যাবলম্বী, আত্ম-রক্ষক ও সকল কর্ম্মে উদ্যোগী হয়। জাতক মধ্যাকারগঠন, বলবান্ আয়তচক্ষুঃ-(চক্ষুঃ প্রায়ই রক্তবর্ণ) থাকে এবং লালবর্ণ হয়। জাতকের নাসিকা বংশীর মত, চিবুক দীর্ঘ, গলা মোটা ও ছোট এবং স্কন্ধদেশ প্রশস্ত হয়। করতল শক্ত ও সকল অঙ্গুলীর তৃতীয় পর্ব্ব মোটা এবং বৃদ্ধাঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্ব দীঘ হয়।

শিষ্য। মঙ্গল শরীরের কোন্ কোন্ স্থানে আধিপত্য করে?

গুরু। শোণিত ও গ্রীবার উপর আধিপত্য করে।

শিষ্য। এই দশায় জন্মিলে কি কি রোগ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা?

গুরু। গলাফোলা, বসন্ত এবং শস্ত্র ও ভূমি হইতে শারীরিক বিপদ্ উপস্থিত হয়।

শিষ্য। আপনার নিকট মঙ্গলের স্থানের বিষয় শুনিয়া জানিলাম যে, মঙ্গল সকল বিষয়েই অমঙ্গল ঘটায়। যাহা হউক, এক্ষণে চন্দ্রের স্থান উচ্চ হইলে কি হয়, অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

গুরু। জাতক চিন্তাযুক্ত, বিষণ্ণ, পবিত্র বৃথাকল্পনাপ্রিয় হয়; আত্ম-তত্ত্বানুসন্ধানে রত থাকে এবং সঙ্গীতবিদ্যায় উন্নতি করিবার চেষ্টা করে। এইরূপ প্রকৃতির লোক অলস, অহংতত্ত্বজ্ঞানবিশিষ্ট ও অস্থিরচিত্ত হয় এবং কোন এক বিষয় লইয়া চিন্তা করিতে করিতে এরূপভাবে বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সংযম হইয়া যায় যে, ভবিষ্যৎ বিষয়ও স্বপ্নযোগে দেখিতে পায়। এই ব্যক্তি চঞ্চল-স্বভাববশতঃ জলভ্রমণে রত থাকে; এবং ধর্ম্মানুশীলন অপেক্ষা ঈশ্বরের লীলানুসন্ধানে অধিক আমোদ বোধ করিয়া, তাতেই নিযুক্ত থাকে। এই ব্যক্তি এত কল্পনাপ্রিয় হয় যে, শিল্প এবং সাহিত্যেও কল্পনার ভাব আনিয়া ফেলে। এই ব্যক্তি এইরূপ বিবাহ করে যে, এই ব্যাপার আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু, বান্ধবের অত্যন্ত বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয়; যেমন—আপনার জাতীয় বয়ঃস্থা বা বিধবা কন্যা বিবাহ।

শিষ্য। চন্দ্রের মধ্যবর্ত্তী স্থান অত্যন্ত স্থূল ও উচ্চ দেখা যায়; ইহার ফল কিরূপ হয়?

গুরু। এইরূপ হইলে আভ্যন্তরিক নাড়ীর রোগ উৎপন্ন হয়।

শিষ্য। চন্দ্রের স্থানের উপরিভাগ অত্যন্ত উচ্চ হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক, পিত্ত বাত, শ্লেষ্মজনিত রোগে আক্রান্ত হয়।

শিষ্য। শিরোরেখা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যদি চন্দ্রের স্থানের উপর আইসে এবং মঙ্গলের স্থানের নিম্নে থাকে; রবির স্থানে জাল-চিহ্ন থাকে, তাহা হইলে, এই কয়টীর সমষ্টি কিরূপ ফল প্রদান করে, তাহা অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

গুরু। জাতক লম্পট, পর নিন্দাকারী, কদাচারী, ভীরু ও উদ্ধতস্বভাব হয়।

শিষ্য। চন্দ্রের স্থানের উচ্চতার সহিত করতল কঠিন ও অঙ্গুলীর অগ্রভাগ মোটা হইলে কি হয় ?

গুরু। কৌশলপ্রিয় (মতলববাজ), চঞ্চলমতি (খামখেয়ালি), উগ্র-প্রকৃতি, অসন্তুষ্ট, পৌত্তলিকধর্ম্মোন্মত্ত, শিরঃপীড়াগ্রস্ত, আত্মাভিমানী ও গভীর চিন্তাশীল হয়।

শিষ্য। চন্দ্রের স্থান অধিক উচ্চ হইয়া, বিস্তৃত হওত মণিবন্ধ পর্য্যন্ত আসিয়া কোণাকৃতি হইলে কি হয় ?

গুরু। জাতক চিন্তাযুক্ত হয় এবং ত্যাগ স্বীকার করে।

শিষ্য। চন্দ্রের স্থান স্ফীত না হইলে কি হয় ?

গুরু। জাতক চিন্তা করিতে অক্ষম হয় ও মনের স্থিরতা রাখিতে পারে না।

শিষ্য। চন্দ্র ও বুধের স্থান সমান উচ্চ হইলে কি হয় ?

গুরু। জাতক আমোদরত ও কল্পনাপ্রিয় হয়।

শিষ্য। চন্দ্র ও শনির স্থান সমান উচ্চ হইলে কি হয় ?

গুরু। জাতক সর্ব্বদা মলিন বস্ত্র পরিধান করে। ভীরু এবং অজীর্ণ রোগগ্রস্ত হয়।

শিষ্য। অন্য সকল গ্রহের স্থান নিম্ন; কিন্তু চন্দ্রের স্থান কেবল উচ্চ হইলে কি হয় ?

গুরু। জাতক চিন্তা ও কল্পনায় সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকে।

শিষ্য। চন্দ্রের স্থান উচ্চ বা স্ফীত, হস্তের চতুষ্কোণের নিম্নে ক্রুশ চিহ্ন-যুক্ত এবং ইহাদের সহিত অঙ্গুলীর গঠন সুচালু হইলে কিরূপ ফলপ্রদ হয় ?

গুরু। জাতকের অতীন্দ্রিয় বিষয়ে দর্শনশক্তি প্রবল হয়।

শিষ্য। চন্দ্রের স্থানের উপর সরল রেখা থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক কোনরূপ দুর্ঘটনা ঘটিবার পূর্ব্বেই জানিতে পারে।

শিষ্য। এই স্থানে বহুরেখা থাকিলে কি হয় ?

গুরু। প্রত্যাদেশ পাইয়া থাকে, উপদেবতা হইতে ভয় পায় এবং ভবিষ্যৎ ঘটনা স্বপ্নে দেখিতে পায়।

শিষ্য। ক্রুশচিহ্ন থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক বাত-ব্যাধিগ্রস্ত ও মিথ্যাবাদী হয় ; এই চিহ্ন অত্যন্ত বড় হইলে, নিজেকেই বঞ্চিত করে এবং ছোট হইলে ঐন্দ্রজালিক হয়।

শিষ্য। একটি সরল রেখা মণিবন্ধ হইতে উঠিয়া, চন্দ্রের স্থান পর্য্যন্ত আসিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক কোপনস্বভাব (খিট্‌খিটে) হয়।

শিষ্য। যদি একটা ধনুঃসদৃশ রেখা বুধের স্থান হইতে চন্দ্রের স্থানে যায়, তাহা হইলে কি হয় ?

গুরু। তাহা হইলে জাতক প্রত্যাদেশ পায় এবং ভবিষ্যৎ বিষয় স্বপ্নে দেখে, ও এই সকল বিষয় প্রকাশ করিবারও ক্ষমতা পাইয়া থাকে।

শিষ্য। হস্ততলের নিম্ন হইতে একটা সরল রেখা চন্দ্রের স্থান পর্য্যন্ত আসিলে কি হয় ?

গুরু। জাতকের জলভ্রমণ হয়।

শিষ্য। এই স্থানের উপর তারকা-চিহ্ন থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক জলমগ্ন হইয়া মরিয়া যায়। কিন্তু ইহার সহিত যদি চন্দ্রের স্থান উচ্চ থাকে এবং শিরোরেখা এই চন্দ্রের স্থান পর্য্যন্ত আইসে, তাহা হইলে জাতক জলমগ্ন হইয়া আত্মহত্যা করে।

শিষ্য। যদি একটা সূক্ষ্ম রেখা এই তারকা-চিহ্নের সহিত আয়ুরেখাকে সংযুক্ত করে, তাহা হইলে কি হয় ?

গুরু। তাহা হইলে জাতকের মূর্চ্ছাগত-বায়ু-রোগ উৎপন্ন হয়।

শিষ্য। এই স্থানে বহু সরল রেখা থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক সর্ব্বদা যন্ত্রণা ও কষ্ট ভোগ করে।

শিষ্য। চন্দ্রের স্থানের উপর কোণাকৃতি (Angel) চিহ্ন থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক জলমগ্ন হইয়া মরিয়া যায়।

শিষ্য। এই স্থানে অর্দ্ধবৃত্তচিহ্ন থাকিলে কি হয় ?

গুরু। তাহাতেও জলমগ্ন হওয়ায়, মৃত্যু হয়।

শিষ্য। এই স্থানের ত্রিভুজ-চিহ্ন থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক ঐন্দ্রজালিক বিদ্যায় পারদর্শী হয়।

শিষ্য। জালচিহ্ন থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক দুঃখী, অস্থির এবং অসন্তুষ্ট হয় ও মিথ্যা বিষয়ের ধারণা করে।

শিষ্য। চন্দ্রের দশায় জন্মিলে কি হয় ?

গুরু। তাহা হইলে জাতকের অনুমান শক্তি থাকে ও দুঃখী হয় ; এবং নির্জ্জনে থাকিতে ভালবাসে—গোলযোগে থাকিতে চাহে না। দিবায় স্বপ্ন দেখে। মস্তক গোলাকার, বড় ও দৃঢ় হয় ; বর্ণ ফ্যাকাসে ; গঠন লম্বা ও বলিষ্ঠ, চুল পাতলা ও বড় ; এবং চক্ষু বড় হয়। হস্ত নরম হয়, অঙ্গুলী সকল সূচালু এবং বৃদ্ধাঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্ব ছোট হয়।

শিষ্য। চন্দ্র শরীরের কোন্ কোন্ স্থানে আধিপত্য করে ?

গুরু। মস্তক, উদর ও ফুস্ফুস্।

শিষ্য। এই দশায় জন্মিলে, কি কি পীড়া উপস্থিত হয় ?

গুরু। বাত, হাঁপানিকাসী ও পাগলামী উপস্থিত হয় ; এবং প্রায়ই জলের বিপদে পতিত হয়।

শিষ্য। আপনার দয়ায় চন্দ্রের স্থানের বিষয় শুনিয়া বুঝিলাম যে, চন্দ্রের স্থানের উপর ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন থাকিলে, মনুষ্যের কষ্ট উপস্থিত হয়। এক্ষণে শুক্রের স্থানের বিষয় কিছু অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

গুরু। বৎস ! শুক্রের স্থানের বিষয় কি কি বলিতে হইবে ?

শিষ্য। শুক্রের স্থান উচ্চ হইলে কি হয় ?

গুরু। জাতক সৌন্দর্য্য, লাবণ্য, নৃত্য, সঙ্গীতের মধুরতা, কোমলতা ও সাধারণ বদান্যতার প্রশংসা করিতে ভালবাসে ; স্ত্রীলোকের প্রতি শিষ্টাচার প্রয়োগ করে এবং সর্ব্বদা অপরকে সন্তুষ্ট করিতে ও নিজে প্রশংসিত হইতে ইচ্ছা করে।

শুক্রের স্থানের ও বৃহস্পতির স্থানের ফলে এই প্রভেদ যে, প্রথমোক্তটীতে স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য বিষয়ে এবং দ্বিতীয়টীতে পুরুষের সৌন্দর্য্য বিষয়ে মনকে আকৃষ্ট করায়।

শিষ্য। শুক্রের স্থানের উচ্চতার অপরাপর ফল কিরূপ ?

গুরু। জাতক আমোদপ্রিয় ও সদালাপী এবং সন্তুষ্ট করিয়া প্রশংসাভাজন হইতে ইচ্ছা করে। সে কলহ ও বিবাদে অনিচ্ছুক ও অত্যন্ত আমোদ-প্রিয় হয় ; কিন্তু বৃহস্পতির স্থানের উচ্চতায় গোলযোগপূর্ণ আমোদে রত

থাকে। এইরূপ লোকের স্ত্রীলোকের ন্যায় স্বভাব হয় এবং প্রায়ই চিত্রবিদ্যা, কবিত্ব ও সঙ্গীতবিদ্যায় স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান লাভ করে।

শিষ্য। এই গ্রহের স্থান উচ্চ হইলে, অপরাপর গ্রহস্থানের শুভাশুভ ফলের ইতর বিশেষ হয় কি না ?

গুরু। শুক্রের স্থান উচ্চ হইলে, অন্যান্য গ্রহগণ অশুভ ফল প্রদান করিলেও, তাহার অনেক উপশম হয়; কিন্তু অঙ্গুলীর অগ্রভাগ সূচাল, বহু রেখাধার বিচ্ছিন্ন হইলে, এবং আয়ুরেখার সমান্তরাল (Parallel) মঙ্গলের রেখা (Line of Mars) এবং করতলে প্রবৃত্তিরেখা (Via Lasciva) থাকিলে অপরাপর গ্রহগণের অশুভত্ব নষ্ট করে।

শিষ্য। শুক্রস্থান অত্যুচ্চ হইলে কি হয় ?

গুরু। জাতক লম্পট, নির্লজ্জ, ব্যভিচার-দোষ-দূষিত, চঞ্চল, বৃথাগর্বিত ও প্রেমালাপপ্রিয় হয়।

শিষ্য। শুক্রস্থান নিম্ন হইলে কি হয় ?

গুরু। তাহা হইলে জাতক অলস, শিল্পবিদ্যায় অপারগ হয় এবং অপরাপর রিপু সকল শুষ্ক হয়, ও স্বার্থপরতা বৃদ্ধি পায়।

শিষ্য। শুক্রের স্থানে বহু রেখা থাকিলে কি হয় ?

গুরু। তাহা হইলে জাতকের রিপু সকল প্রবল হয় এবং স্বাভাবিক উগ্রপ্রকৃতি হয়। কিন্তু যদি দুইটী বা তিনটী স্থূলরেখামাত্র থাকে, তাহা হইলে জাতক অকৃতজ্ঞ হয়।

শিষ্য। এই শুক্রের স্থান প্রশস্ত এবং বহুরেখাবিশিষ্ট হইলে কি হয় ?

গুরু। যদি সেই সঙ্গে জাতকের করতলে শুক্র-বন্ধনী (Girdle of Venus) থাকে, তাহা হইলে জাতকের লম্পট-স্বভাব দুর্দ্দমনীয়।

শিষ্য। একটী সরল রেখা শুক্রের স্থান হইতে বুধের স্থান পর্য্যন্ত যাইলে কি হয় ?

গুরু। জাতকের শুভাদৃষ্ট হয় এবং তাহার প্রিয় ব্যক্তি তাহাকে ভালবাসে। [চিত্র ৫৭—৫]

শিষ্য। কোন রেখা মণিবন্ধ হইতে উঠিয়া, শুক্রের স্থানে যাইলে কি হয় ?

গুরু। এই রেখাটী শুভাদৃষ্টসূচক। [চিত্র ৫৮—৬]

শিষ্য। বিবাহ রেখা কোনটীকে বলে ?

গুরু। বৃদ্ধাঙ্গুলীর দ্বিতীয় পর্ব্ব হইতে আয়ুরেখা পর্য্যন্ত যে রেখা থাকে, তাহাকে বিবাহ-রেখা বলে। কিন্তু উক্ত রেখা ছিন্ন ভিন্ন হইলে, বিবাহে বা ভালবাসায় গোলযোগ উপস্থিত হয়।

শিষ্য। অন্য কোন রেখা দ্বারা বিবাহের বিষয় বুঝা যায় কি না ?

গুরু। শুক্রের স্থানের বা বিবাহ-রেখার উপর যব-চিহ্ন থাকিলে বিবাহ বা ভালবাসা ভঙ্গ হয়। কিন্তু যদি উক্ত যব-চিহ্ন হইতে একটী সরল রেখা উঠিয়া রবিস্থান স্পর্শ করে, তাহা হইলে বিবাহ সম্পন্ন হয় এবং দাম্পত্য প্রেম সুদৃঢ় হয়। [চিত্র ৫।১০—১০।১১]

শিষ্য। তিনটী সরল রেখা শুক্রের স্থান হইতে বৃহস্পতির স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে কি হয় ?

গুরু। জাতক দানশীল ও সুখী হয়। [চিত্র ৫।৮]

শিষ্য। কোন স্থূলরেখা শুক্রের স্থানে উত্থিত হইয়া, আয়ুরেখা ভেদ করত মঙ্গলের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক হাঁপানি-কাসী-রোগগ্রস্ত হয়।

শিষ্য। শুক্রের স্থানের উপর তারকা-চিহ্ন থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক কোন স্ত্রীলোকের প্রলোভনে পড়িয়া কষ্ট পায়।

শিষ্য। এই স্থানে চতুষ্কোণ চিহ্ন থাকিলে কি হয় ?

গুরু। এই চিহ্ন আয়ুরেখার সন্নিকটে থাকিলে, জাতক কোনরূপে বন্দী হইবার সম্ভাবনা।

শিষ্য। শুক্রের স্থানের উপর ত্রিভুজ-চিহ্ন থাকিলে কি হয় ?

গুরু। গণিতশাস্ত্রে পারদর্শী ও প্রায় তৎপ্রিয় হয়।

শিষ্য। এই শুক্রের স্থানে ক্রুশ-চিহ্ন থাকিলে কি হয় ?

গুরু। এই চিহ্নে জাতককে গোপনীয় বিপৎসঙ্কুল প্রেমে রত করায়। কিন্তু সেই সঙ্গে বৃহস্পতির স্থানের উপরও যদি ক্রুশ-চিহ্ন থাকে, তাহা হইলে উভয়েরই প্রেম সুখকর হয়।

শিষ্য। জালচিহ্ন থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক লম্পট হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে জাতকের করতলে শুক্রবন্ধনী (Girdle of Venus) থাকিলে এই স্বভাব দৃঢ় হয়।

শিষ্য। শুক্রের দশায় জন্মিলে কিরূপ ফলাফল হয় ?

গুরু। জাতক শান্ত, ধীর, দয়ালু, ভালবাসিতে ইচ্ছুক, সঙ্গীত-বিদ্যা-পারদর্শী, সৌন্দর্য্যপ্রিয় এবং শারীরিক সুখাভিলাষী হয়; এবং প্রায়ই তাহার স্বভাব স্ত্রীলোকের মত হয়। ইহার করতল শ্বেতবর্ণ, কোমল এবং দীর্ঘ হয়। বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রায়ই ক্ষুদ্র হয়।

শিষ্য। শুক্র শরীরের কোন্ কোন্ স্থানে আধিপত্য করে ?

গুরু। শুক্র গ্রীবা ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলের উপর আধিপত্য করে।

শিষ্য। এই দশায় জন্মিলে কি কি পীড়া উপস্থিত হয় ?

গুরু। মূর্চ্ছাগতবায়ু এবং স্ত্রীসংসর্গ জনিত রোগ সমূহ উৎপন্ন হয়। এই গ্রহ এবং চন্দ্র স্ত্রীলোকের উপর অধিক পরিমাণে আধিপত্য করে।

শিষ্য। এই স্থান চিহ্নশূন্য হইলে কি হয় ?

গুরু। তাহা হইলে জাতকের মানসিক স্থিরতা, পবিত্রতা হয়; ও পার্থিব আসক্তি থাকে না।

চতুর্থ অধ্যায়।

গ্রহস্থান-পরিবর্ত্তন

শিষ্য। গ্রহ-চিহ্নগুলি নিজ নিজ স্থানে অবস্থিত হইলে, কিরূপ ফলপ্রদ হয় ?

গুরু। তাহা হইলে নিজ নিজ গুণানুযায়ী ফলের বৃদ্ধি করে; যথা—বৃহস্পতি বৃহস্পতির স্থানে, শনি শনির স্থানে, রবি রবির স্থানে, বুধ বুধের স্থানে মঙ্গল মঙ্গলের স্থানে এবং শুক্র শুক্রের স্থানে থাকে।

শিষ্য। গ্রহ চিহ্নগুলি স্বকীয় স্থান ব্যতীত অন্য স্থানে থাকিতে পারে কি না ?

গুরু। তাহাও হইয়া থাকে, যথা—কখনও কখনও চন্দ্রের চিহ্ন বৃহস্পতির স্থানে এবং বুধের চিহ্ন বৃহস্পতির বা রবির স্থানে থাকিতেও দেখা যায়?

শিষ্য। চন্দ্রের চিহ্ন বৃহস্পতির স্থানে থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতকের আধ্যাত্মিক-শক্তি বিশেষ পরিমাণে থাকে।

শিষ্য। বুধের চিহ্ন বৃহস্পতির স্থানে থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক কার্য্যনির্ব্বাহে সক্ষম হয় ও বাকচাতুর্য্যে সুখ্যাতিলাভ করিয়া থাকে।

শিষ্য। বুধের চিহ্ন রবির স্থানে থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক বিজ্ঞানশাস্ত্রানুশীলনদ্বারা সুখ্যাতি লাভ করে।

শিষ্য। দেব! পূর্ব্বে যে করতলস্থিত ত্রিভুজের উল্লেখমাত্র করিয়াছেন, সেই সম্বন্ধে কিছু বিস্তারিত বিবরণ শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। কিরূপ ইচ্ছা কর বল।

কর-ত্রিভুজ।

শিষ্য। এই হস্তত্রিভুজের লক্ষণ কি?

গুরু। আয়ুরেখা, শিরোরেখা ও স্বাস্থ্যরেখা দ্বারা বেষ্টিত স্থানকে কর-ত্রিভুজ বলে।

শিষ্য। ইহার প্রথম বা উচ্চ কোণ কোন্‌টী?

গুরু। আয়ুরেখা এবং শিরোরেখা মিলিত হইয়া যে কোণ উৎপন্ন করে, সেইটী ইহার প্রথম বা উচ্চ কোণ।

শিষ্য। ইহার দ্বিতীয় বা মধ্য কোণ কোন্‌টী?

গুরু। শিরোরেখা ও স্বাস্থ্যরেখায় মিলিত উৎপন্ন কোণকে ইহার দ্বিতীয় বা মধ্য কোণ কহে।

শিষ্য। ইহার তৃতীয় বা নিম্ন কোণ কোন্‌টী?

গুরু। আয়ুরেখা ও স্বাস্থ্যরেখা দ্বারা উৎপন্ন কোণকে ইহার তৃতীয় বা নিম্ন কোণ বলে।

শিষ্য। যে ব্যক্তির হস্তে কর-ত্রিভুজ স্পষ্টরূপে অঙ্কিত থাকে, অর্থাৎ—উহার তিনটী রেখাই যদি একটুও ভগ্ন না থাকে, তাহা হইলে কিরূপ ফলপ্রদ হয়?

গুরু। জাতক সৌভাগ্যশালী, শরীরসম্বন্ধে বিশেষ সুস্থ, সাহসী ও দীর্ঘজীবি হয়।

শিষ্য। ইহার প্রথম কোণ স্পষ্ট ও অল্প প্রশস্ত থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতকের হৃদয় কোমল ও উন্নত হয়।

শিষ্য। এই প্রথম কোণ প্রশস্ত হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক নির্ব্বোধ ও অভদ্র হয়।

শিষ্য। এই কোন অত্যন্ত প্রশস্ত, অর্থাৎ—শনির স্থানের নিম্নদেশ হইতে আরব্ধ হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক ধনলোভী ও দুর্ভাগ্য হইয়া থাকে।

শিষ্য। এই কোণ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, অর্থাৎ—দ্বিতীয় অঙ্গুলীর নিম্ন হইতে আরম্ভ হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক, ঈর্ষান্বিত, বিদ্বেষী ও ধূর্ত্ত হয়।

শিষ্য। দ্বিতীয় বা মধ্য কোণ স্পষ্ট থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক দীর্ঘায়ুঃ ও মেধাবী হয়।

শিষ্য। এই কোণ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক অপরের অনিষ্টকারী ও সামান্য কারণে উত্তেজিত হয়।

শিষ্য। এই কোণ অত্যন্ত প্রশস্ত হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক নির্ব্বোধ, অস্থির ও চঞ্চলচিত্ত হইয়া থাকে।

শিষ্য। তৃতীয় বা নিম্ন কোণ স্পষ্ট হইলে কিরূপ ফল হয়?

গুরু। জাতক সুস্থ শরীর ও সৎপ্রবৃত্তির লোক হয়।

শিষ্য। স্বভাবতঃ এই কোণের বাহুযুগল অসংলগ্ন থাকে, কিন্তু যদি যুক্ত হয়, তবে কি হয়?

গুরু। জাতক দুর্ব্বল ও অর্থলোলুপ হয়।

শিষ্য। এই কোণে বহুরেখা থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক মন্দস্বভাব, অলস ও কর্কশভাষী হয়।

শিষ্য। কোণ তিনটির গুণাগুণ বুঝিলাম; কিন্তু ত্রিভুজের মধ্যে অৰ্দ্ধচন্দ্র চিহ্ন থাকিলে কিরূপ হয়?

গুরু। জাতক অব্যবস্থিতচিত্ত নিষ্ঠুর ও কলহপ্রিয় হয়।

শিষ্য। এইরূপ অর্দ্ধচন্দ্র চিহ্ন শিরোরেখার ঠিক নিম্নভাগে এই রেখার সহিত মিলিত থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক অবিবেচনা প্রযুক্ত আত্মহত্যা করে।

শিষ্য। এই অর্দ্ধচন্দ্র চিহ্ন স্বাস্থ্যরেখার উপর থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক ক্ষমতাশালী, কৃতকর্ম্মা ও সুস্থ হয়।

করচতুষ্কোণ।

শিষ্য। প্রভো! কর-ত্রিভুজের বিষয় শুনিলাম, এক্ষণে কর-চতুষ্কোণের বিষয় শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। হৃদয়রেখা, শিরোরেখা, শনি বা ভাগ্যরেখা এবং স্বাস্থ্যরেখা দ্বারা বেষ্টিত করতলস্থ চতুষ্কোণ স্থানকে হস্ত চতুষ্কোণ বা কর চতুষ্কোণ বলে।

শিষ্য। এই চতুষ্কোণের উভয় পার্শ্ব প্রশস্ত হইলে এবং ইহাতে অন্যরেখা না থাকিলে কিরূপ ফল হয়?

গুরু। জাতক বিশ্বাসী, প্রভুভক্ত ও স্থিরচিত্ত হয়।

শিষ্য। এই চতুষ্কোণ অপ্রশস্ত হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক হিংসক, পক্ষপাতী প্রবঞ্চক ও অর্থলোলুপ হয়।

শিষ্য। এই চতুষ্কোণের বুধের নিম্নস্থ পার্শ্ব শনির নিম্নস্থ পার্শ্ব অপেক্ষা প্রশস্ত হইলে কি হয়?

গুরু। জাতকের উদারভাবের অভাব থাকে এবং সে অর্থলোলুপ হয়।

শিষ্য। বুধের নিম্নস্থ ঐ পার্শ্ব অন্য পার্শ্ব অপেক্ষা অপ্রশস্ত থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক স্বীয় সুখ্যাতিলাভের জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে।

শিষ্য। এই চতুষ্কোণ অত্যন্ত প্রশস্ত হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক দোষশূন্য হয়।

শিষ্য। এই চতুষ্কোণ বহুরেখাযুক্ত থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক অল্পবুদ্ধি হয়; অথবা তাহার মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হয়।

শিষ্য। এই চতুষ্কোণের শনিরেখা ও স্বাস্থ্যরেখা বাহুদ্বয় অস্পষ্ট থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক দুর্ভাগ্য, হিংসক ও দুরভিসন্ধিযুক্ত হয়।

শিষ্য। এই চতুষ্কোণে তারকাচিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক সত্যবাদী, বিশ্বাসী ও নম্র হয়।

শিষ্য। কোন একটী রেখা এই চতুষ্কোণের মধ্য হইতে উঠিয়া বুধের স্থানে যাইলে কি হয়?

গুরু। জাতক কোন সম্রান্তলোকের সাহায্য পাইয়া থাকে।

শিষ্য। করচতুষ্কোণ সম্বন্ধে যথেষ্ট বলিলেন, এক্ষণে মণিবন্ধ সম্বন্ধে দয়া করিয়া বলুন।

গুরু। প্রশ্ন কর, বলিতেছি।

মণিবন্ধ।

শিষ্য। মণিবন্ধের বলয়ত্রয় পরিস্কৃত ও সরল থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক সুস্থশরীর ও সৌভাগ্যশালী হয় এবং তাহার জীবন শান্তিতে অতিবাহিত হয়।

শিষ্য। এই বলয়ত্রয় শৃঙ্খলাকার হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক বিশেষ পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করে।

শিষ্য। এই বলয়ত্রয় ভগ্ন হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক অল্পব্যয়ী হয়।

শিষ্য। এই রেখাত্রয়ের মধ্যে (M) এইরূপ চিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতকের জীবন অতিশয় কষ্টে অতিবাহিত হইয়া, শেষে সৌভাগ্য-বিশিষ্ট ও বৈরাগ্যযুক্ত হয়।

শিষ্য। এই রেখাত্রয় মধ্যে কোণাকৃতি চিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক বৃদ্ধ বয়সে পরধন প্রাপ্ত হয় ও সম্মান লাভ করে।

শিষ্য। এই রেখাত্রয় মধ্যে ক্রুশ-চিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতকের শরীর সুস্থ হয়।

শিষ্য। এই রেখাত্রয়ের ভগ্ন ও ভাগ্যরেখা ইহাদের নিকটবর্ত্তী থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক অহঙ্কারী ও মিথ্যাবাদী হইয়া থাকে।

শিষ্য। এই রেখাত্রয়ের মধ্যে তারকাচিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক পরধন প্রাপ্ত হয়; কিন্তু এই চিহ্ন অস্পষ্ট হইলে লম্পট হয়

শিষ্য। কোন একটী রেখা মণিবন্ধ হইতে উঠিয়া চন্দ্রের স্থান পর্য্যন্ত যাইলে কি হয়?

গুরু। জাতকের সমুদ্রযাত্রা ঘটে।

শিষ্য। কোন রেখা মণিবন্ধ হইতে উঠিয়া, শুক্রস্থান ভেদ করত বৃহস্পতি স্থানে যাইলে কি হয়?

গুরু। জাতকের দীর্ঘকালস্থায়ী জলপথে ভ্রমণ ঘটে।

শিষ্য। বৃহস্পতিরেখার সহিত ঐরূপ একটী রেখা শনির স্থানের অভিমুখে গিয়া, তাহার শীর্ষ স্পর্শোদ্যত হইলে কি হয়?

গুরু। জাতকের জলভ্রমণ হইতে প্রত্যাগমন ঘটে না। ঐ দুইটী রেখার মধ্যে কোন একটী আয়ুরেখায় লীন হইলে জলযাত্রায় মৃত্যু ঘটে; আর ঐ দুইটী সমান্তরালভাবে সম্পূর্ণরূপে থাকিলে, জলযাত্রায় বহুবিধ কষ্ট হয়; কিন্তু তাহাতে লাভও হইয়া থাকে।

শিষ্য। মণিবন্ধ হইতে কোন রেখা উঠিয়া আয়ুরেখা স্পর্শ করিলে কি হয়?

গুরু। জাতকের জলভ্রমণে মৃত্যু ঘটে।

শিষ্য। উক্তরেখা সরল হইয়া সর্ব্বতোভাবে বুধের স্থানে যাইলে কি হয়?

গুরু। জাতকের জলভ্রমণে আয়বৃদ্ধি হয় ও কখন কখন জলপথে বিপদ্‌ও ঘটে।

শিষ্য। কোন রেখা মণিবন্ধ হইতে উঠিয়া বুধের স্থানে যাইলে কি হয়?

গুরু। জাতক হঠাৎ অর্থোপার্জ্জন করিতে পারে।

শিষ্য। ঐরূপ কোন রেখা রবির স্থান পর্য্যন্ত যাইলে কি হয়?

গুরু। জাতক কোন বর্দ্ধিষ্ণু লোকের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শিষ্য। মণিবন্ধ হইতে কোন রেখা উঠিয়া চন্দ্রের স্থান অতিক্রম করতঃ স্বাস্থ্যরেখা স্পর্শ করিলে কি হয়?

গুরু। জাতকের জীবন শোকে ও দুর্ভাগ্যে অতিবাহিত হয়।

শিষ্য। গুরুদেব! আপনার অনুগ্রহে করতলস্থ চিহ্নসমূহের ও মণিবন্ধের বিষয় শুনিয়া যথেষ্ট কৃতার্থ হইয়াছি। এক্ষণে এতদ্ব্যতীত আর যে সমস্ত রেখা দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে কিছু জানিতে কৌতূহল হইতেছে; যদি অনুমতি হয়, তবে জিজ্ঞাসা করি।

গুরু। বৎস! তোমার কৌতূহল নিবারণ জন্য আমি সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত আছি। তোমার যাহা কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে, জিজ্ঞাসা কর।

পঞ্চম্ অধ্যায়।

আয়ুর্ব্বিচার।

শিষ্য। হে দেব! গ্রহগণের স্থান নিরূপণ এবং উচ্চতা ও নিম্নতা বিচার করিয়া, মনুষ্যের স্বভাব ধর্ম্ম বিপদ্ ইত্যাদি বিষয় বিশেষরূপে জানিতে পারা যায়; তৎসম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ দেখিতেছি না। আয়ুঃ সম্বন্ধে আমার কতকগুলি জিজ্ঞাস্য আছে; কারণ যে মনুষ্যের আয়ুঃ নাই, তাহার সকল লক্ষণই বৃথা। এজন্য আয়ুঃ সম্বন্ধে বিশেষরূপে জানা আবশ্যক। অতএব আয়ূরেখা সম্বন্ধে কিছু উপদেশ প্রদান করিয়া কৃতার্থ করুন।

গুরু। আয়ুর্হীন মনুষ্যের কিছুই দেখিবার আবশ্যকতা নাই, অতএব আয়ুঃ সম্বন্ধে তোমার যে কিছু প্রশ্ন থাকে, অবাধে বলিতে পার।

শিষ্য। মনুষ্যের আয়ুঃ কত দীর্ঘ হইতে পারে?

গুরু। শতবৎসরের অধিকও হইতে পারে।

শিষ্য। আয়ূরেখার লক্ষণ কি?

গুরু। যে রেখা তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলীর মধ্যদেশ হইতে, অর্থাৎ বৃহস্পতির স্থানের নিম্নদেশ হইতে উঠিয়া শুক্রের স্থানকে বেষ্টন করত মণিবন্ধ পর্য্যন্ত যায়, তাহাকেই আয়ূরেখা বলে।

শিষ্য। আয়ূরেখা কিরূপ হইলে জাতক শতায়ুঃ বা দীর্ঘায়ুঃ হয়?

গুরু। যদি আয়ূরেখা দীর্ঘ, সুস্পষ্ট অনতিসূক্ষ্ম হয় এবং বক্র ভগ্ন ও অন্য রেখার দ্বারা কর্ত্তিত না হয়, তাহা হইলে জাতক দীর্ঘায়ুঃ, সুস্থ, সৎস্বভাব ও সচ্চরিত্র হয়।

শিষ্য। আয়ূরেখা মলিন ও প্রশস্ত হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক অসুস্থ, মন্দবুদ্ধি ও ঈর্ষান্বিত হয়।

শিষ্য। আয়ুরেখা প্রশস্ত ও রক্তবর্ণ হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক দুর্দ্দান্ত ও পশুপ্রকৃতি হয়।

শিষ্য। আয়ুরেখা শৃঙ্খলাকার হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক রুগ্ন হয়। কিন্তু উভয় হস্তে এই রেখার মধ্যস্থান সূক্ষ্ম হয়, তবে তাহার জীবনের শেষ অংশ অসুস্থ হয়; এবং যদি সেই সূক্ষ্ম অংশের শেষভাগে "দাগ" (Spot) থাকে, তাহা হইলে জাতকের হঠাৎ মৃত্যু হয়।

শিষ্য। আয়ুরেখা স্থানে স্থানে সূক্ষ্ম ও স্থানে স্থানে স্থূল হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক অব্যবস্থিত চিত্ত চঞ্চল হইয়া থাকে। [চিত্র ৩]

শিষ্য। আয়ুরেখাকে কিরূপে বিভাগ করিলে বয়ঃক্রম জানা যায়?

গুরু। ইহাকে ৫ । ১০। ১৫। ২০ ইত্যাদি অংশে ভাগ করিলে আয়ুঃ জানিতে পারা যায়। [চিত্র ৪ দেখ]

শিষ্য। আয়ুঃ নিরূপণ করিতে হইলে, দুই হস্ত দেখিবার আবশ্যক আছে কি না?

গুরু। উভয় হস্ত দেখিয়া আয়ুঃ স্থির করিতে হয়।

শিষ্য। উভয় হস্তে আয়ুরেখা ছোট হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক অল্পায়ুঃ হয়।

শিষ্য। আয়ুরেখা ভগ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। এক হস্তে আয়ুরেখা ভগ্ন ও অপর হস্তে সম্পূর্ণ থাকিলে জাতক উৎকট রোগাক্রান্ত হয়। উভয় হস্তে ভগ্ন থাকিলে, জাতকের মৃত্যু হয়। কিন্তু যদি আয়ুরেখা এক হস্তে এক স্থানে ভগ্ন এবং অপর হস্তে অপর স্থানে ভগ্ন হয়, তাহা হইলে, জাতক প্রথম হস্তের অর্থাৎ—যে হস্তের আয়ুরেখার ভগ্ন চিহ্ন তাহার মূলের সন্নিকট—ভগ্ন স্থানের বয়ঃক্রমসূচক সময়ে পীড়াক্রান্ত হইয়া দ্বিতীয়ের হস্তের ভগ্ন স্থানের বয়ঃক্রমসূচক সময় পর্য্যন্ত ঐ পীড়া ভোগ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যথা—কোন ব্যক্তির এক হস্তের আয়ূঃরেখা ৩০ বৎসর বয়ঃক্রম সূচক স্থানে হইলে, এবং অপর হস্তে ৩৫ বৎসর বয়ঃক্রম সূচক সময়ে ভগ্ন হইলে জাতক ৩০ বৎসর বয়সে রোগাক্রান্ত হইয়া ৩৫ বৎসর পর্য্যন্ত ঐ রোগ ভোগ করতঃ অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

শিষ্য। এই আয়ুরেখা কাহারও কাহারও বৃহস্পতির স্থান হইতে উঠিয়া শুক্রের স্থান বেষ্টন করিয়া মণিবন্ধ পর্য্যন্ত যায়। তাহাতে কিরূপ ফলাফল হয়?

গুরু। যে জাতকের এইরূপ আয়ুরেখা আছে, সে উচ্চাভিলাষী, কৃতকার্য্য ও সুখ্যাতিভাজন হয়।

শিষ্য। আয়ুরেখার পার্শ্বে শুক্রের স্থানের অভিমুখে একটী রেখা কাহারও কাহারও হস্তে থাকে; তাহাতে কি হয়?

গুরু। ঐ রেখা আয়ুরেখার যতদূর পর্য্যন্ত সমান্তরাল ও বিস্তৃত থাকে, তদূতর পর্য্যন্ত আয়ুরেখার যে সকল অশুভ চিহ্ন থাকে, সে সমস্তই সংশোধন করে। আর জাতক বিলাসী ও সুখভোগী হয়।

শিষ্য। এইরূপ রেখার দ্বারা অর্থপ্রাপ্তিসম্বন্ধে কিছু জানা যায় না কি?

গুরু। উক্ত রেখা থাকিলে কোন স্ত্রীলোকের বিষয়ের উত্তরাধিকারী হয়।

শিষ্য। আয়ুরেখার উৎপত্তি বা শেষভাগে কোন শাখারেখা থাকিলে কি হয়?

গুরু। যদি কোন শাখারেখা অধোমুখী হইয়া আয়ুরেখার শেষভাগে থাকে, তাহা হইলে জীবনের শেষভাগে অর্থনাশ হয়, এবং আয়ুরেখার উৎপত্তিস্থানে কোন শাখারেখা অধোমুখী হইয়া থাকিলে, জাতক অহঙ্কারী, অবিবেচক ও কল্পনাপ্রিয় হয়। কিন্তু উক্ত শাখা-রেখাদ্বয় স্পষ্ট হইলে জাতক ন্যায়পরায়ণ ও সৎ হয়।

শিষ্য। ঐরূপ শাখারেখা আয়ুরেখা হইতে চন্দ্রের স্থানে যাইলে কি হয়?

গুরু। জাতক মূর্খতাবশতঃ অর্থ নষ্ট করে বা কষ্টে পড়ে। [চিত্র ৭]

শিষ্য। কোন রেখা শুক্রের স্থান হইতে উঠিয়া আয়ুরেখাকে কর্ত্তন করতঃ শিরোরেখা পর্য্যন্ত যাইলে কি হয়?

গুরু। ঐরূপ রেখা থাকিলে মনঃকষ্ট ও প্রণয়ভঙ্গ হয়।

শিষ্য। যে সকল রেখা শুক্রস্থান হইতে উঠিয়া আয়ুরেখা ও শিরোরেখা ভেদ করিয়া হৃদয়রেখাকে স্পর্শ করে, তাহা কিরূপ ফলপ্রদ হয়?

গুরু। ঐরূপ চিহ্নে মাতা পিতা ও আত্মীয় স্বজনের বিয়োগ বুঝায়। [চিত্র ৫]

শিষ্য। কোন রেখা আয়ুরেখা হইতে উর্দ্ধমুখী হইয়া বৃহস্পতির স্থান পর্য্যন্ত যাইলে কি হয়?

গুরু। তাহাতে জাতকের উদ্যম সকল সফল হয়।

শিষ্য। এইরূপ রেখা শনিস্থানে থাকিলে কি হয়?

গুরু। আয়ুরেখার যে স্থান হইতে এই রেখা উত্থিত হইয়াছে, জাতকের সেই বয়ঃক্রমে অর্থলাভ ও ব্যবসায় উন্নতি হয় এবং সে স্থাবরসম্পত্তি ও গাড়ী ঘোড়া করিতে পারে।

শিষ্য। এইরূপ রেখা রবির স্থানে যাইলে কি হয়?

গুরু। জাতকের সুখ্যাতিলাভ ও অর্থোপার্জ্জন হয়।

শিষ্য। এরূপ রেখা, বুধের স্থানে যাইলে কি হয়?

গুরু। ব্যবসায় ও শাস্ত্রানুশীলনদ্বারা অর্থ ও সুখ্যাতিলাভ হয়। [চিত্র ৫]

শিষ্য। আয়ুরেখা হইতে দুইটী রেখা নির্গত হইয়া একটী চন্দ্রের স্থানে অপরটী শুক্রের স্থানে যাইলে কি হয়?

গুরু। এইরূপ রেখা থাকিলে, জাতক স্বদেশত্যাগ করিয়া বিদেশে গমন করে।

শিষ্য। আয়ুরেখার উপর চতুষ্কোণ চিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক নানারূপ বিপদ্ এবং শারীরিক ও আর্থিক কষ্ট হইতে মুক্তিলাভ করে।

শিষ্য। আয়ুরেখার উপর তিল-চিহ্ন বা কাল দাগ থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক বায়ুরোগগ্রস্ত হয়। কিন্তু এই চিহ্ন অত্যন্ত গভীর হইলে জাতকের হঠাৎ মৃত্যু হয়।

শিষ্য। আয়ুরেখার প্রথমাংশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা শিরোরেখার অভিমুখে থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক নিজগুণে বিদ্যা ও খ্যাতিলাভ করে। কিন্তু উহার মধ্যে কোন রেখা প্রবল হইলে অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ও প্রশস্ত হইলে, সম্মান ও ধনলাভ হইয়া থাকে।

শিষ্য। এইরূপ রেখা অঙ্গুষ্ঠের অভিমুখে যাইলে কি হয়?

গুরু। জাতকের বিপদ্, যথা—পড়িয়া যাওয়া বা অসুস্থ হওয়া, বুঝায়।

শিষ্য। প্রভো! আয়ুরেখার মূল, শিরোরেখা ও হৃদয়রেখা এতদুভয়ের সহিত মিলিত হইতে কি দেখা যায়?

গুরু। এইরূপ অনেক হস্ত দেখিতে পাওয়া যায়; এবং ইহাতে জাতকের ভয়ানক দুরবস্থা ও অপমৃত্যু ঘটে।

শিষ্য। আয়ুরেখার উপর অনেকানেক চিহ্ন থাকে; তাহার মধ্যে ক্রুশ চিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু আয়ুরেখার প্রথমাংশে থাকিলে, বাল্যাবস্থায় দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়। মধ্যস্থলে থাকিলে, সাংঘাতিক পীড়া উপস্থিত হয়; এবং এই চিহ্ন উভয় স্থানে থাকিলে মৃত্যু হয়। আয়ুরেখার শেষাংশে থাকিলেও অভাবনীয় দুরবস্থা উপস্থিত হয়।

শিষ্য। মঙ্গলের স্থান হইতে কোন রেখা উঠিয়া আয়ুরেখা ভেদ করিলে কি হয়?

গুরু। জাতক মস্তক ও কণ্ঠদেশে আঘাত প্রাপ্ত হয়?

শিষ্য। যদি কোন পরিষ্কৃত ও মোটা রেখা আয়ুরেখা হইতে উঠিয়া রবির স্থান পর্য্যন্ত যায়, তাহা হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক সম্মানসূচক উপাধি প্রাপ্ত হয়।

শিষ্য। যদি আয়ুরেখার উপর কোন বড় দাগ (Spot) থাকে, তবে কি হয়?

গুরু। জাতক অন্ধ হয়।

শিষ্য। অনেকের আয়ুরেখা অঙ্গুষ্ঠের নিকট হইতে উত্থিত হইতে দেখা যায়; তাহাতে কিরূপ ফল হয়?

গুরু। তাহাতে জাতকের সন্তান হয় না।

শিষ্য। আয়ুরেখার যব-চিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। আয়ুরেখার ও ভাগ্যরেখার প্রারম্ভে এই চিহ্ন থাকিলে, জাতকের জন্মদোষ, সাংঘাতিক দুর্ঘটনা ও বংশগত রোগ উপস্থিত হয়। কিন্তু এই চিহ্ন আয়ুরেখার উপর অন্য কোন স্থলে থাকিলে জাতক কিছুকাল রোগগ্রস্ত থাকে স্বাস্থ্যরেখা না থাকিলে, উক্ত যবচিহ্ন অজীর্ণ ও পিত্তজনিত রোগগ্রস্ত করে।

শিষ্য। কোন রেখা আয়ুরেখা হইতে উঠিয়া বৃহস্পতির স্থান পর্য্যন্ত যাইয়া বক্রভাবে শনির স্থানে উপস্থিত হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক বিলাসোন্মত্ত হয়; কিন্তু বৃহস্পতির স্থান উচ্চ থাকিলে জাতক ধর্ম্মসম্বন্ধে বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে।

শিষ্য। আয়ুরেখার প্রারম্ভ হইতে কোন রেখা শনি-স্থান পর্য্যন্ত যাইলে কিরূপ ফলপ্রদ হয়?

গুরু। এইরূপ রেখা স্ত্রীলোকের হস্তে থাকিলে প্রসবকালীন তাহার মৃত্যু হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

—:*:—

হৃদয়-রেখা।

শিষ্য। আয়ুরেখার বিষয় শুনিয়া আমার এই জ্ঞান হইতেছে যে, মনুষ্য মাত্রই অদৃষ্টের দাস, তাহারা জন্মাবধি যে সমস্ত কার্য্য করে, সে সমুদায়ই তাহারা পূর্ব্ব হইতেই সঙ্গে করিয়া লইয়া আইসে; কেবল পার্থিব জ্ঞানান্ধ হইয়া উহা জানিতে পারে না। যাহা হউক, এক্ষণে হৃদয়-রেখার লক্ষণ কিরূপ বিস্তারিতরূপে বলিলে জ্ঞানলাভ করিতে পারি।

গুরু। যে রেখা বুধের স্থান হইতে উত্থিত হইয়া, বৃহস্পতির স্থান পর্য্যন্ত যায়, তাহাকে হৃদয় রেখা বলে।

শিষ্য। হৃদয়রেখার বর্ণ ও গঠনসম্বন্ধে অনুগ্রহপূর্ব্বক কিছু বলুন।

গুরু। ঐ রেখা বৃহস্পতির স্থান হইতে না উঠিয়া শনির স্থান হইতে উঠিলে কি হয়?

গুরু। জাতক বিশুদ্ধ প্রেমিক না হইয়া, ইন্দ্রিয় সুখের বশবর্ত্তী হয়।

শিষ্য। হৃদয়-রেখা চিহ্নশূন্য হইয়া, বৃহস্পতির স্থান হইতে বুধের স্থান পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে বিস্তৃত থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক এরূপ স্বার্থপর প্রেমে রত হয় যে, সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া মানসিক কষ্ট পায়।

শিষ্য। হৃদয়-রেখা শৃঙ্খলাকার হইলে কি হয় ?

গুরু। জাতক লম্পট হয়, এবং বৃহস্পতির স্থান উচ্চ না থাকিলে, তাহার হৃৎপিণ্ডের পীড়া উপস্থিত হয়।

শিষ্য। এই রেখা উজ্জ্বল রক্তবর্ণ হইলে কি হয় ?

গুরু। জাতকের হৃদয় কঠিন হয়।

শিষ্য। এই রেখা মলিন, শৃঙ্খলগঠন ও বিস্তৃত হইলে কি হয় ?

গুরু। জাতক প্রতারক হয়।

শিষ্য। এই রেখা ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ হইলে কি হয় ?

গুরু। জাতক যকৃতের পীড়ায় কষ্টভোগ করে।

শিষ্য। অনেকের হৃদয়-রেখা শিরোরেখার নিকটবর্ত্তী দেখা যায়; তাহাতে কি ফল হয় ?

গুরু। এইরূপ ব্যক্তি মন্দবুদ্ধি, অর্থলোলুপ, হিংসক, কপট ও প্রতারক হয়।

শিষ্য। শনির স্থান হইতে হৃদয়-রেখা উঠিলে, এবং তাহাতে শাখাদি না থাকিলে, কিরূপ ফলপ্রদ হয় ?

গুরু। জাতক স্বল্পায়ুঃ ও তাহার হঠাৎ মৃত্যু হয়।

শিষ্য। যে ব্যক্তির হৃদয়-রেখা বৃহস্পতির স্থান হইতে উঠে এবং অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয়, তাহার প্রকৃতি কিরূপ হয় ?

গুরু। সে ব্যক্তি নিষ্ঠুর ও হত্যাকারী হয়।

শিষ্য। এই রেখা শনি বা বৃহস্পতির স্থান হইতে না উঠিয়া যদি অনামিকা ও মধ্যবর্ত্তী স্থান হইতে উঠে, তাহা হইলে কি ফল হয় ?

গুরু। জাতকের জীবন অতিকষ্টে ও পরিশ্রমে অতিবাহিত হয়।

শিষ্য। এই রেখা অতিশয় দীর্ঘ হইলে, চন্দ্রের স্থান উচ্চ হইলে এবং শুক্রবন্ধনী চিহ্ন থাকিলে, কিরূপ ফল হয় ?

গুরু। সে স্ত্রীসম্বন্ধে সন্দিগ্ধচিত্ত হয়।

শিষ্য। হৃদয়-রেখাবিহীন মনুষ্য কি কখন দেখা যায় ? যদি এরূপ হয়, তবে তাহার প্রকৃতি কিরূপ ?

গুরু। এরূপ অনেক মনুষ্য আছে যে, তাহাদের হৃদয় রেখা একেবারে নাই। ইহারা কপট ও স্বাভাবিক কুপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট এবং এই সঙ্গে যদি স্বাস্থ্য

রেখা স্পষ্ট না থাকে, তবে ইহাদের আয়ুঃ অল্প এবং হৃৎপিণ্ডের পীড়া উপস্থিত হইয়া, হঠাৎ মৃত্যু হয়।

শিষ্য। এই রেখা স্থানে স্থানে ভগ্ন হইলে কি হয়?

গুরু। এই রেখা অধিক স্থানে ভগ্ন হইলে, জাতক স্ত্রীবিদ্বেষী হয় এবং তাহার মানসিক চাঞ্চল্য থাকে।

শিষ্য। এই রেখার শেষ অংশ দ্বিখণ্ডিত হইয়া, একটী বৃহস্পতির স্থানে ও অপরটী শনির স্থানে যাইলে কি হয়?

গুরু। এইরূপ রেখাবিশিষ্ট জাতক ধনী ও সৌভাগ্যশালী হয়। কিন্তু ঐ দুইটীর মধ্যে একটী বৃহস্পতির ও শনির স্থানের মধ্যবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত যাইলে জাতক আজীবন বিশিষ্টরূপ সৌভাগ্যশালী হয়।

শিষ্য। এই রেখা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া, একটী বৃহস্পতির ও অপরটী শনির স্থান পর্য্যন্ত যাইলে কি হয়?

গুরু। এইরূপ জাতকের উদ্যমসমূহ বিফল হয়, এবং সে ধর্ম্ম বিষয়ে উন্মত্ত হয়।

শিষ্য। হৃদয়-রেখার কোন শাখা যদি বৃহস্পতির স্থানে না যায়, তবে কি হয়?

গুরু। জাতক দরিদ্র হয়।

শিষ্য। এইরূপে হৃদয়-রেখার কোন শাখাদিও বুধের স্থানে অবস্থিত না হইলে কি হয়?

গুরু। জাতকের সন্তান হয় না।

শিষ্য। হৃদয়-রেখা অনামিকার মূলদেশ পর্য্যন্ত অবস্থিত হইলে কি হয়?

গুরু। যদি ভাগ্যরেখা বিশেষ বলবতী না থাকে, তবে জাতকের সকল উদ্যমই নিষ্ফল হয়।

শিষ্য। হৃদয়-রেখা ভগ্ন হইলে এবং তাহার উপর কটা বা রক্তবর্ণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার চিহ্ন বা শ্বেতবর্ণ গর্ত্তের মতন কোন চিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। ভগ্ন হৃদয়ের উপর কটা দাগ থাকিলে জাতককে পক্ষাঘাত-রোগাক্রান্ত হইতে হয়; শ্বেতবর্ণ গর্ত্ত থাকিলে, প্রকৃত ভালবাসা লাভ করে। রক্তবর্ণ সূচীবিদ্ধবৎ-চিহ্ন থাকিলে, অথবা এই চিহ্ন রবির নিম্নে থাকিলে, জাতকের শিল্পকর্ম্ম অসম্পন্ন হয়; বা তাহাকে উচ্চাভিলাষ জন্য মনঃকষ্ট পাইতে

হয়; কিন্তু এই চিহ্ন বুধের নিম্নে থাকিলে, জাতক দর্শনশাস্ত্রবিৎ ও আইনজ্ঞ হয় এবং চিকিৎসক দ্বারা মনঃকষ্ট পায়।

শিষ্য। হৃদয়-রেখা অনামিকার মূলদেশের কিয়ৎপরিমাণ বেষ্টন করিলে কি হয়?

গুরু। জাতক গুহ্যবিদ্যায় স্বভাবতঃ ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়া, সবিশেষ পারদর্শী হয়।

শিষ্য। এই রেখা উভয় হস্তে শনির স্থানের নিম্নদেশে শিরোরেখার সহিত মিলিত হইলে কি হয়?

গুরু। জাতকের হঠাৎ মৃত্যু হয়।

শিষ্য। যদি হৃদয়-রেখার কোন একটা রেখা শিরোরেখাকে স্পর্শ করে, এবং অপর একটী রেখা স্পর্শকারী রেখাকে কর্ত্তন করে, তাহা হইলে কি হয়?

গুরু। জাতকের শোচনীয় বিবাহ ও তজ্জন্য মানসিক কষ্ট হয়।

শিষ্য। কোন একটা রেখা হৃদয়-রেখা হইতে বক্রভাবে চন্দ্রের স্থানে আসিলে কি হয়?

গুরু। এই চিহ্নধারী ব্যক্তি হত্যাকারী হয়।

সপ্তম অধ্যায়

শিরোরেখা।

শিষ্য। প্রভো! আমাদের ভাষা কথায় বলে "মনোগুণে ধন"—অর্থাৎ যাহার যেরূপ মনের ভাব তাহার জীবনও সেইরূপ অতিবাহিত হয়; কিন্তু এই হৃদয়-রেখা বা মনোরেখার বিষয় এই শুনিয়া বুঝিলাম যে, মনুষ্যের দোষগুণে কিছুই ঘটে না; কেবল গ্রহগণের আধিপত্যে সমস্ত ফলাফল উৎপন্ন হইতেছে এবং ইহাও ঈশ্বর কর্ত্তৃক পূর্ব্বেই স্থিরীকৃত হইয়া আছে। তথাপি আমরা

জ্ঞানান্ধ হইয়া, এতৎসম্বন্ধে কিছুই দেখিতে পাই না। এক্ষণে দয়া করিয়া শিরোরেখা সম্বন্ধে বলুন।

গুরু। যে রেখা আয়ুরেখার প্রারম্ভ হইতে চন্দ্রের স্থান পর্য্যন্ত আইসে, তাহাকে শিরোরেখা কহে।

শিষ্য। ঐ রেখা ভগ্ন বা শাখাবিশিষ্ট না হইলে কি হয় ?

গুরু। জাতক সুবুদ্ধি, সুবিচারক, বিচক্ষণ ও মানসিক বলবিশিষ্ট হয়।

শিষ্য। শিরোরেখা মলিন ও প্রশস্ত হইলে কি হয় ?

গুরু। জাতকের স্বাভাবিক মনের দুর্ব্বলতা ও বুদ্ধির অভাব থাকে।

শিষ্য। এই রেখা ক্ষুদ্র এবং শনির স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

শিষ্য। শিরোরেখা শৃঙ্খলগঠন হইলে কি হয় ?

গুরু। জাতকের মনের দৃঢ়তা থাকে না ও তাহার স্বভাব চঞ্চল হয়।

শিষ্য। এই রেখা সূক্ষ্ম ও দীর্ঘ হইলে কি হয় ?

গুরু। জাতক অবিশ্বাসী ও বিশ্বাসঘাতক হয়।

শিষ্য। শিরোরেখা অত্যন্ত স্থূল ও ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ হইলে কি হয় ?

গুরু। জাতক উদ্যমরহিত, অর্থলোভী ও যকৃজ্জনিত-পীড়াগ্রস্ত হইয়া থাকে।

শিষ্য। এই রেখা দীর্ঘ হইলে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলী দীর্ঘ ও স্থূল হইলে কি হয় ?

গুরু। এই চিহ্নবিশিষ্ট লোক অত্যাচারী হয়।

শিষ্য। শিরোরেখা দীর্ঘ হইলে এবং করতলে বহুরেখা থাকিলে কি হয় ?

গুরু। তাহা হইলে জাতকের বিপৎকালীন আত্মদমন করিবার ক্ষমতা থাকে; ও স্বভাবতঃ ইঙ্গিতমাত্রেই কার্য্য করিতে সক্ষম হয়; প্রত্যুৎপন্নমতি উপস্থিত হয়।

শিষ্য। এই শিরোরেখা অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া সরলভাবে করতলের পার্শ্বদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিলে কি হয় ?

গুরু। এইরূপ লোক কৃপণ, অর্থলোলুপ ও নীচপ্রকৃতি হয়।

শিষ্য। ঐ সকল ফলাফলের হ্রাসবৃদ্ধিকারী অপর কোন রেখা আছে কি না ?

গুরু। করতল কোমল এবং বৃহস্পতির ও রবির স্থান উচ্চ হইলে, পূর্ব্বোক্ত দোষ সকলের খণ্ডন হইয়া যায়।

শিষ্য। যদি শিরোরেখা আয়ুরেখার প্রারম্ভযুক্ত না হইয়া, শনির স্থানের নিম্নদেশ হইতে আরব্ধ হয়, তাহা হইলে কি হয়?

গুরু। জাতকের বয়োবৃদ্ধি হইলে বিদ্যাশিক্ষা ও বুদ্ধির উন্নতি হয়।

শিষ্য। শিরোরেখা হৃদয়-রেখার সন্নিকটে থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক দুর্ব্বল ও হৃৎপিণ্ডের পীড়াগ্রস্ত হয় এবং মানসিক কষ্ট পায়।

শিষ্য। এই রেখা হৃদয়-রেখা হইতে দূরে অবস্থিত হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক সৎ, রাজভক্ত ও সর্ব্বত্র সমদর্শী হয়।

শিষ্য। যে ব্যক্তির শিরোরেখা কিয়দ্দূর সরলভাবে থাকিয়া পরিশেষে বক্রভাবে বুধের স্থানাভিমুখে যায়, সে কিরূপ ফলভোগ করে?

গুরু। সে স্বভাবতঃ অর্থলোলুপ ও কৃপণ হয় এবং ব্যবসায়ে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে।

শিষ্য। যাহার শিরোরেখা সূক্ষ্ম ও ঈষৎ গড়ানে হয় এবং মধ্যমা ও অনামিকা দীর্ঘে সমান হয়, তাহার কিরূপ উন্নতি হইয়া থাকে?

গুরু। সে ব্যক্তি আউতি (অগ্রিম) খরিদ বিক্রী বিষয়ে পটু হয় ও চিরকাল কোম্পানির কাগজ ও হুণ্ডী ব্যবসায়ে ও দ্যূতক্রীড়াতে নিপুণ হয়।

শিষ্য। যাহার শিরোরেখা আয়ুরেখার সহিত মিলিত থাকে, এবং ক্রমশঃ গড়াইয়া আসিয়া শেষাংশে শাখাবিশিষ্ট হয়, তাহার মস্তিষ্কের অবস্থা কিরূপ?

গুরু। এইরূপ চিহ্ন থাকিলে, জাতকের সাহিত্যে প্রবৃত্তি থাকে, এবং সে অজ্ঞাত গূঢ় বিষয়ের সাহিত্যসম্বন্ধীয় লেখক, প্রবন্ধাদি আবিষ্কারক ও অপূর্ব্ব-কল্পনাশক্তিবিশিষ্ট হয়।

শিষ্য। শিরোরেখা ক্রমশঃ বক্র হইয়া মণিবন্ধ পর্য্যন্ত থাকিলে সেই সঙ্গে একটী ক্রুশচিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক আত্মঘাতী হয়।

শিষ্য। শিরোরেখার শেষাংশ দ্বিখণ্ডিত হইয়া একটা শাখা চন্দ্রের স্থানে যাইলে কি হয়?

গুরু। জাতক প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হয় এবং তাহার স্বপ্ন সফল হয়।

শিষ্য। যাহার শিরোরেখা করতলের মধ্যদেশে আসিয়া শেষ হয়, তাহার মস্তিষ্ক কিরূপ হয় ?

গুরু। তাহার জ্ঞান ও বুদ্ধি সমস্ত দুর্ব্বল হয়।

শিষ্য। শিরোরেখায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যবচিহ্ন ও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেখা থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতকের শিরঃপীড়া ও তজ্জন্য যন্ত্রণা উপস্থিত হয়।

শিষ্য। শিরোরেখার শেষাংশ বক্রভাবে চন্দ্রের স্থানে যাইলে কি হয় ?

গুরু। জাতক কল্পনাশক্তি, কবিত্বশক্তি, ও গুহ্যবিদ্যায় পারদর্শিতালাভ করে।

শিষ্য। ঐরূপে বুধের স্থানে যাইলে কি হয় ?

গুরু। জাতক বাণিজ্য ও বিজ্ঞানশাস্ত্রে পটু হয়।

শিষ্য। ঐরূপে রবির স্থানে যাইলে কি হয় ?

গুরু। জাতক খ্যাতি ও যশঃপ্রিয় হইয়া থাকে।

শিষ্য। ঐরূপে শনির স্থানে যাইলে কি হয় ?

গুরু। জাতকের সঙ্গীত ও ধর্ম্মবিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মে ও সে ব্যক্তি সাধারণতঃ মৌনাবলম্বন করিয়া থাকে।

শিষ্য। যদি কোন সরল রেখা শিরোরেখার প্রথমাংশ হইতে বৃহস্পতির স্থানে যায়, তবে কি হয় ?

গুরু। জাতক অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী হইয়া থাকে, এবং শিরোরেখা দীর্ঘ হইলে, তাহার সকল আশা পূর্ণ হয়।

শিষ্য। দুইটী শিরোরেখা থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক দ্বিভাববিশিষ্ট হয়, যথা—কখন অত্যন্ত দয়ালু, কখন বা অত্যন্ত নিষ্ঠুর হয়। কিন্তু ইহারা সৎপরামর্শদাতা হয়।

শিষ্য। শিরোরেখা ভগ্ন হইলে কি হয় ?

গুরু। জাতক মস্তকে গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু উভয় হস্তে ভগ্ন থাকিলে তাহার মৃত্যু হয়।

শিষ্য। যদি শিরোরেখা আয়ুরেখার সহিত যুক্ত না থাকে, তবে কি হয় ?

গুরু। জাতক কার্য্যতৎপর ও আত্মাভিমানী হয়; সাধারণতঃ ইহারা

কর্ম্মপটু হয়। নাটকের অভিনেতা, বক্তৃতাকারী, উকীল ও কৌন্সীল হইয়া থাকে। ইহারা ব্যস্তভাবে কোন বিষয় বিচার করিয়া থাকে।

শিষ্য। কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা শিরোরেখাকে কর্ত্তন করিলে কি হয়?

গুরু। জাতক প্রবঞ্চক হয়।

শিষ্য। শিরোরেখার উপর রক্তবর্ণ-দাগ থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক মস্তকে আঘাত প্রাপ্ত হয়।

শিষ্য। শ্বেতবর্ণ দাগ থাকিলে কি হয়?

গুরু। বিজ্ঞানশাস্ত্রীয় কোনরূপ আবিষ্কার করিয়া থাকে।

শিষ্য। এই রেখায় শনির স্থানের নিম্নে কৃষ্ণবর্ণ দাগ থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক দন্তশূল ভোগ করে।

শিষ্য। ঐরূপ চিহ্ন রবির স্থানের নিম্নে থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতকের চক্ষুরোগ হইয়া থাকে।

শিষ্য। ঐরূপ কৃষ্ণবর্ণ দাগ শুক্রের স্থানের নিকট থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতকের কর্ণরোগ হইয়া থাকে।

শিষ্য। শিরোরেখার উপর যব-চিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক বায়ুরোগগ্রস্ত হয়।

অষ্টম অধ্যায়।

ভাগ্য-রেখা।

শিষ্য। গুরুদেব! আপনার উপদেশে আমার জ্ঞান হইতেছে যে, শিরোরেখা দ্বারা মনুষ্যের মস্তিষ্কের বৃত্তিসমূহ জানা যায়; এবং ইহাতেই বোধ হইতেছে যে, মনুষ্যের জন্মকালীন এই সকল বিষয় স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। আরও জানা যাইতেছে যে, বুদ্ধিমান্ লোকে যে নিজের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-মত্তার জন্য অহঙ্কার করিয়া থাকে, বা হতবুদ্ধি লোক নিজের বুদ্ধিহীনতার

জন্য যে লাঞ্ছনা পাইয়া থাকে, এ সকলই ভ্রমমাত্র ; এ ঈশ্বরের সৃষ্টিকৌশল বোধগম্য না হওয়াতেই এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। এক্ষণে আমাকে ভাগ্য-রেখার বিষয় কিছু উপদেশ দানে বাধিত করুন।

গুরু। ভাগ্য-রেখার বিষয় শুনিতে কি ইচ্ছা কর বল।

শিষ্য। ভাগ্য-রেখা কাহাকে বলে?

গুরু। যে রেখা আয়ুরেখা হইতে উঠিয়া শনির স্থান পর্য্যন্ত যায়, তাহাকে ভাগ্য-রেখা বলে। ইহা দ্বারা পার্থিব উন্নতি, ধনযোগ, উচ্চপদ ইত্যাদি জানা যায়, এবং এই কারণে ইহাকে পার্থিব রেখাও বলা যাইতে পারে।

শিষ্য। এই রেখা আয়ুরেখা হইতে শনির স্থান পর্য্যন্ত যাইলে কি হয়?

গুরু। জাতক নিজগুণে পার্থিব উন্নতি লাভ করে এবং এই রেখা আয়ুরেখার যে স্থানে মিলিত থাকে, জাতক নিজের সেই বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত পিতা, মাতা, ও আত্মীয়বর্গের সন্তোষসাধনে যত্নবান্ থাকে।

শিষ্য। এই রেখা মণিবন্ধ হইতে উঠিয়া শনির স্থানে যাইলে কি হয়?

গুরু। জাতক অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী হয়।

শিষ্য। এই রেখা চন্দ্রের স্থান হইতে উঠিলে কি হয়?

গুরু। জাতক অপরের সাহায্যে উন্নতিলাভ করে।

শিষ্য। ভাগ্য-রেখা করতলের মধ্য হইতে উঠিয়া বুধের স্থানে যাইলে কি হয়?

গুরু। জাতক বিজ্ঞানশাস্ত্রে বক্তৃতায় ও ব্যবসায়ে উন্নতিলাভ করে।

শিষ্য। ঐরূপে রবির স্থানে যাইলে কি হয়?

গুরু। জাতক সাহিত্যে, শিল্পবিদ্যায় ও নাটকসম্বন্ধে উন্নতিলাভ করে। কিন্তু ইহার সহিত অনামিকা সূচালু হইলে, জাতক শিল্পবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করে। এইরূপে অনামিকার অগ্রভাগ চৌক হইলে, সাহিত্যে সবিশেষ পটুতা জন্মে, এবং এই অঙ্গুলীর অগ্রভাগ স্থূল হইলে, নাটক রচনা করিতে পারে।

শিষ্য। ভাগ্য-রেখা ঐরূপ বৃহস্পতির স্থানে যাইলে কি হয়?

গুরু। জাতকের উচ্চাভিলাষ ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

শিষ্য। ঐরূপ ভাগ্য-রেখা করতলের মধ্য হইতে উঠিয়া মধ্যমার তৃতীয় পর্ব্ব পর্য্যন্ত যাইলে কি হয়?

গুরু। জাতক দুর্ভাগ্য হয় এবং তাহার সমস্ত উত্তম ভগ্ন হইয়া থাকে।

শিষ্য। ভাগ্য-রেখা সরল ও শাখাবিশিষ্ট হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক দরিদ্রাবস্থা হইতে ধনী হইয়া থাকে।

শিষ্য। এই ভাগ্য রেখার প্রথমাংশ বক্র ও শেষাংশ সরল হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক প্রথমে দরিদ্র থাকে, পরে ধনী হয়।

শিষ্য। ভাগ্যরেখা সরল ও ঈষৎ রক্তবর্ণ এবং হৃদয়-রেখার উপরিভাগ পর্য্যন্ত যাইলে কি হয়?

গুরু। এইরূপ হইলে জাতক বৃদ্ধাবস্থায় ভাগ্যবান্ হয়। এবং বিজ্ঞান শাস্ত্রীয় আবিষ্কারক, উদ্যানের কার্য্যে ও কৃষিকার্য্যে নিপুণ হয়; ও স্থপতি (Architect) হয়।

শিষ্য। ভাগ্য-রেখা ভগ্ন বা বক্র থাকিলে কি হয়?

গুরু। বক্র থাকিলে সেই বয়সে সাংসারিক বিপদ্ উপস্থিত হয় এবং ভগ্ন থাকিলে শারীরিক পীড়া হইয়া থাকে। [চিত্র। ৪ অনুসারে বয়সের নির্ণয় করিতে হয়।]

শিষ্য। ভাগ্য-রেখা সরল ও সুস্পষ্ট থাকিলে কি হয়?

গুরু। আয়ুরেখার দোষ বা দুর্ব্বলতা সংশোধন করে।

শিষ্য। ভাগ্য-রেখা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখাদ্বারা শনির স্থানে বিভক্ত হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক জীবনের শেষভাগে অত্যন্ত অর্থকষ্ট পায়।

শিষ্য। কোন একটী ক্ষুদ্র রেখা শুক্রের স্থান হইতে উঠিয়া আয়ুরেখা ও ভাগ্য-রেখাকে কর্ত্তন করিলে কি হয়?

গুরু। জাতকের স্ত্রীবিয়োগ হয়, অথবা সে কোন স্ত্রীলোক হইতে কষ্ট পায়।

শিষ্য। ভাগ্য-রেখার প্রারম্ভে তারকা-চিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। মাতাপিতা হইতে জাতক দুর্ভাগ্য প্রাপ্ত হয়; কিন্তু ঐ চিহ্নের সহিত শুক্রের স্থানে তারকা-চিহ্ন থাকিলে, অল্পবয়সেই মাতাপিতার মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

শিষ্য। ভাগ্যরেখার একটী যব ও তারকা-চিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতকের প্রণয়ভঙ্গ ও দুর্ভাগ্য উপস্থিত হয়।

শিষ্য। আয়ুরেখা ও ভাগ্যরেখার প্রারম্ভে যবচিহ্ন থাকিলে এবং এই ভাগ্য-রেখা বক্র হইলে কি হয় ?

গুরু। তাহা হইলে জাতক বিবাহজ নহে, বুঝায়।

শিষ্য। ভাগ্য-রেখার মধ্যদেশে যবচিহ্ন থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক পুরুষ হইলে, স্ত্রীলোকদ্বারা এবং স্ত্রীলোক হইতে পুরুষ-দ্বারা প্রলোভিত হয়।

শিষ্য। ঐরূপ যবচিহ্ন শিরোরেখার নিম্নে থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক বিজাতীয় স্ত্রী বা পুরুষ কর্ত্তৃক প্রলোভিত হয়।

শিষ্য। অনেক হস্তে ভাগ্যরেখা আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহার ফল কি ?

গুরু। ভাগ্য-রেখাশূন্য ব্যক্তি উদ্যমরহিত, মৎস্যমাংসত্যাগী ও দুর্ভাগ্য হইয়া থাকে।

রবিরেখা।

শিষ্য। প্রভো! আপনার উপদেশ মত আমার ধারণা হইতেছে যে, ভাগ্যরেখা দ্বারা মনুষ্যের পার্থিব উন্নতির বিষয় জানা যায়। এক্ষণে অপর একটি রেখা, যাহা রবির স্থান হইতে আয়ুরেখা পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকে কি বলে, অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

গুরু। ইহাকে রবিরেখা বলে।

শিষ্য। এই রবিরেখাবিশিষ্ট লোক স্বাভাবিক কিরূপ ফলাফল ভোগ করে ?

গুরু। এই রেখা পরিষ্কৃতরূপে রবির স্থানে আসিলে, জাতক যশস্বী কীর্ত্তিমান্, ধনী, বুদ্ধিজীবী হয় এবং সকল কর্ম্মে কৃতকার্য্য হইয়া থাকে। হঠাৎ অর্থলাভ করিয়া উহার সদ্ব্যয় করে; মহান্ লোকের সাহায্য পাইয়া থাকে; এবং স্থিরচিত্ত ও প্রত্যুৎপন্নমতি হয়।

শিষ্য। এই রবিরেখা আয়ুরেখা হইতে উঠিয়া রবির স্থানে যাইলে কি হয় ?

গুরু। জাতক শিল্প, সাহিত্য ও নাটক রচনায় পারদর্শিতা লাভ করে।

শিষ্য। এই রেখা চন্দ্রের স্থান হইতে উঠিয়া রবির স্থানে যাইলে কি হয় ?

গুরু। জাতক অপরের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া, মানী ও যশস্বী হইয়া থাকে।

শিষ্য। যদি রবিরেখা চন্দ্রের স্থান হইতে রবির স্থানে যায়, ও সেই সঙ্গে শিরোরেখা গড়াইয়া চন্দ্রস্থানাভিমুখে যায়, তাহা হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক পদ্যরচনায় ও সাহিত্যে পারদর্শী হয়।

শিষ্য। এই রেখা মঙ্গলের স্থান হইতে উঠিয়া রবির স্থানে যাইলে কি হয়?

গুরু। জাতক অত্যন্ত শারীরিক পরিশ্রমে, ও নিজের চেষ্টায় উন্নতি করিতে সমর্থ হয়।

শিষ্য। এই রেখা হৃদয়রেখা হইতে উঠিলে কি হয়?

গুরু। জাতক শিল্পবিদ্যা দ্বারা উন্নতি লাভ করে।

শিষ্য। যদি এই রেখা হৃদয়রেখা হইতে উত্থিত হয়, অনামিকার অগ্রভাগ স্থূল হয় এবং শিরোরেখা প্রশস্ত হয়, তাহা হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক নাটক-লেখক হইয়া থাকে।

শিষ্য। যাহার হস্তে রবি প্রবল থাকে, এবং সেই সঙ্গে মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলীদ্বয় দীর্ঘে সমান থাকে, তাহার কি ফল হয়?

গুরু। সে দ্যূতক্রীড়ায় ও ক্রয়-বিক্রয়ে নিপুণ হয়।

শিষ্য। রবিরেখা বুধ ও বৃহস্পতির স্থানের উচ্চতার সহিত সুস্পষ্ট থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতকের ভাগ্য, বুদ্ধি, ও সম্মান বৃদ্ধি পায় এবং শাস্ত্রানুশীলনে পারদর্শিতা লাভ হয়।

শিষ্য। যে ব্যক্তির অঙ্গুলী সকল বক্র, হস্ততলের মধ্যস্থল অপেক্ষাকৃত গভীর ও রবিরেখা প্রবল থাকে, সে কিরূপ ফলভোগ করে?

গুরু। তাহার কোন উদ্যমই সফল হয় না।

শিষ্য। এই রেখা যদি প্রবল হয় এবং সেই সঙ্গে কোন গ্রহের স্থান উচ্চ না থাকে, তবে কি হয়?

গুরু। জাতক কোন লোকের সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়।

শিষ্য। রবিস্থানে বহুরেখা থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক বহুবিধ শিল্পকার্য্য দ্বারা অর্থপ্রাপ্তির চেষ্টা করে; কিন্তু কোন কার্য্যেই সফল হয় না।

শিষ্য। রবিরেখার উপর তারকা-চিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতকের কোন বন্ধু দ্বারা অর্থলাভ হয়।

শিষ্য। যদি রবির স্থানে ক্রুশ-চিহ্ন থাকে এবং সেই চিহ্ন রবিরেখাকে স্পর্শ করে, তবে কি হয়?

গুরু। জাতক ধর্ম্মপরায়ণ হয়।

শিষ্য। রবিরেখা হৃদয়-রেখাকে স্পর্শ করিলে, ও তথায় কাল 'দাগ' থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক চক্ষুরোগে কষ্ট পায়; সম্ভবতঃ অন্ধও হয়।

স্বাস্থ্যরেখা।

শিষ্য। গুরুদেব! রবিরেখার বিষয় শুনিয়া জানিলাম যে, মনুষ্যের উত্তম চেষ্টা ইত্যাদি বিষয় ও তাহার ফলাফল ইহা দ্বারা জানা যায়। এক্ষণে স্বাস্থ্য-রেখার সম্বন্ধে দয়া করিয়া কিছু উপদেশ দান করুন।

গুরু। প্রশ্ন কর, বলিতেছি।

শিষ্য। কোন্ রেখাটীকে স্বাস্থ্যরেখা বলে?

গুরু। আয়ুরেখার সন্নিকটে মণিবন্ধ হইতে যে রেখা উঠিয়া বুধের স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে, তাহাকে স্বাস্থ্যরেখা বলে। [চিত্র ১। জ-জ]

শিষ্য। স্বাস্থ্যরেখার বর্ণ গোলাপী হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক সুস্থশরীর, আমোদপ্রিয় ও সৌভাগ্যশালী হয়।

শিষ্য। এই রেখা আয়ুরেখার সহিত যুক্ত থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতকের হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল হয়।

শিষ্য। যদি আয়ুরেখার সহিত যুক্ত না থাকে, তবে কি হয়?

গুরু। তাহা হইলে জাতক দীর্ঘায়ুঃ হয়।

শিষ্য। যাহার হস্তে এই স্বাস্থ্যরেখা আদৌ নাই, তাহার অবস্থা কিরূপ?

গুরু। সে চতুর ও চঞ্চল প্রকৃতিবিশিষ্ট হয় এবং তাহার বাক্‌চাতুর্য্য থাকে।

শিষ্য। এই রেখা ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক বৃদ্ধাবস্থায় পীড়াগ্রস্ত হয়।

শিষ্য। এই রেখা সরল ও সূক্ষ্ম হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক কঠিনহৃদয় হয়।

শিষ্য। এই রেখার উপরি (বুধস্থানসমীপস্থ) ভাগ রক্তবর্ণ হইলে কি হয় ?

গুরু। জাতকের শিরঃপীড়া জন্মিয়া থাকে।

শিষ্য। এই রেখার মধ্যস্থল সূক্ষ্ম ও রক্তবর্ণ হইলে কি হয় ?

গুরু। জাতক জ্বররোগাক্রান্ত হয়।

শিষ্য। এই রেখার নিম্ন (মঙ্গলক্ষেত্রগত) ভাগ রক্তবর্ণ হইলে কি হয় ?

গুরু। জাতকের অন্তঃকরণ দুর্ব্বল হয়।

শিষ্য। যাহার এই রেখার সর্ব্বাংশই রক্তবর্ণ, সে কিরূপ ফলভোগ করে ?

গুরু। সে অহঙ্কারী হয় ও তাহার প্রকৃতি পশুর ন্যায় হইয়া থাকে।

শিষ্য। এই স্বাস্থ্যরেখা জটিল ও তরঙ্গায়িত (পাকান বা ঢেউখেলান) হইলে কি হয় ?

গুরু। জাতক অবিশ্বাসী হয় ও পিত্তাধিক্যজন্য রোগভোগ করিয়া থাকে।

শিষ্য। এই রেখা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাবিশিষ্ট হইলে কি হয় ?

গুরু। জাতকের পরিপাকশক্তি ভালরূপ থাকে না।

শিষ্য। যদি কোন লোকের এই রেখার কেবল উপরিভাগ শাখাযুক্ত হয়, এই সেই শাখা শিরোরেখার সহিত মিলিত হইয়া, ত্রিভুজাকার হয়, তবে কি হয় ?

গুরু। তাহা হইলে সে সম্মানিত সুখ্যাতিবিশিষ্ট হয় এবং ধর্ম্মোন্নতিবিষয়ে ও গুহ্যবিদ্যার পারদর্শিতা লাভ করে ; স্বভাবিক ইন্দ্রজাল (Natural magic) ও মোহিনীবিদ্যা (Electrobiology) অর্থাৎ দেহস্থ-তাড়িত-বলে অপরকে অচৈতন্য করিয়া তাহার শরীরের উপর আধিপত্য করণ সম্বন্ধে নিপুণ, এবং ঐশ্বরিক কার্য্য করণের তত্ত্বানুসন্ধায়ী হয়।

শিষ্য। এই স্বাস্থ্যরেখাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গভীর রেখা ভেদ করিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক পীড়াগ্রস্ত হইবে জানা যায়।

শিষ্য। এই রেখা ভাগ্য ও শিরোরেখার সহিত মিলিত হইয়া ত্রিভুজ-চিহ্ন উৎপন্ন করিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক স্বাভাবিক নিয়মদ্বারা অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে ; হস্তচালনাপূর্ব্বক অন্যকে অচৈতন্য (Electrobiology) করিতে পারে ; ঐশ্বরিক ঘটনার কার্য্য কারণ বুঝিবার ক্ষমতা পায় ; এবং স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান দ্বারা ভবিষ্যৎ বিষয় দেখিতে পায়।

শিষ্য। এই রেখা চন্দ্রের স্থান পর্য্যন্ত বক্রভাবে যাইলে কি হয়?

গুরু। জাতক অব্যবস্থিতচিত্ত হয় এবং তাহার অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে।

শিষ্য। এই স্বাস্থ্যরেখার যবচিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক (Somnambulist) হয়, অর্থাৎ নিদ্রিতাবস্থায় অনেক অলৌকিক কার্য্য করিয়া থাকে; এমন কি সেই অবস্থায় ভ্রমণও করে।

প্রবৃত্তিরেখা। (Via Lasciva)

শিষ্য। প্রভো! আপনার কৃপায় মনুষ্যের শারীরিক শুভাশুভ স্বাস্থ্যরেখা দ্বারা যে সবিশেষ জানা যায়, তাহা বুঝিয়াছি। এক্ষণে প্রবৃত্তিরেখা (Via Lasciva) সম্বন্ধে কিছু বলিলে কৃতার্থ হই।

গুরু। যে রেখা স্বাস্থ্যরেখার সহিত সমান্তরাল থাকিয়া এই রেখাকে বলবান্ করে, তাহাকে প্রবৃত্তিরেখা (Via Lasciva) কহে। [চিত্র ১। ঝ-ঝ]

শিষ্য। এই রেখা শুক্রের স্থান পর্য্যন্ত যাইলে কি হয়?

গুরু। জাতক লম্পট হইয়া থাকে।

শিষ্য। এই রেখা সরলভাবে বুধের স্থান পর্য্যন্ত যাইলে কি হয়?

গুরু। জাতক উত্তম বক্তৃতা করিতে পারে; এবং তদ্দ্বারা খ্যাতিলাভ করে।

শিষ্য। কোন একটী রেখা রবির স্থান হইতে উঠিয়া, এই প্রবৃত্তিরেখার সহিত মিলিত হইলে, কিরূপ ফল হয়?

গুরু। জাতক নিশ্চিতই ধনবান্ হয়।

শুক্র-বন্ধনী। (Girdle of Venus)

শিষ্য। দেব! প্রবৃত্তিরেখার বিষয় শুনিলাম, এক্ষণে শুক্র-বন্ধনী (Girdle of Venus) সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। তোমার যাহা জিজ্ঞাস্য থাকে বল।

শিষ্য। কোন্ রেখাকে শুক্র-বন্ধনী কহে?

গুরু। যে রেখা বৃহস্পতির স্থান হইতে উঠিয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকার হইয়া সরল ভাবে বুধের স্থান পর্য্যন্ত যায়, তাহাকে শুক্র-বন্ধনী (Girdle of Venus) কহে। [চিত্র ১-এ ঞ চিহ্ন]

শিষ্য। শুক্র-বন্ধনী যদি ঐরূপই থাকে, তবে কি হয় ?

গুরু। জাতকের উপর উন্নত আত্মার (Good spirit) দৃষ্টি থাকে ; সে ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য ব্যস্ত থাকে এবং সে সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শী হয় ও তাহার গীতি গাথা পদ্য রচনা করিবার শক্তি থাকে।

শিষ্য। এই রেখা স্থানে স্থানে ভগ্ন হইলে কি হয় ?

গুরু। জাতক লম্পট হয়।

শিষ্য। এই রেখা বৃহস্পতির স্থান হইতে না উঠিয়া, যদি শনিস্থান হইতে উঠে এবং বুধের স্থান পর্য্যন্ত যায়, তবে কি হয় ?

গুরু। জাতক শঠ ও মিথ্যাবাদী হয়।

শিষ্য। এই রেখা রবিস্থানে অপর একটী রেখা দ্বারা কর্ত্তিত হইলে কি হয় ?

গুরু। জাতকের চরিত্র-দোষে ধনহানি হয়।

শিষ্য। এই রেখা অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখাদ্বারা কর্ত্তিত হইলে এবং চন্দ্র ও শুক্রের স্থান উচ্চ থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতকের মূর্চ্ছাগত বায়ুরোগ হয়।

শিষ্য। গ্রহস্থান ও রেখা সম্বন্ধে আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে ; অনুমতি হইলে নিবেদন করি।

গুরু। তোমায় উপদেশ করিতে আমি সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট ; জিজ্ঞাসা কর— বলিতেছি।

অন্যান্য রেখা।

শিষ্য। কোন একটী রেখা আয়ুরেখা হইতে উঠিয়া বৃহস্পতির স্থান অতিক্রম করিয়া শনির স্থানে যাইলে, কিরূপ ফল হয় ?

গুরু। জাতক ধর্ম্মবিষয়ে সময়ে সময়ে উন্মত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই সঙ্গে রবিরেখার উপর ক্রুশচিহ্ন থাকিলে, সে ধর্ম্মসম্বন্ধে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়া সম্মান পাইয়া থাকে ; এবং এইরূপ চিহ্ন উভয় হস্তে থাকিলে এই ফলের বৃদ্ধি হয়।

শিষ্য। কোন একটী রেখা মঙ্গলের প্রথম স্থান হইতে উঠিয়া হৃদয়রেখা ভেদ করতঃ রবির স্থান পর্য্যন্ত যাইলে কি হয় ?

গুরু। জাতক মানসিক বলে দৃঢ়তার সহিত উন্নতি লাভ করে।

শিষ্য। কোন একটী রেখা শুক্রের স্থানের নিম্নদেশ হইতে উঠিয়া বুধের স্থানে পৌছিলে কি ফল হয়?

গুরু। জাতক স্বকীয় বুদ্ধি ও কৌশল দ্বারা কার্য্যদক্ষ হয় ও উন্নতি সাধন করে।

শিষ্য। কোন রেখা শুক্রের স্থান হইতে উঠিয়া আয়ুরেখার কর্ত্তন করিলে কি হয়?

গুরু। ইহা দ্বারা জাতকের আত্মীয়ের মৃত্যু প্রতিপন্ন হইয়া থাকে?

শিষ্য। দুইটী রেখা শুক্রের স্থান হইতে উঠিয়া মঙ্গলের স্থানে যাইলে কি হয়?

গুরু। জাতকের ভালবাসায় বিশেষ প্রতিবন্ধক ঘটে।

শিষ্য। কোন একটী অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি রেখা বুধের স্থান হইতে চন্দ্রের স্থান পর্য্যন্ত যাইলে কি হয়?

গুরু। জাতক প্রত্যাদেশ ও অলৌকিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শিষ্য। কোন একটী রেখা শুক্রের স্থানের উপরিভাগ হইতে বুধের স্থানে যাইলে কি হয়?

গুরু। এইরূপ চিহ্ন পুরুষের হস্তে থাকিলে, স্ত্রীবিয়োগ এবং স্ত্রীলোকের হস্তে থাকিলে, পতিবিয়োগ জ্ঞাপন করে।

শিষ্য। শুক্রের স্থান হইতে শনির স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত যবচিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক স্ত্রীলোক দ্বারা প্রলোভিত হয়।

শিষ্য। শুক্রের স্থানে স্থিত তারকা-চিহ্ন হইতে উত্থিত কোন রেখা মঙ্গল-ক্ষেত্রে গিয়া, তথা হইতে রবির স্থানে অন্য ক্ষুদ্ররেখা দ্বারা কর্ত্তিত হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক নিকটস্থ আত্মীয় লোকের ইচ্ছাপত্র (Will) দ্বারা অর্থলাভ করে।

শিষ্য। যদি কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেখা বুধের স্থানের পার্শ্বদেশে থাকে, এবং চন্দ্র ও শুক্রের স্থান উচ্চ হয়, তবে কি হয়?

গুরু। জাতক চঞ্চলচিত্ত বালস্বভাব হয়।

শিষ্য। আয়ুরেখা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা যদি করচতুষ্কোণে যায়, তাহা হইলে তাহার ফল কি হয়?

গুরু। জাতকের আত্মীয়-স্বজনের সহিত কলহ বিচ্ছেদ ঘটে; পরিণামে সম্পত্তি লইয়া, অভিযোগ (মকদ্দমা) উপস্থিত হয়।

শিষ্য। একটি সরল রেখা বৃদ্ধাঙ্গুলীর দ্বিতীয় পর্ব্বের শেষাংশ হইতে উঠিয়া, শুক্রস্থান দিয়া গিয়া, যদি ভাগ্যরেখাকে খণ্ডিত করিয়া যায়, তবে তাহার ফল কি হয়?

গুরু। এইরূপ চিহ্ন থাকিলে দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের সহিত জাতকের বিবাহ হয়।

শিষ্য। ঊর্দ্ধরেখার শেষাংশে যদি একটী চতুষ্কোণ অঙ্কিত থাকে, তবে কি হয়?

গুরু। জাতকের পূর্ব্বোক্ত দোষ হইতে মুক্তিলাভ ঘটে।

শিষ্য। যদি একটী সরল রেখা শুক্রের স্থান হইতে শনির স্থানে শাখাযুক্ত হইয়া শেষ হয়, তবে কি হয়?

গুরু। জাতকের বিবাহ অসুখকর হয়।

শিষ্য। অনেকের এক হস্তে একটী চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, অপর হস্তে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না; তাহাতে ফলের কিরূপ তারতম্য ঘটে?

গুরু। তাহাতে ফল সম্পূর্ণ ফলিতে পারে না। দুই হস্তে চিহ্ন থাকিলেই তাহা অব্যর্থ ফলপ্রদ হয়।

শিষ্য। আবার অনেকের হস্তরেখা কৃষ্ণবর্ণ দেখায়; তাহার ফল কিরূপ?

গুরু। তাহাতেও সম্পূর্ণ শুভ ফল ফলিতে পারে না; অর্দ্ধেক ফল বা তদ্রূপ ফলের হ্রাস সেইরূপ লোকের সম্বন্ধে ঘটিয়া থাকে। কিন্তু অশুভ ফলের কোন ব্যত্যয় ঘটে না।

নবম অধ্যায়।

ফলিতাংশ।

শিষ্য। দেব! আপনার নিকট সামুদ্রিক শাস্ত্রের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিয়াছি। এক্ষণে ইহার ফলিতাংশ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ শিক্ষা পাইতে ইচ্ছা করি।

গুরু। বৎস! অবাধে প্রশ্ন কর।

শিষ্য। চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বনকারীর লক্ষণ কিরূপ?

গুরু। বুধের স্থানে জালচিহ্ন (Grille), হস্ততল অপুষ্ট; কনিষ্ঠাঙ্গুলীর তৃতীয় পর্ব্ব হইতে কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেখা বুধের স্থান পর্য্যন্ত অবস্থিত; এই সূক্ষ্ম রেখাগুলি একটী স্থূলরেখা দ্বারা কর্ত্তিত, এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলীর গাঁইটগুলি পুষ্ট হইলে জাতক চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করে।

শিষ্য। অপর কোনরূপ চিহ্ন দ্বারা চৌর্য্যবৃত্তির বিষয় জানা যায় কি না?

গুরু। অপর কয়েকটী চিহ্ন দ্বারা জানা যায়। যথা, (১ কনিষ্ঠাঙ্গুলীর তৃতীয় পর্ব্বে ক্রুশ-চিহ্ন এবং বুধের স্থানের উপর তারকাচিহ্ন; অথবা (২) উভয় হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলী মোটা হইলে, চৌর্য্যবৃত্তির বিষয় জ্ঞাপন করে।

শিষ্য। মিথ্যাবাদীর চিহ্ন কিরূপ?

গুরু। (১) চন্দ্রের স্থান অতিশয় উচ্চ, হস্তাঙ্গুলী দীর্ঘ এবং বৃদ্ধাঙ্গুলী ক্ষুদ্র হইলে, কিংবা, (২) চন্দ্রের স্থান উচ্চ ও তাহার উপর ক্রুশ-চিহ্ন এবং শিরোরেখার শেষভাগ শাখাবিশিষ্ট হইয়া চন্দ্রের স্থানে অবস্থিত হইলে, জাতক মিথ্যা-বাদী হয়।

শিষ্য। হত্যাকারীর চিহ্ন কিরূপ?

গুরু। (১) মঙ্গলের স্থানে তারকাচিহ্ন, অথবা (২) শিরোরেখার মধ্যভাগে একটী নীলবর্ণ দাগ থাকিলে, ও মঙ্গলের স্থান উচ্চ হইলে, হত্যাকারী বুঝায়।

শিষ্য। অগম্যাগমনের চিহ্ন কি?

গুরু। বুধের স্থানের নিম্নভাগে হৃদয়রেখার উপর যবচিহ্ন।

শিষ্য। বিবাহে অনিচ্ছুক হইলে কিরূপ চিহ্ন থাকে?

গুরু। কনিষ্ঠাঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্বে ক্রুশ-চিহ্ন থাকিলে বিবাহে ইচ্ছা থাকে না।

শিষ্য। পরচ্ছিদ্রান্বেষণকারীর চিহ্ন কিরূপ ?

গুরু। চন্দ্রের স্থান অতিশয় নিম্ন ও শনির স্থান অত্যন্ত উচ্চ হইলে পরচ্ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া থাকে।

শিষ্য। সততার ও সৌভাগ্যের চিহ্ন কিরূপ ?

গুরু। সৎ সৌভাগ্যশালী ব্যক্তির অনামিকার তৃতীয় পর্ব্ব হইতে দ্বিতীয় পর্ব্ব পর্য্যন্ত দুইটী রেখা থাকা, এবং হস্তচতুষ্কোণ প্রশস্ত হওয়া এবং হস্তত্রিভুজ পরিষ্কৃতরূপে থাকা আবশ্যক।

শিষ্য। সতীত্বের লক্ষণ কিরূপ ?

গুরু। অনামিকার প্রথম পর্ব্বে ক্রুশ-চিহ্ন থাকিলে, ও বৃহস্পতির স্থান উচ্চ হইলে, স্ত্রীলোক সতী হয়।

শিষ্য। দয়ালু ব্যক্তির হস্তে কিরূপ চিহ্ন থাকে ?

গুরু। বৃহস্পতি ও শুক্রের স্থান উচ্চ এবং হৃদয়রেখা অভগ্ন।

শিষ্য। কোন্ চিহ্নে স্ত্রীজাতির উপর ঘৃণা বুঝায় ?

গুরু। যাহার হৃদয়রেখা শৃঙ্খলাকার হইয়া শনির স্থান পর্য্যন্ত অবস্থিত থাকে, সে ব্যক্তি স্ত্রীলোকদিগকে ঘৃণা করে।

শিষ্য। কম্পজ্বরগ্রস্ত ব্যক্তির হস্তে কিরূপ বিশেষ লক্ষণ পাওয়া যায় ?

গুরু। অনামিকার কোন পর্ব্বে একটী দীর্ঘ কাল দাগ থাকে ; ইহা সহজে দেখিতে পাওয়া যায় না।

শিষ্য। পক্ষাঘাত-রোগের চিহ্ন কিরূপ ?

গুরু। যদি স্বাস্থ্যরেখা বহুবর্ণবিশিষ্ট হয় ও এই রেখার সহিত শিরোরেখার মিলন স্থানে একটী রক্তবর্ণ বিন্দুচিহ্ন থাকে, তবে জাতক পক্ষাঘাত-রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে।

শিষ্য। পক্ষাঘাত-রোগে মৃত্যু কিরূপে নির্দ্ধারিত হয় ?

গুরু। পক্ষাঘাতের সাধারণ চিহ্নের সহিত দুইটী সরলরেখা হৃদয়রেখা হইতে উঠিয়া চন্দ্রের স্থানে যাইলে এবং শনির স্থানে তারকাচিহ্ন থাকিলে, বা শনির স্থানের নিম্নে আয়ুরেখার শেষভাগে এই তারকা-চিহ্ন থাকিলেও পক্ষাঘাতে মৃত্যু বুঝায়।

শিষ্য। হাঁপানী কাসীরোগের চিহ্ন কিরূপ ?

গুরু। (১) হস্ত-চতুষ্কোণ অপ্রশস্ত, স্বাস্থ্যরেখা অস্পষ্ট এবং হৃদয়রেখা বক্রভাবে শিরোরেখার নিকটস্থ, অথবা (২) একটী স্থূলরেখা বক্রস্থান হইতে উঠিয়া, আয়ুরেখাকে খণ্ডিত করিয়া চন্দ্রাভিমুখীভূত। [চিত্র ৫। ৯ — ৯]

শিষ্য। শিরঃপীড়ার চিহ্ন কিরূপ ?

গুরু। শিরোরেখা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা উঠিয়া আয়ুরেখাকে কর্ত্তন করিলে, ও শিরোরেখা শৃঙ্খলাকার হইলে, শিরঃপীড়া হয়।

শিষ্য। যক্ষ্মাকাশের চিহ্ন কি ?

গুরু। নখ সকল গোল এবং নখের অগ্রভাগ বক্র হইলে, যক্ষ্মাকাশের বিষয় জানা যায়।

শিষ্য। উদরী রোগের চিহ্ন কি ?

গুরু। চন্দ্রের স্থানে তারকাচিহ্ন।

শিষ্য। সন্ধিগত বাতের চিহ্ন কি ?

গুরু। আয়ুরেখার শেষভাগ শাখাবিশিষ্ট ও একটী শাখা চন্দ্রের স্থান গত।

শিষ্য। বাত ও অষ্টাঙ্গগ্রহণের (গেঁটে বাত) লক্ষণ কি ?

গুরু। চন্দ্রস্থান হইতে উঠিয়া, একটী রেখা যদি আয়ুরেখাকে কর্ত্তন করে, তাহা হইলে, উক্ত ব্যাধির বিষয় জ্ঞাপন করে।

শিষ্য। হৃদ্রোগের চিহ্ন কি ?

গুরু। (১) মধ্যমার নিম্নভাগে হৃদয়রেখা প্রশস্ত ও পাণ্ডুবর্ণ, (২) রবিরেখা ও আয়ুরেখার উপর যবচিহ্ন (৩) স্বাস্থ্যরেখার ও আয়ুরেখার সহিত মিলিত ও আয়ুরেখার উপর নীল বা রক্তবর্ণ দাগ, কিংবা (৪) হৃদয়রেখার উপর বৃত্তাকার বা যবচিহ্ন—এই কয়েকটির মধ্যে একটী থাকিলেই, হৃদ্রোগ উপস্থিত হয়।

শিষ্য। বংশগত রোগের লক্ষণ কিরূপ ?

গুরু। আয়ুরেখার উপর যবচিহ্ন।

শিষ্য। কণ্ঠনালীর মধ্যে ক্ষত বা ইহার উপর কোন রোগ উপস্থিত হওয়ার চিহ্ন কি ?

গুরু। মঙ্গলের স্থান উচ্চ ও অপর একটী ঊর্দ্ধগামী রেখা শাখাবিশিষ্ট

(Forked) হইয়া, এইস্থানে থাকিলে, এবং এই স্থানেই শেষ হইলে কণ্ঠনালীর রোগ নিরূপিত হয়।

শিষ্য। প্লুরিসি (Pleurisy) এবং পার্শ্বশূলের চিহ্ন কি ?

গুরু। একটি যবচিহ্নবিশিষ্ট ঊর্দ্ধগামী রেখা আয়ুরেখা হইতে উঠিয়া, বৃহস্পতির স্থানে যাইলে ঐ রোগ হয়।

শিষ্য। অন্নরোগের চিহ্ন কি ?

গুরু। চন্দ্রস্থান অতি পুষ্ট হইলে, অন্নরোগের বিষয় জানা যায়।

শিষ্য। পাণ্ডুরোগের ন্যাবার (Jaundice) লক্ষণ কি ?

গুরু। স্বাস্থ্যরেখার উপর তারকা-চিহ্ন থাকিলে, উক্ত রোগের বিষয় জানা যায় ; কিন্তু ঐ স্থানে একটী কৃষ্ণবর্ণ দাগ (Spot) থাকিলে, উক্ত রোগের প্রবল আক্রমণ বুঝায়।

শিষ্য। চক্ষুরোগের লক্ষণ কি ?

গুরু। রবির স্থানে নীল-চিহ্ন থাকিলে, বা অনামিকার তৃতীয় পর্ব্বে তারকা-চিহ্ন থাকিলে, চক্ষুরোগ হয়। আবার তাহার সহিত বাতের সংযোগ থাকিলে অন্ধও হয়।

শিষ্য। ধর্ম্মযাজকের চিহ্ন কিরূপ ?

গুরু। অঙ্গুলী সকলের প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রন্থি স্থূল, ও অগ্রভাগ সূচালু হইলে, ধর্ম্মযাজক ও পরিব্রাজক হয়।

শিষ্য। পশুকর্ত্তৃক বিপদগ্রস্ত হওয়ার চিহ্ন কিরূপ ?

গুরু। শনি ও মঙ্গলের স্থানের উপর তারকা-চিহ্ন।

শিষ্য। অস্ত্রাঘাতের অপমৃত্যুর চিহ্ন কি ?

গুরু। দ্বিতীয়াঙ্গুলীর তৃতীয় পর্ব্বে তারকা-চিহ্ন, এবং শনির স্থান হইতে উত্থিত শুক্রবন্ধনী (Gridle of Venus) ছেদক একটী রেখা।

শিষ্য। বৃক্ষলতাদি অঙ্কিত করিবার পারদর্শিতার চিহ্ন কিরূপ ?

গুরু। শুক্রের স্থান উচ্চ এবং অঙ্গুলী সকল (বিশেষতঃ বৃদ্ধাঙ্গুলী) দীর্ঘ।

শিষ্য মনুষ্য ও জীবজন্তু অঙ্কিত করিবার পারদর্শিতা কিসে জানা যায় ?

গুরু। বুধের স্থান উচ্চ ও অঙ্গুলী সকল চৌক হইলে, তৎসম্বন্ধে পারদর্শিতা জানা যায়।

শিষ্য যুদ্ধক্ষেত্রাদির চিত্র অঙ্কিত করিবার পারদর্শিতার চিহ্ন কিরূপ ?

গুরু। মঙ্গলের স্থান উচ্চ হইলেই, এই বিদ্যা উপার্জ্জন হইয়া থাকে।

শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে কারুকার্য্য করিতে পারে?

গুরু। রবিরেখা ও বৃহস্পতিরেখা প্রবল ও অঙ্গুলী চৌক।

শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে ভাস্কর হইতে পারে?

গুরু। হস্ততল অল্পরেখা এবং হস্ততল স্থূল ও দৃঢ় হইলে ভাস্কর হয়।

শিষ্য। কোন্ ব্যক্তি উদ্যান প্রস্তুত করিতে পারদর্শী হইয়া থাকে?

গুরু। যাহার শুক্রের ও চন্দ্রের স্থান উচ্চ ও অঙ্গুলী সকল দীর্ঘ ও স্থূলাগ্র, সেই ব্যক্তি এই বিষয়ে পটু হয়।

শিষ্য। চিকিৎসকের চিহ্ন কি?

গুরু। বুধের স্থান উচ্চ ও তিনটী রেখা এই স্থানে থাকিলে এবং রবি রেখা প্রবল হইলে জাতক বিচক্ষণ চিকিৎসক হইয়া থাকে।

শিষ্য। ঔষধাদি আবিষ্কারকের চিহ্ন কি?

গুরু। পূর্ব্বোক্ত চিহ্নের সহিত চন্দ্রের স্থান অতি উচ্চ থাকিলে, ঔষধাদির আবিষ্কারক ও নানাবিধ চিকিৎসা শাস্ত্রোক্ত দ্রব্য হইতে স্ব স্ব প্রথায় প্রয়োগোপযোগী সার বাহির করিতে সক্ষম হয়।

শিষ্য। পশু চিকিৎসকের চিহ্ন কি?

গুরু। চিকিৎসকের সাধারণ চিহ্নের সঙ্গে হস্ততল দৃঢ় ও অঙ্গুলীর অগ্রভাগ মোটা।

শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে রসায়ন-বিদ্যায় পারদর্শী হয়?

গুরু। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঊর্দ্ধগামী সরল রেখা বুধের স্থানের পার্শ্বে থাকিলে ঐ বিদ্যায় নিপুণ হয়।

শিষ্য। কি চিহ্ন দ্বারা নাক্ষত্রিক বিদ্যা ও গণিত শাস্ত্রে পারদর্শী জানা যায়?

গুরু। চন্দ্র বুধ ও শনির স্থান অতি উচ্চ ও অঙ্গুলী সকল দীর্ঘ ও বিচারসূচক (Philosophical)।

শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে পদ্য লিখিতে পারে?

গুরু। যাহার চন্দ্র ও বৃহস্পতির স্থান উচ্চ থাকে, সে পদ্যলেখক হয়।

শিষ্য। সাহিত্যপারদর্শীর কি চিহ্ন থাকে?

গুরু। অঙ্গুলীসকল কোমল এবং অগ্রভাগ মোটা ও চৌক।

শিষ্য । কোন্ ব্যক্তি পুস্তক ইত্যাদির সমালোচক হইয়া থাকে ?

গুরু । যাহার নখ ছোট এবং বুধের স্থান উচ্চ ।

শিষ্য । কি কি চিহ্ন দ্বারা সঙ্গীত-বিদ্যাবিশারদ জানা যায় ?

গুরু । (১) শনির স্থান উচ্চ, অঙ্গুলীর অগ্রভাগ মোটা ও গ্রন্থি (গাঁইট) গুলি স্থূল এবং নখ ছোট হইলে সঙ্গীতবিদ্যাবিশারদ হয় ; অথবা (২) শুক্রবন্ধনী (Girdle of Venus) ও রবিরেখা প্রবল এবং চন্দ্রের স্থান উচ্চ হইলে কলাবৎ বা কালোয়াৎ হইয়া থাকে ; (৩) সরল এবং মিশ্র অঙ্গুলী ও শুক্রের স্থান উচ্চ হইলে সঙ্গীত-বিদ্যায় পটুতা জন্মে ।

শিষ্য । নাটক অভিনেতার চিহ্ন কিরূপ ?

গুরু । (১) অঙ্গুলীর অগ্রভাগ মোটা বা চৌক, শুক্রের স্থান উচ্চ এবং শাখাবিশিষ্ট হইলে ; অথবা (২) শিরোরেখার একটি শাখা বুধের স্থানে ও আর একটী রেখা মঙ্গলের স্থান হইতে উঠিয়া বুধের স্থানে আসিলে, নাটক অভিনেতা হয় ।

শিষ্য । বাণিজ্যে নিপুণতার চিহ্ন কি ?

গুরু । (১) উভয় হস্তেই অনামিকা চৌক অথবা (২) কনিষ্ঠাঙ্গুলীর দ্বিতীয় পর্ব্ব অন্য পর্ব্বদ্বয় অপেক্ষা দীর্ঘ হইলে, বাণিজ্য বিষয়ে নিপুণ হয় ।

দশম অধ্যায় ।

—:*:—

স্ত্রী-হস্তের বিবরণ ।

শিষ্য । যদি কোন রমণীর হস্তাঙ্গুলীর গ্রন্থি সকল সবিশেষ পুষ্ট হয়, তবে কিরূপ ফল হয় ?

গুরু । জাতিকা সদ্বিবেচিকা হয় ; কিন্তু সৌখীন বা আমোদপ্রিয়া হয় না ।

শিষ্য । স্ত্রীলোকের বৃদ্ধাঙ্গুলী দীর্ঘ হইলে কি হয় ?

গুরু । জাতিকা মেধাবিনী হয় ।

শিষ্য। বৃদ্ধাঙ্গুলী ছোট হইলে কি হয়?

গুরু। জাতিকা চঞ্চলস্বভাবা হয়।

শিষ্য। যদি স্ত্রীলোকের করতল ছোট ও অঙ্গুলী সকল সূচালু হয়, তবে কি হয়?

গুরু। সে উদ্দেশ্যরহিত ও খোস-পোষাকী হয়।

শিষ্য। স্ত্রীলোকের অঙ্গুলীর অগ্রভাগ মোটা ও বৃদ্ধাঙ্গুলী ছোট হইলে কি হয়?

গুরু। সে ভালবাসিতে ও বন্ধুত্ব করিতে তৎপর, পরদুঃখে কাতর, সরল প্রকৃতি, শিল্পবিদ্যায় নিপুণ, কর্ম্মঠ এবং নৃত্য গীত ও তামাসা দেখিতে ইচ্ছুক হয়; এবং গৃহপালিত জন্তু ও নিজের বা অপরের সন্তানে স্নেহবতী হয়।

শিষ্য। যদি সমস্ত অঙ্গুলীর অগ্রভাগ চৌক হয়, তবে কি হয়?

গুরু। সে কলহপ্রিয় হইয়া থাকে।

শিষ্য। যাহার সকল অঙ্গুলী চৌক ও বৃদ্ধাঙ্গুলী ছোট, সে কিরূপ ফলভোগ করে?

গুরু। সে সদালাপিনী হয়; তাহা মনোবৃত্তি নিয়মের বশীভূত থাকে। সে গুণবান্ স্বামী ইচ্ছা করে, এবং অশ্লীল বাক্যে অসন্তুষ্ট হয়।

শিষ্য। স্ত্রীলোকের অঙ্গুলীর অগ্রভাগ মোটা বা চৌক ও বৃদ্ধাঙ্গুলী দীর্ঘ হইলে কি হয়?

গুরু। সে কলহপ্রিয়া, উচ্চভাষিণী, অবিশ্বাসিনী ও পুরুষের বশতাপন্না থাকিতে অনিচ্ছুক হয়।

শিষ্য। গুরুদেব! এক্ষণে চিহ্ন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিশেষ বিবরণ শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে।

গুরু। কি শুনিবে প্রশ্ন কর।

একাদশ অধ্যায়।

চিহ্ন সমূহের বিশিষ্ট বিবরণ।

তারকা-চিহ্ন। (Star)

চিত্র, ২—চিহ্ন, ১।

শিষ্য। তারকা-চিহ্নের কথাই প্রথম জিজ্ঞাস্য। এই চিহ্ন বৃহস্পতির স্থানে থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতকের উচ্চাভিলাষ সফল হয়, এবং সে সম্মান, ভালবাসা ও সৌভাগ্যলাভ করিয়া থাকে।

শিষ্য। এই চিহ্ন শনির স্থানে থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক হত্যাকারী হয়।

শিষ্য। যদি এই চিহ্ন শনির স্থানে থাকে, এবং সেই সঙ্গে বৃহস্পতির স্থান নিম্ন ও মঙ্গলের স্থান উচ্চ থাকে, তবে কি হয়?

গুরু। উভয় হস্তে থাকিলে, জাতক হত্যাকারী হয় ও তাহার ফাঁসী হয়।

শিষ্য। এই চিহ্ন রবির স্থানে থাকিলে ও তৎসঙ্গে রবির স্থান নিম্ন হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক বহু পরিশ্রমে সুখ্যাতি লাভ করে ও ধনবান্ হয়; কিন্তু সুখ-স্বচ্ছন্দতাবিহীন থাকে।

শিষ্য। এই চিহ্ন রবির স্থানে অবিচ্ছিন্ন হইলে এবং ঐ স্থানে রবি-রেখা ও অন্য দুই-তিনটী রেখা থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক বুদ্ধি ও পরিশ্রম গুণে সুখ্যাতি লাভ করে।

শিষ্য। এই চিহ্ন বুধের স্থানে থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক অবিশ্বাসী ও চৌর হয়।

শিষ্য। এই চিহ্ন উভয় হস্তেই মঙ্গলের উভয় স্থানের যে কোন স্থানে থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক আত্মহত্যা করে।

শিষ্য। এই চিহ্ন চন্দ্রের স্থানে থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক দ্বিভাবাচারী ও বহু চিন্তাযুক্ত হয়; কিন্তু উহাই তাহার দুঃখের কারণ হইয়া থাকে।

শিষ্য। কোন হস্ত এই চিহ্নবিশিষ্ট হইলে এবং চন্দ্রের স্থান উচ্চ হইলে ও শিরোরেখা চন্দ্রের স্থানে আসিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক জলমগ্ন হইয়া আত্মহত্যা করে।

শিষ্য। এই চিহ্ন শুক্রস্থানে থাকিলে কি হয় ?

গুরু। কোন স্ত্রীলোক হইতে জাতকের দুর্ভাগ্য উপস্থিত হয়।

শিষ্য। এই চিহ্ন মধ্যমাঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্বে থাকিলে কি হয় ?

গুরু। ইহাতে জাতকের ধননাশ হইয়া থাকে; কিন্তু তৎসঙ্গে রবি ও বৃহস্পতির স্থান উচ্চ থাকিলে, জাতকের হঠাৎ ধনলাভ হয়।

শিষ্য। এই চিহ্ন মধ্যমাঙ্গুলীর তৃতীয় পর্ব্বে থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক হত্যাকারী হয়।

শিষ্য। মধ্যমাঙ্গুলীর তৃতীয় পর্ব্বস্থিত তারকা-চিহ্নের সহিত ভাগ্য-রেখা মিলিত হইলে কি হয় ?

গুরু। জাতকের লজ্জাকর মৃত্যু ঘটে।

শিষ্য। এই চিহ্ন বৃদ্ধাঙ্গুলীর প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব্বের সংযোগ স্থলে থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতকের অপ্রীতিকর বিবাহ হয়।

শিষ্য। উপযুক্ত চিহ্নের সহিত বৃহস্পতির স্থান উচ্চ হইলে কি হয় ?

গুরু। জাতকের অসুখকর বিবাহের দোষ সংশোধিত হয়; এবং ভবিষ্যতে বিবাহে সুখ হয়।

শিষ্য। এই চিহ্ন চন্দ্রের স্থানে জলভ্রমণ রেখার (৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) উপর থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতকের জলভ্রমণে মৃত্যু হয়।

শিষ্য। এই তারকা-চিহ্ন হস্তচতুষ্কোণের মধ্যে থাকিলে কি হয় ?

গুরু। স্ত্রীজাতি ক্রীড়নকবৎ (খেলনার ন্যায়) তাহার উপর আধিপত্য করিয়া থাকে।

চতুষ্কোণ-চিহ্ন। (Square)

চিত্র, ২—চিহ্ন, ২।

শিষ্য। শুক্রের স্থানে একটি চতুষ্কোণ চিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক ধর্ম্মোন্নতির জন্য বন গমন করে।

শিষ্য। শুক্রের স্থানে চতুষ্কোণ-চিহ্ন আয়ুরেখার সহিত মিলিত থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতকের কারাবাস হইয়া থাকে।

শিষ্য। শনি স্থানে চতুষ্কোণ চিহ্নের মধ্যে তারকা-চিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক হত্যা হইতে নিষ্কৃতি পায়।

শিষ্য। শনির স্থানের পার্শ্বে চতুষ্কোণ-চিহ্নের মধ্যে একটি লোহিত বর্ণ বিন্দু বা দাগ থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক অগ্নিদাহ হইতে নিষ্কৃতি পায়।

বিন্দু-চিহ্ন। (Spot)

চিত্র, ২—চিহ্ন, ৩।

শিষ্য। বিন্দু-চিহ্ন হস্ততলে থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক কষ্টভোগ করে। ইহা যে কোন রেখার সহিত থাকে, তাহাতে শরীরের সেইভাগের কষ্ট বুঝায়। যথা—শিরোরেখায় থাকিলে, মস্তকে আঘাত;—ইত্যাদি।

শিষ্য। শ্বেতবর্ণ চিহ্ন হৃদয়-রেখার উপর থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক ভালবাসার পাত্র লাভে কৃতকার্য্য হয়।

শিষ্য। শ্বেতবর্ণ চিহ্ন শিরোরেখার উপর থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক মস্তকে আঘাত পাইয়া থাকে।

শিষ্য। কাল বা নীলবর্ণ চিহ্ন শিরোরেখার উপর থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতকের স্নায়ুদুর্ব্বলতা (Nervous debility.) উপস্থিত হয়।

শিষ্য। আয়ুরেখার উপরে নীলবর্ণ চিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। তাহা হইলে জাতকের প্রতি বিষপ্রয়োগের বিষয় বুঝা যায়। দুই হস্তে থাকিলে, বিষপ্রয়োগে মৃত্যু হয়; কিন্তু এক হস্তে থাকিলে বিষপানেও রক্ষা পায়।

শিষ্য। শ্বেতবর্ণ বিন্দুচিহ্ন কিরূপ, এবং উহা হস্তে থাকিলে কি হয়?

গুরু। শ্বেতবর্ণ বিন্দুচিহ্ন একটু গর্ত্ত সদৃশ হয়; এবং ইহা শুভফল প্রদান করে।

শিষ্য। বুধ স্থানের নিম্নস্থ মঙ্গলের স্থানে কাল বিন্দু (Spot) থাকিলে কি হয়?

গুরু। এক হস্তে থাকিলে, ভূমিঘটিত অভিযোগে (মকদ্দমায়) অর্থ নষ্ট করায়; দুই হস্তে থাকিলে, ভূমিসম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায়।

শিষ্য। প্রথমাঙ্গুলী বা তর্জ্জনীর উপর থাকিলে কি হয়?

গুরু। ব্রাহ্মণ কিংবা ধর্ম্মযাজক কর্ত্তৃক অর্থ অপহৃত হয়।

শিষ্য। দ্বিতীয়াঙ্গুলী বা মধ্যমার উপর থাকিলে কি হয়?

গুরু। কোন বিধর্ম্মী পাশ্চাত্য ম্লেচ্ছ কর্ত্তৃক অর্থাপহরণ বুঝায়।

শিষ্য। তৃতীয়াঙ্গুলী বা অনামিকায় থাকিলে কি হয়?

গুরু। যবনকর্ত্তৃক ধনাপহরণের কথা বুঝায়।

শিষ্য। কনিষ্ঠাঙ্গুলীতে থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি (Personal property) যথা,—অঙ্গুরী, ঘড়ি, মণিব্যাগ, অলঙ্কার প্রভৃতি অঙ্গশোভন দ্রব্য অপহৃত হয়।

শিষ্য। এই কাল দাগের সংস্থান দেখিয়া, বয়োনিরূপণের উপায় কি?

গুরু। অঙ্গুলীর অগ্রভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া, প্রথম গাঁইট পর্য্যন্ত, ৩০ বৎসর, দ্বিতীয় গাঁইট পর্য্যন্ত ৬০ বৎসর, তৃতীয় গাঁইট বা অঙ্গুলীমূল পর্য্যন্ত ৯০ বৎসর বুঝায়।

বৃত্তচিহ্ন। (Circle)

চিত্র, ২—চিহ্ন, ৪।

শিষ্য। বৃত্তচিহ্ন রবির স্থানে থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতকের সুখ্যাতি লাভ ও অর্থোন্নতি হয়।

শিষ্য। এই চিহ্ন চন্দ্রের স্থানে থাকিলে কি হয়?

গুরু। জলমগ্ন হইয়া জাতকের মৃত্যু ঘটে।

শিষ্য। এই চিহ্ন অন্যান্য গ্রহস্থানে থাকিলে কি হয়?

গুরু। যে যে গ্রহের স্থানে থাকে, জাতকের তৎসম্বন্ধীয় উন্নতি বিপৎসঙ্কুল হয়।

শিষ্য। এই চিহ্ন হৃদয়-রেখার উপর থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতকের হৃদয়ে দুর্ব্বলতা হইয়া থাকে।

শিষ্য। এই চিহ্ন শিরোরেখার উপর থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক অন্ধ হয়।

শিষ্য। এই চিহ্ন অন্যান্য রেখার উপরে থাকিলে কি হয়?

গুরু। যে রেখার উপর এই চিহ্ন থাকে, সেই রেখানির্দ্দিষ্ট গুণের ক্ষতি করে।

যবচিহ্ন। (Island)

চিত্র, ২—চিহ্ন, ৫।

শিষ্য। যবচিহ্ন হস্ততলে থাকিলে কি হয়?

গুরু। এই চিহ্ন কোন রেখার উপর থাকিলে, জাতকের ঘৃণিত কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে ও বংশগত পীড়া উপস্থিত হয়।

শিষ্য। এই চিহ্ন শনিরেখার উপর থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক কোন স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক প্রলোভিত হয়।

শিষ্য। এই চিহ্ন হৃদয়-রেখার উপর থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতকের ব্যাভিচার দোষ ঘটিয়া থাকে।

শিষ্য। এই চিহ্ন হৃদয়-রেখার উপর থাকিলে ও বৃহস্পতির স্থান উচ্চ হইলে কি হয়?

গুরু। জাতকের হৃৎপিণ্ডের পীড়া হয়।

শিষ্য। এই চিহ্ন মঙ্গলের স্থানে শিরোরেখার উপর থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতকের হত্যা করিবার ইচ্ছা প্রবল থাকে।

শিষ্য। এই চিহ্ন মঙ্গলের স্থানের বহির্ভাগে শিরোরেখার উপর থাকিলে, কি হয়?

গুরু। জাতক দুরভিসন্ধিযুক্ত হয়।

শিষ্য। যদি এই চিহ্ন শিরোরেখার উপর থাকে ও বৃহস্পতির স্থান উচ্চ হয়, তবে কি হয়?

গুরু। জাতক বংশগত শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হয়।

শিষ্য। স্বাস্থ্যরেখার যবচিহ্ন এবং বৃহস্পতি ও রবিস্থান নিম্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক বংশগত শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হয়। আর দেউলিয়া (Bankrupt) হয়।

শিষ্য। স্বাস্থ্যরেখার যবচিহ্ন এবং বৃহস্পতি ও চন্দ্র ও শুক্রের স্থান প্রবল হইলে কি হয় ?

গুরু। তাহা হইলে জাতক গুহ্যবিদ্যায় পারদর্শী ও স্বপ্নচর (Somnambulist) হয়।

শিষ্য। এই চিহ্ন স্বাস্থ্যরেখার উপর থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক ঠগ্ ও চোর হয়। এই সঙ্গে বৃহস্পতির স্থান উচ্চ থাকিলে, সে অজীর্ণ ও উদরাময় পীড়ায় আক্রান্ত হয়।

শিষ্য। এই চিহ্ন আয়ুরেখার প্রারম্ভ ভিন্ন অন্য স্থানে থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতকের জন্মকালীন কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে।

ত্রিভুজ চিহ্ন। (Tringle)

চিত্র,২—চিহ্ন, ৬।

শিষ্য। ত্রিভুজ-চিহ্ন বৃহস্পতির স্থানে থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক দৌত্যকার্য্যে নিপুণ হয়।

শিষ্য। এই চিহ্ন শনির স্থানে থাকিলে, কি হয় ?

গুরু। জাতক গুহ্য (Mystic) ও ঐন্দ্রজালিক বিদ্যায় পারদর্শী হয়।

শিষ্য। এই চিহ্ন রবির স্থানে থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক শিল্পবিদ্যায় পারদর্শিতালাভ করে।

শিষ্য। এই চিহ্ন বুধের স্থানে থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক রাজনীতিজ্ঞ হয়

শিষ্য। এই চিহ্ন মঙ্গলের স্থানে থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক যুদ্ধ বা অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণতা লাভ করে।

শিষ্য। এই চিহ্ন শুক্রের স্থানে থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক বিশিষ্টরূপে ভালবাসার পরীক্ষা করিয়া, তাহাতে লিপ্ত হইতে চাহে

ক্রুশচিহ্ন। (Cross)

চিত্র, ২—চিহ্ন, ৭।

শিষ্য। ক্রুশচিহ্ন বৃহস্পতির স্থানে থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতকের অত্যন্ত সুখকর বিবাহ হয়। এই সঙ্গে শনিরেখা ও রবিরেখা চন্দ্রের স্থান হইতে উঠিলে, এই বিবাহে সুখের আরও বৃদ্ধি হয়।

শিষ্য। এই চিহ্ন শনির স্থানে থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক গুহ্যবিদ্যায় ও ধর্ম্মবিষয়ে উন্মত্ত প্রায় হয়; এবং ক্রমে ক্রমে বুজরুগ হইয়া পড়ে।

শিষ্য। এই চিহ্ন রবির স্থানে থাকিলে কি হয়?

গুরু। শিল্পবিদ্যায় ও বিচারে জাতকের ভ্রম উপস্থিত হয়; এবং এই সঙ্গে রবির স্থান উচ্চ থাকিলে, জাতকের ধনযোগ হইয়া থাকে।

শিষ্য। এই চিহ্ন বুধের স্থানে থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক অবিশ্বাসী ও চৌর হয়।

শিষ্য। এই চিহ্ন মঙ্গলের স্থানে থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক একগুঁয়ে ও কলহপ্রিয় হয়।

শিষ্য। এই চিহ্ন চন্দ্রের স্থানে থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক মিথ্যাবাদী হয়; এবং এই চিহ্ন অপেক্ষাকৃত বড় হইলে সে আপনাকে প্রতারণা করে। কিন্তু এই চিহ্ন অত্যন্ত ছোট হইলে, জাতক কাল্পনিক ও গুহ্য ধর্ম্মানুসন্ধানে রত থাকে।

শিষ্য। এই চিহ্ন শুক্রের স্থানে থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতকের একটিমাত্র অসুখকর বিবাহ হয়। কিন্তু এই সঙ্গে বৃহস্পতির স্থান উচ্চ হইলে বিবাহ সুখকর হয়।

শিষ্য। এই আয়ুরেখার নিম্নে থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক বহুকষ্টে জীবন অতিবাহিত করে ও তাহার অবস্থা হীন হয়।

গুহ্যক্রুশ্ (Cross mystic)

শিষ্য। গুহ্যক্রুশ কাহাকে বলে।

গুরু। একটি ক্রুশচিহ্ন হস্তচতুষ্কোণের মধ্যে থাকিয়া, উহার কোন রেখার সহিত সংযুক্ত না থাকিলে তাহাকে গুহ্যক্রুশ চিহ্ন বলে।

শিষ্য। এই চিহ্ন সাধারণতঃ কিরূপ ফলপ্রদ হয় ?

গুরু। ইহার আকার ক্ষুদ্র হইলে জাতকের গুহ্যবিদ্যায়, মিথ্যা বিশ্বাসে ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে জ্ঞান জন্মায়।

শিষ্য। যখন ইহার আকার বৃহৎ হয়, তখন কিরূপ ফল হয় ?

গুরু। জাতকের অন্ধবিশ্বাসে ধর্ম্মবিষয়ে দৃঢ়তা (গোঁড়ামি) ও কাল্পনিক জ্ঞান অধিক পরিমাণে থাকে।

শিষ্য। এই চিহ্ন শনির স্থানের নিম্নে থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক ভ্রমযুক্ত হয় ও গুহ্যবিদ্যানুসন্ধানে রত থাকে; কিন্তু বৃহস্পতির স্থান উচ্চ থাকিলে, ধার্ম্মিক হয়; এবং ইহা বড় হইলে, জাতক ধর্ম্মসম্বন্ধে অন্ধবিশ্বাসী হয় ও বাগাড়ম্বর করে।

শিষ্য। এই চিহ্ন উভয় হস্তে পরিষ্কতরূপে অঙ্কিত থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক উচ্চাভিলাষী হয়।

শিষ্য। এই চিহ্নের সহিত শনির স্থান উচ্চ থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক লোকদ্বেষী হয়।

শিষ্য। এই চিহ্নের সহিত রবির স্থান উচ্চ থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক অহঙ্কারী ও কৃপণ হয়।

শিষ্য। এই চিহ্নের সহিত শুক্রের স্থান উচ্চ থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক প্রেমোন্মত্ত হয়।

শিষ্য। এই চিহ্ন শনিরেখার সহিত মিলিত হইলে কি হয় ?

গুরু। জাতক ধর্ম্মানুশীলন দ্বারা বিশিষ্টরূপে অর্থোপার্জ্জন করে।

শিষ্য। এই চিহ্ন শনিরেখার সহিত মিলিত হইয়া, মঙ্গলের স্থানে থাকিলে কি হয় ? [চিত্র, ৭—চিহ্ন, ১৬ দ্রষ্টব্য]

গুরু। জাতকের প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তন হয় ও সে যথেষ্ট ধনবান্ হয়।

জালচিহ্ন। (Grille)

চিত্র, ২—চিহ্ন, ৮।

শিষ্য। জালচিহ্ন বৃহস্পতির স্থানে থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক ভুল বিশ্বাসী, অহঙ্কারী ও আধিপত্য প্রকাশে ইচ্ছুক হয়।

শিষ্য। এই চিহ্ন শনির স্থানে থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক দুর্ভাগ্য হয়।

শিষ্য। এই চিহ্ন রবির স্থানে থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক অহঙ্কারী, মূর্খ, গৌরবাকাঙ্ক্ষী, দুর্ব্বল ও ভ্রমযুক্ত হয়।

শিষ্য। এই চিহ্ন বুধের স্থানে থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক শঠ ও অবিশ্বাসী হয় এবং তাহার চৌর্য্যবৃত্তি প্রবল হয়।

শিষ্য। এই চিহ্ন মঙ্গলের স্থানে থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতকের হঠাৎ মৃত্যু হয়।

শিষ্য। এই চিহ্ন চন্দ্রের স্থানে থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক বিষণ্ণ, অস্থির ও অসন্তুষ্ট হয়; এবং সে সর্ব্বদাই মৃত্যুকামনা করে।

শিষ্য। এই চিহ্ন চন্দ্রের স্থানে, ও শনির স্থানে তারকাচিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক উচ্চপদাভিলাষী ও অস্থির হয়, এবং পেশী সকল সর্ব্বদা সঙ্কুচিত হওয়ার জন্য কষ্টভোগ করে।

শিষ্য। চন্দ্রের স্থানে এই চিহ্ন সত্ত্বে রবিরেখা প্রবল হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক পদ্য গীতিকাব্য ও সাহিত্যে পারদর্শী হয়।

শিষ্য। এই চিহ্ন শুক্রের স্থানে থাকিলে ও শুক্রবন্ধনী হস্ততলে বর্ত্তমান থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক দুষ্ট, লম্পট ও আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছুক হয়।

শিষ্য। এই চিহ্নের অশুভ-সংশোধনকারী কোনরূপ চিহ্ন আছে কি না?

গুরু। যদি বৃদ্ধাঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্ব দীর্ঘ হয়, এবং শিরোরেখা ও রবিরেখা প্রবল থাকে, তাহা হইলে, শুক্রবন্ধনীজনিত অশুভ ফল সংশোধিত হয়

দ্বাদশ অধ্যায়।

শিষ্য। প্রভো! আপনার অনুগ্রহে সামুদ্রিক শাস্ত্রে সবিশেষ উপদেশ পাইলাম; এবং আমার কৌতূহলও নিবারিত হইল। এরূপ উপদেশ পূর্ব্বে কখনও পাই নাই। যাহা হউক, মনুষ্যের স্বভাব, আয়, ব্যয়, ধর্ম্ম, কর্ম্ম ইত্যাদি সকলই যে করতলগত-রেখা দ্বারা জানা যায়, তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না; কিন্তু আপনার শ্রীচরণ আশীর্ব্বাদে সে সমস্তই জানিলাম।

গুরু। বৎস! এ সমস্তই ঈশ্বরের কার্য্য। দেখ, আমার প্রতি তোমার যেরূপ ভক্তি, তুমি যেরূপ সরলভাবে প্রশ্নাদি করিয়া, 'সামুদ্রিক শাস্ত্রের' আদ্যোপান্ত জানিলে, ইহা ঈশ্বরের অনুগ্রহ ভিন্ন কি হইতে পারে? এক্ষণে তুমি আমার সম্মুখে দুই-একটি হস্ত দেখিয়া, তাহার শুভাশুভ ফল বিচার করত আমার হৃদয়ের আনন্দবর্দ্ধন কর।

শিষ্য। গুরুদেব! তবে এক্ষণে আমাকে অনুমতি করুন; আমি এই হস্তটী পাঠ করিয়া ইহার শুভাশুভ ফল বিচার করি।

হস্তবিচার।

শিষ্য। ইহাঁর করতল অঙ্গুলী অপেক্ষা দীর্ঘ। ইনি সূক্ষ্ম বিচারে ও সূক্ষ্ম কর্ম্মে অক্ষম; এবং সূক্ষ্ম বিচার না করিয়া, সহজেই সন্তুষ্ট হয়েন। ইনি স্বাভাবিক সহজ (প্রমাণনিরপেক্ষ) জ্ঞান দ্বারা হিতাহিত বিচার করিয়া থাকেন।

১। ইহাঁর অঙ্গুলীগুলি চৌক ও গাঁইট গুলি পুষ্ট।—ইনি চিন্তাযুক্ত, বিশ্বাসী, স্থির প্রকৃতি ও সত্যপ্রিয়; এবং আইন, ইতিহাস, ব্যবহারতত্ত্ব ব্যাকরণ, অঙ্কবিদ্যা, কৃষিকার্য্য, চিকিৎসা বিজ্ঞানাদির অনুশীলনে তৎপর।

২। বৃহস্পতির [চিত্র ১৫—চিহ্ন ১] স্থান উচ্চ;—ইনি ধর্ম্মপরায়ণ, উচ্চাভিলাষী, আমোদপ্রিয় ও উন্নতমতি; এবং স্বভাব-সৌন্দর্য্য দেখিতে ভালবাসেন।

৩। শনির [চিত্র ১৫—চিহ্ন ২] স্থান উচ্চ।—ইনি নির্জ্জনপ্রিয়, কর্ম্মে বিজ্ঞ ও ধর্ম্ম-সঙ্গীত শুনিতে ইচ্ছুক।

৪। রবির [চিত্র ১৫—চিহ্ন ৩] স্থান উচ্চ ;—সাহিত্য ও শিল্পবিদ্যায় পারদর্শী উন্নতমতি ও সুন্দর বস্তুতে রত।

৫। বুধের [চিত্র ১৫—চিহ্ন ৪] স্থান উচ্চ ;—ভ্রমণপ্রিয়, চঞ্চল, আবিষ্কারক, ব্যঙ্গপ্রিয়, কষ্মঠ ও শাস্ত্রানুশীলনে রত।

৬। মঙ্গলের [চিত্র—১৫ চিহ্ন ৫] স্থান উচ্চ ;—আত্মসংযমী, ত্যাগশীল, ধৈর্য্যগুণাবলম্বী ও বিষয়ভোগী ;

৭। চন্দ্রের [চিত্র—১৫—চিহ্ন ৬] স্থান উচ্চ ;—শিষ্টাচারী, সঙ্গীতপ্রিয় ও স্বভাবের সৌন্দর্য্য দেখিতে ইচ্ছুক।

৮। শুক্রের [চিত্র ১৫—চিহ্ন ৭] স্থান উচ্চ ;—হিতৈষী, নম্র, মমতাযুক্ত ও সঙ্গীতপ্রিয়।

সাধারণ গ্রহস্থান ও অঙ্গুলী-সংস্থান দ্বারা ইহাকে বিচার বিষয়ে ব্যবহারাজীবী বলিয়া বোধ হয়। [পরিচ্ছেদ ১—৮]

৯। আয়ুরেখায় ;—

১০। বৎসর বয়ঃক্রম-স্থলে একটী রেখা উৰ্দ্ধগামী হইয়া বৃহস্পতির স্থানাভিমুখী ;—ইনি এই বয়সে পরীক্ষায় (ছাত্রবৃত্তি) উত্তীর্ণ হইয়াছেন। [চিত্র ১৫—চিহ্ন ৮]

১৫ বৎসর বয়সস্থলে অপর একটী উৰ্দ্ধগ রেখা ঐরূপ ভাবে বৃহস্পতির স্থানাভিমুখী ও প্রবল হইয়া, হৃদয়রেখার নিকটস্থ ;—উক্ত ব্যক্তি এই সময়ে প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি ভোগ করেন। [চিত্র ১৫— চিহ্ন ৯]

১৬ বৎসরের স্থলে শুক্রের স্থান হইতে একটী রেখা উঠিয়া আয়ুরেখা ও শিরোরেখাকে কর্ত্তন করত হৃদয়রেখার নিকটবর্ত্তী ;—ইহাঁর ঐ সময়ে মাতৃবিয়োগ হয়। এবং মানসিক চঞ্চলতায় বিদ্যাভ্যাসেরও ক্ষতি হইয়াছিল। [চিত্র ১৫—চিহ্ন ১০]

১৮ বৎসরে আয়ুরেখা হইতে উৰ্দ্ধমুখী রেখা আছে,—ইনি এই সময়ে দ্বিতীয় পরীক্ষায় (F. A) উত্তীর্ণ হন্। [চিত্র ১৫—চিহ্ন ১১]

২০ বৎসরে স্থলে ঐরূপ উৰ্দ্ধমুখী রেখা আছে ;—ইনি এই সময়ে তৃতীয় পরীক্ষায় (B. A.) উত্তীর্ণ হন্। [চিত্র ১৫—চিহ্ন ১২]

২১ বৎসরের শেষ ভাগে ঐরূপ একটী রেখা আছে ;—ইনি এই সময়ে ওকালতী (B. L.) পাশ করেন। [চিত্র ১৫—চিহ্ন ১৩]

২২ বৎসরের শেষভাগে শুক্রের স্থান হইতে একটী রেখা উঠিয়া রবির স্থানের নিম্নভাগে হৃদয়-রেখার সহিত মিলিত ;—ঐ বয়সে ইহার শুভ বিবাহ হইয়াছিল। [চিহ্ন ১৫—চিত্র ১৫]

২৩ বৎসরের শেষভাগে আয়ুরেখা হইতে একটী উর্দ্ধমুখী রেখা শনির স্থানে উত্থিত ;—এই বয়সে ইহার ওকালতী ব্যবসায়ের আরম্ভ ও তাহাতে উন্নতি হয় ; এবং রেখা প্রবল ও শনির বা মধ্যমার অব্যবহিত নিম্নদেশে স্থিত ;—ইহার গাড়ী-ঘোড়া ও অপরাপর ঐশ্বর্য্য ভোগ হইতেছে। [চিত্র ১৫—চিহ্ন ১৫]

২৫ বৎসর বয়ঃক্রমের স্থলে একটী রেখা শুক্রের স্থান হইতে উঠিয়া আয়ুরেখা ও শিরোরেখাকে কর্ত্তন করত হৃদয়রেখাকে স্পর্শ করিয়াছে ;—ইহার এই সময়ে পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল। [চিত্র ১৫—চিহ্ন ১৬]

হস্ততলে শুক্রবন্ধনী (Girdle of Venus) বর্ত্তমান এবং ৩০ বৎসর বয়সে আয়ুরেখার সন্নিকটবর্ত্তী ;—ইনি এই সময়ে ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রত্যাদেশ পাইয়াছেন। [চিত্র ১৫—চিহ্ন ক]। স্বাস্থ্যরেখায় ত্রিভুজচিহ্ন আছে ;—ইহার হঠযোগ অভ্যস্ত হইয়াছে। [চিত্র ১৫—চিহ্ন খ]

৩৫ বৎসর বয়সে একটী উর্দ্ধমুখী রেখা আয়ুরেখা হইতে উঠিয়া শনির স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত ;—ঐ সময়ে সবিশেষ ধনযোগ হয়, ঐ সময়ে ইনি স্থাবর সম্পত্তি ধন সঞ্চয় করিয়াছেন। এবং এই রেখা উভয় হস্তে স্পষ্ট ;—ইনি জীবনের শেষভাগে ঐশ্বর্য্যভোগ করিবেন, জানা যায় [চিত্র ১৫—চিহ্ন ১৭]

৪০ বৎসর বয়সে আয়ুরেখায় একটী বিন্দু (Spot) আছে, ঐ সময়ে ইহার জ্বরবিকার রোগ বুঝায়। [চিত্র ১৫—চিহ্ন ১৮]

বুধের স্থানে দুইটী লম্বমান রেখা বর্ত্তমান ;—ইহার দুইটী পুত্রসন্তান ও একটী ক্ষুদ্র রেখা থাকাতে একটী কন্যাসন্তান হইয়াছে এবং এই রেখাত্রয় প্রবল থাকাতে ইহার মৃত্যুর পর পর্য্যন্ত উহারা জীবিত থাকিবে। [চিত্র ১৫—চিহ্ন ১৯]

রবিরেখা উভয় হস্তে স্পষ্ট ;—ইনি বক্তৃতায় পারদর্শী ও যশস্বী হইয়াছেন। [চিত্র ১৫—চিহ্ন ২০]

শিরোরেখা ও হৃদয়-রেখার মধ্যগত স্থানটী অত্যন্ত প্রশস্ত ;—ইনি উদার প্রকৃতির লোক

চিত্র-১৫
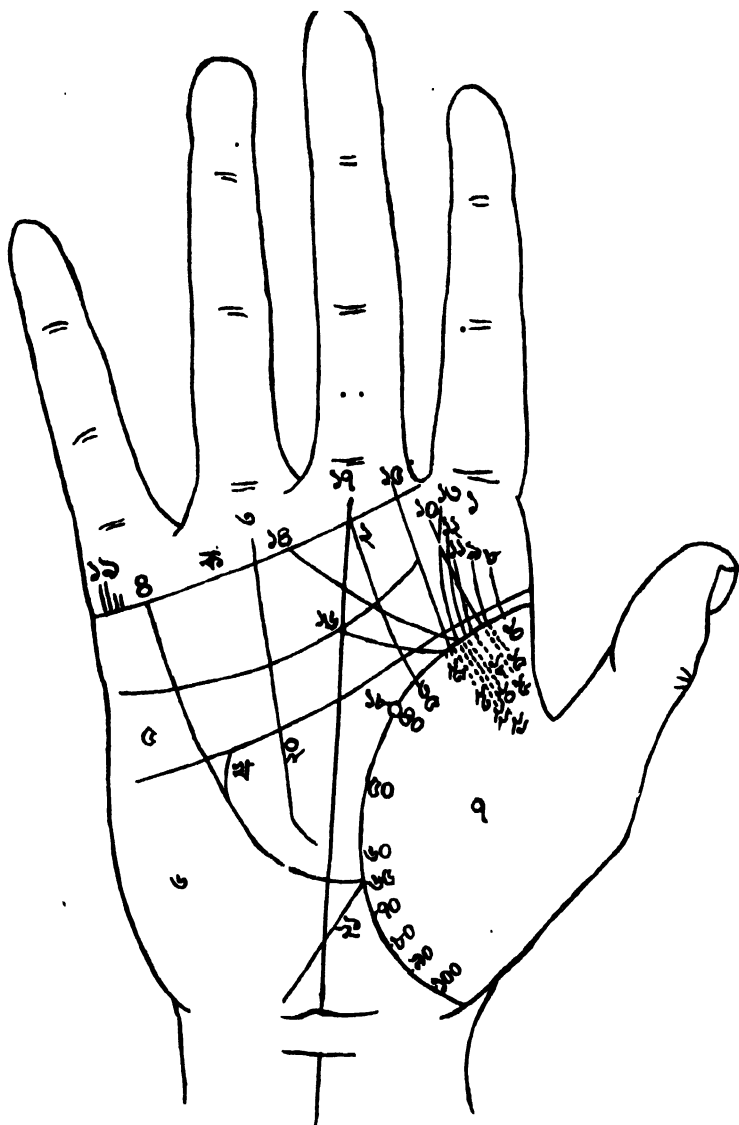
১৭ বৎসরের স্থলে একটী রেখা শুক্রের স্থান হইতে উঠিয়া হৃদয়রেখাভিমুখী ;—এই সময় বিবাহ হয়। [চিত্র ১৬ চিহ্ন ১২]

১৯ বৎসরের স্থলে আয়ুরেখা হইতে একটী উদ্ধমুখী রেখা শনির স্থানাভিমুখী ;—এই সময় ইনি লৌহ মৃদঙ্গার প্রভৃতির ব্যবসায় আরম্ভ করেন। [চিত্র ১৬—চিহ্ন ১৩]

২১ বৎসরের স্থলে ঐরূপ একটী রেখা শিরোরেখার নিকটস্থ ; এই বয়সে ঐ ব্যবসায়ে উন্নতি হয়। [চিত্র ১৬—চিহ্ন ১৪]

২২ বৎসরের স্থলে আয়ুরেখা ও শিরোরেখা উভয়ের উপর বিন্দুচিহ্ন (Spot) ; ঐ সময়ে জ্বর ও শিরঃপীড়া হয়। [চিত্র ১৬—চিহ্ন ১৫]

২৫ বৎসরের স্থলে শুক্রের স্থান হইতে একটী রেখা উঠিয়া শিরোরেখাকে কর্ত্তন করায় ব্যবসায় ক্ষতি হয়। [চিত্র ১৬—চিহ্ন ১৬]

২৭ বৎসরে [সম্প্রতি] একটী রেখা শুক্রের স্থান হইতে উঠিয়া হৃদয়-রেখাভিমুখী ; ইহাঁর পিতৃব্যের মৃত্যু হয়। [চিত্র ১৬—চিহ্ন ১৭]

৩০ বৎসর বয়সে—উভয় হস্তে আয়ুরেখার পার্শ্বে ও আয়ুরেখার সহিত মিলিত একটী চতুষ্কোণচিহ্ন এবং বুধের স্থান উচ্চ ও তাহার উপর জালচিহ্ন (Grille) আছে ;—ইনি চুরি করার জন্য কারাবাসে ২ বৎসর দণ্ড ভোগ করিবেন। [চিত্র ১৬—চিহ্ন ১৮ ও ৪।১৮]

৩৫ বৎসর বয়সের স্থানে উভয় হস্তে আয়ুরেখা হইতে একটী অধোমুখী রেখা আছে ;—এই বয়সে ইহাঁর মৃত্যু বুঝায়। এবং এই রেখা চন্দ্রের স্থানাভি-মুখী হওয়ায়, শ্লেষ্মাঘটিত পাড়ায় মৃত্যু বুঝায়। [চিত্র ১৬—চিহ্ন ১৯]

গুরু। বৎস! এটীও ঠিক হইয়াছে। তুমি যে এত অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছ, তাহাতে আমার পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিলাম। এরূপ শিষ্য না হইলে উপদেশ দিয়া মনের তৃপ্তি লাভ হয় না। যাহা হউক, এক্ষণে মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় শীঘ্রই তোমার মঙ্গল হইবে ;

উপসংহার।

শিষ্য। গুরুদেব! আপনার নিকট সামুদ্রিক শাস্ত্রের উপদেশ লাভ করিয়া আমার স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, জগতে মনুষ্য, জীব, জন্তু, উদ্ভিৎ, স্থাবর, জঙ্গম ইত্যাদি সমস্তই সেই সৃষ্টিকর্তার নিয়মের অধীন। তিনিই ইহাদিগের সকলের পরিচালক; তিনিই ইহাদিগের সকলের কর্ম্মের প্রবর্ত্তক; ইহারা তাঁহার নিয়ম দ্বারা তাঁহার অনন্ত সৃষ্টিসংক্রান্ত কর্ম্মসমূহের সাধনে ব্যাপৃত। এ জগতে যাহা কিছু ঘটিতেছে, কিম্বা যে কোন কর্ম্ম সম্পন্ন হইতেছে, এই সমস্ত তাঁহারই নিজের কর্ম্ম। যাহারা এ জগতে ঘটনাবলীর মধ্যে কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ সম্প্রদান, অপাদান, সম্বন্ধ বা অধিকরণ পদ বাচ্য বোধ হয়, তাহারা বস্তুতই কিছুই নয়; কেবল তাহারা অনন্ত কর্ত্তার অনন্ত কার্য্যসাধনের উপকরণমাত্র। আরও আমার বোধ হয় যে, স্থূল ভৌতিক জগতের নিয়মাবলী যেরূপ অপরিবর্ত্তনশীল, মানবীয় কর্ম্ম জগতের নিয়মাবলীও সেইরূপ। জল জমিয়া বরফ হইবার জন্য উত্তর মেরুর সন্নিকটস্থ শীত প্রধান লাপলণ্ড [Lapland] দেশে যে সকল কারণের ও যে পরিমাণে উত্তাপের প্রয়োজন হয়, বিষুব মণ্ডলস্থ গ্রীষ্মপ্রধান আফ্রিকা-খণ্ডেও সেই সেই কারণ সমূহেরও সেই পরিমাণ উত্তাপেরই প্রয়োজন হয়। ইহার মধ্যে কোন একটী কারণ অতি সামান্য রূপে বিচলিত হইলেই, তুষার কণাও উৎপন্ন হইতে পারে না। এমন কি এই মহানগরী কলিকাতায় কলে জল জমাইয়া বরফ প্রস্তুত হইতেছে; তাহাতেও ঐ কারণসমূহ আবশ্যক হইতেছে। সেই প্রকার কি ইংলণ্ডবাসী, কি ভারতবাসী সকল মনুষ্যের অদৃষ্ট-চক্র বা কর্ম্মকাণ্ড সেই নিয়ন্তার নিয়মে গ্রহকর্ত্তৃক চালিত হইয়া আসিতেছে, এবং ইহাও ভৌতিক জগতের নিয়মের মত অপরিবর্ত্তন শীল। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া, আমার সম্পূর্ণ জ্ঞান হইতেছে যে, যখন আমাদিগকে কর্ম্মকাণ্ড সেই নিয়ন্তার নিয়মে গ্রহগণ কর্ত্তৃক চালিত হইয়া আসিতেছে, যখন ইহা ভৌতিক জগতের নিয়মের মত অপরিবর্ত্তনশীল, যখন আমাদিগের কর্ম্মকাণ্ড আমাদিগের আয়ত্বাধীন নহে, আমাদিগের ইচ্ছায় বা
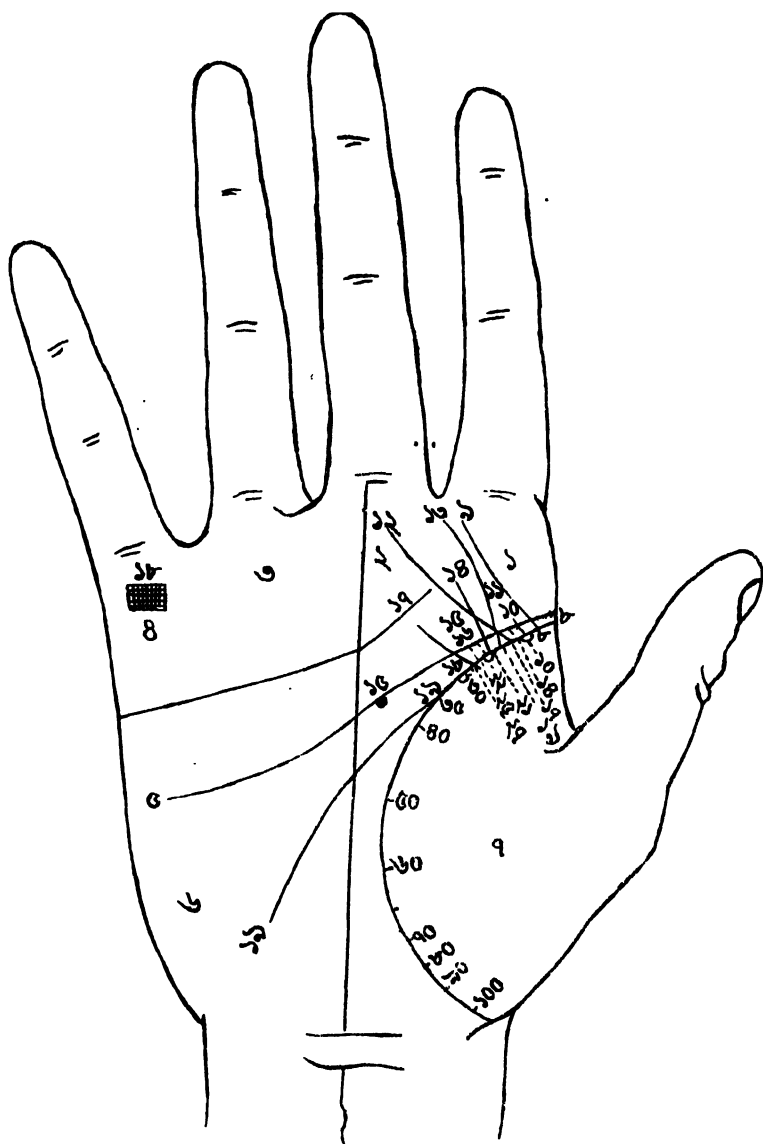
চিত্র - ১৬

৬৫ বৎসর বয়সে উভয় হস্তে আয়ুরেখাতে দুইটা অধোমুখী রেখা বিদ্যমান; এই সময়ে ইহাঁর মৃত্যু হইবে জানা যাইতেছে। [চিত্র ১৫—চিহ্ন ২১]

গুরু। আর এই হস্তটীর ফলাফল বিচার কর।

শিষ্য। জাতকের হস্ততল অত্যন্ত কোমল; এইজন্য ইহাঁর শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা দেখা যায়।

হস্ততল মোটা,—ইনি অস্থির, স্বার্থপর, আত্মস্তুরি ও কার্য্যতৎপর।

অঙ্গুলীর অগ্রভাগ মোটা;—ইনি কারিগরের কর্ম্ম (Mechanical labour) করিয়া থাকেন; আর ইনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, চঞ্চল ও দাম্ভিক।

বৃহস্পতির [চিত্র ১৬—চিহ্ন ১] স্থান অতি উচ্চ;—ইনি অহঙ্কারী, আধিপত্য করিতে ইচ্ছুক, আত্মপ্রশংসাকারী এবং ইহাঁর অনেক ভুল বিশ্বাস আছে।

শনির [চিত্র ১৬—চিহ্ন ২] স্থান নিম্ন;—ইনি দুর্ভাগা ও ইহাঁর জীবন অতি সামান্য।

রবির [চিত্র ১৬—চিহ্ন ৩] স্থান অতি উচ্চ;—ইনি অর্থলোলুপ অপব্যয়ী, অহঙ্কারী, মিথ্যাবাদী ও হিংসক।

মঙ্গলের দ্বিতীয় স্থান [বৃহস্পতির নিম্নস্থ] অতি উচ্চ;—ইনি অসমসাহসী, গোঁয়ার। মঙ্গলের প্রথম স্থান [বুধের নিম্নস্থ] অতি উচ্চ;—ইনি পরপীড়ক হত্যাকরণেচ্ছু ও অবিচারক।

চন্দ্রের [চিত্র ১৬—চিহ্ন ৬] স্থান অতি উচ্চ;—ইনি অসন্তুষ্ট, মদ্যপায়ী ও উচ্চপ্রকৃতি।

শুক্রের স্থান উচ্চ; ইনি লাম্পট্য দোষে দূষিত।

আয়ুরেখার প্রারম্ভে যবচিহ্ন থাকায়, ইহাঁর জন্মকালীন মৃত্যুবৎ পীড়া হইয়াছিল।

৮ বৎসর বয়ঃক্রমের স্থানে শুক্রের স্থান হইতে একটা রেখা উঠিয়া বৃহস্পতির নিম্নদেশে যাওয়ায়, পিতৃবিয়োগ হয়। [চিত্র ১৬—চিহ্ন ৯]

১০ বৎসর বয়সের স্থানে আয়ুরেখার উপর একটা দাগ (Spot) আছে,—সেই সময়ে অত্যন্ত পীড়া হইয়াছিল। [চিত্র ১৬—চিহ্ন ১০]

১৪ বৎসর বয়সের স্থানে আয়ুরেখা হইতে একটা অধোমুখী রেখা শুক্রের স্থানাভিমুখী;—এই বয়সে উচ্চস্থান হইতে পতিত হইয়া ইহাঁর হস্ত ভগ্ন হইয়াছিল। [চিত্র ১৬—চিহ্ন ১১]

চেষ্টায় কোনরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না এবং যখন জাগতিক সকল ব্যাপারই সেই নিয়ন্তার নিয়মাধীন, তখন আমরা আমাদিগের কর্ম্মের জন্ম কিরূপে দায়ী হইতে পারি। সকল দায়িত্বই আমাদিগের স্কন্ধ হইতে অপসৃত হইয়া পড়িতেছে।

প্রভো! দেখিতে পাই, মানবগণ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাপন্ন হইয়া, জন্মগ্রহণ করিতেছে—কেহ দরিদ্র, কেহ ধনী, কেহ সুন্দর, কেহ বিকলাঙ্গ, কেহ আত্মীয় স্বজন-পরিবেষ্টিত, আবার কেহ বা এরূপ আত্মীয়বিহীন যে, যাঁহার গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইল, তিনিও প্রসব করিবার অনতিবিলম্বেই এ পৃথিবী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। এইরূপ নানাপ্রকার ভেদাভেদ ও অসামঞ্জস্য দেখিতে পাই। বিবেকবিহীন আমি ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারি না। আমাকে এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ উপদেশ দিয়া কৃতার্থ করুন।

গুরু। বৎস! তুমি সামুদ্রিক শাস্ত্রে উপদেশ পাইয়া যেরূপ আধ্যাত্মিক বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিয়াছ, তাহাতে আমার বোধ হইতেছে যে, তুমি শিষ্য-মণ্ডলীর মধ্যে উচ্চশ্রেণীভুক্ত। তোমার জ্ঞান-লালসা দেখিয়া তোমার প্রশ্নে আমি যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি। কিন্তু তুমি যেরূপ প্রশ্ন করিয়াছ, তাহা গুরুতর, ও অতি সূক্ষ্ম এবং অধিকারিভেদে গুহ্য হইলেও, তোমার জ্ঞানপিপাসা পরিতৃপ্তি করিবার জন্য স্থূল উদাহরণ দ্বারা যৎকিঞ্চিত উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। এই সমস্ত সূক্ষ্মবিষয় অন্যের প্রমুখাৎ শুনিবার নহে; নিজের জ্ঞানযোগে উপলব্ধি করিবার বিষয়।

আমাদিগের স্থূল কর্ম্মফলের দায়িত্বসম্বন্ধে তুমি যেরূপ বুঝিয়াছ, উহা ঐরূপই বটে। কিন্তু ঐ সম্বন্ধে আমার আরও দুই-একটী কথা বক্তব্য আছে; তাহা তোমারই বাক্যের পোষণ করিবে।

আমরা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইয়া কিরূপে মহাভারবহনে সক্ষম হইতে পারি? সেই গুরুভার বহন করিতে সেই মহান্ পুরুষ একমাত্র কেবল নিজেই সক্ষম। অনন্তশক্তিমান এবং অনন্তজ্ঞানবানের তুলনায় আমাদিগকে একবারে শক্তিহীন ও গুণহীন বলিতে কে আপত্তি করিতে পারে? বর্ত্তমানে আমাদিগের যেরূপ গুণ ও শক্তি আছে, মনে কর, যদি তদনুরূপে পুরুষকার বা কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে বিশ্বকর্ত্তার বিশ্বকর্ম্মের অসহ্য চাপে কোন্ কালে পিষ্ট হইয়া যাইতাম আমাদের চিহ্নমাত্রও থাকিত না। ক্ষুদ্র বালুকার কি সাধ্য যে

মহান্ হিমালয়ের মস্তকস্থিত বিশাল তুষাররাশি বহন করিতে পারে? কোন্ কালে দেখিয়াছ যে, সামান্য জলবুদ্বুদ মহান্ সাগরে ভাসমান্ বৃহৎ অর্ণবপোত বক্ষে ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছে? আরও দেখ, যদি সেই অনন্তশক্তিমান্, অনন্তজ্ঞানবান্ সৎপুরুষ, আমাদিগের মত শক্তিহীন, জ্ঞানহীন, ন্যায়পরতাবিহীন অসৎ জীবের হস্তে জাগতিক কর্ম্মভারের কণামাত্রও অর্পণ করিতেন, তাহা হইলে, আমরা কি আমাদের বর্ত্তমান শক্তিহীনতা, জ্ঞানহীনতা, অন্যায়পরতা এবং সত্তারাহিত্য লইয়া সেই কণামাত্র কর্ম্মভারও সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইতাম? কখনই নহে। আমাদের চঞ্চলতা, স্বেচ্ছাচারিতা, হঠকারিতা দ্বারা সেই অত্যল্প কর্ম্মফল মঙ্গলনিদান না হইয়া, অমঙ্গলের আকর হইত; বিনাশ-স্রোতঃ উৎপন্ন করিয়া সমস্ত উৎসন্ন করিত—অনন্তমঙ্গলময়ের অনন্তসৃষ্টির রক্ষা হওয়া দূরে থাকুক, কোন্ কালে লয়প্রাপ্ত হইয়া যাইত। একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে, সেই অনন্তদয়াময় আমাদিগকে কোনরূপ কর্ম্মভারগ্রহণে অশক্ত জানিয়া তাঁহার অনন্তদয়াগুণে এ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীবকে কর্ম্মের কারণমাত্র করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং কোন দায়িত্ব আমাদিগের উপর ন্যস্ত করেন নাই। তিনি ক্ষুদ্র জীবকে তাহার ক্ষুদ্রতার জন্যই অনন্ত পরিমাণে ভালবাসেন। একবার ভাবিয়া দেখ, তোমার অশক্ত, অজ্ঞান শিশু সন্তানকে কি কখনও জনতাপূর্ণ পথে সহায়হীন হইয়া বিচরণ করিতে দিতে পার? তুমি তোমার প্রাণ থাকিতে পার না। তোমার শিশু সন্তানকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাস বলিয়া, তাহার প্রতি এত দয়া করিয়া থাক যে, তাহার কোনরূপ অনিষ্টের আশঙ্কা হইলেই, তাহার নিরাকরণ করিবার জন্য অসাধ্যসাধনেও যত্নবান্ হও। তবে বিবেচনা করিয়া দেখ যে, যে জগৎপিতার প্রেম অনন্ত, ভালবাসা অনন্ত, দয়া অনন্ত, তিনি কিরূপে তাঁহার অশক্ত শিশু সন্তানদিগকে বিপৎসঙ্কুল কর্ম্মপথে বিচরণ করিবার জন্য ছাড়িয়া দিতে পারেন? তিনি সম্পূর্ণ জানেন, ইহাতে তাহার নাশ ভিন্ন রক্ষা হইতে পারে না। বৎস! একবার প্রণিধান করিয়া দেখ, বুঝিবে, তাঁহার অনন্ত প্রেম-নির্ঝর হইতে অনন্তদয়া-নদী উৎপন্ন হইয়া, কর্ম্মরাজ্যের মধ্য দিয়া বহিয়া যাইতেছে। ইহারই জল পান করিয়া, ক্ষুদ্র জীব সকল অভাবতৃষ্ণা দূর করিয়া জীবিত রহিয়াছে। এবং ইহারই জল দ্বারা কর্ম্মবৃক্ষে জলসেচন করিয়া, মঙ্গলফলের সম্ভোগ করিতেছে। তাঁহার অনন্ত দয়ার ও অনন্ত প্রেমের পরিচয় আর কি দেখিতে চাও?

স্থূল ব্যাপার ঐরূপ; কিন্তু সূক্ষ্ম ব্যাপার স্থূলবিচারে দেখিতে অন্যরূপ। এক্ষণে তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি;—কি কারণে মনুষ্যের জন্মগ্রহণ সময়ে অবস্থাবৈষম্য ঘটে, তাহাই বলিতেছি। ইহা অতি গুহ্য ও সূক্ষ্ম বিষয়, অন্যের নিকট বুঝাইয়া লইবার নহে; নিজে আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিলে, সহজেই তাহার উপলব্ধি হইয়া থাকে। ইহা অন্যের নিকট শুনিবার বিষয় নহে। ইহা জ্ঞানচক্ষুর্দ্বারা দেখিবার বিষয়। তবে কেবল তোমার কৌতূহল নিবারণের জন্য একটী স্থূল দৃষ্টান্ত দ্বারা অতি স্থূলভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

পরপৃষ্ঠার তালিকাটী দেখ। ইহাতে পর পর দশটী স্তম্ভ আছে। প্রত্যেক স্তম্ভের মধ্যে কতকগুলি ভিন্ন ২ রাশি সন্নিবেশিত হইয়াছে; কিন্তু প্রত্যেক স্তম্ভের মধ্যে রাশি সমষ্টি ত্রিশ। প্রথম স্তম্ভ প্রথম জন্ম, দ্বিতীয় স্তম্ভ দ্বিতীয় জন্ম, তৃতীয় স্তম্ভ তৃতীয় জন্ম—ইত্যাদি জন্মসূচক। প্রত্যেক স্তম্ভের অন্তর্গত রাশি-গুলি মনুষ্যের কর্ম্মের গুরুত্ব বা পরিমাণসূচক মাত্র। ১ ২ ৩ ৪ ইত্যাদি সংখ্যা-গুলি মনে কর, ১ মণ, ২ মণ, ৩ মণ ও ৪ মণ, ইত্যাদির প্রকাশক। কর্ম্মের গুরুত্ব ফল দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। মনুষ্যের কর্ম্মফলের গুরুত্বের বা পরি-মাণের একক (Unit), মনে কর ১ মণ। এইরূপে একটী কর্ম্মের গুরুত্ব ২০ মণ পর্য্যন্ত মনে কর, হইতে পারে অর্থাৎ—এক সময়ে একটী কর্ম্মের দ্বারা ২০ মণ ওজনের ফল উৎপন্ন হইতে পারে। প্রথম জন্মের মনুষ্য প্রথম স্তম্ভের লিখিত সংখ্যা হিসাবে কর্ম্ম করিয়া থাকে; কিন্তু তাহার সমস্ত জীবনের কর্ম্মের ফল ত্রিশ মণের অধিক হইবে না। তাহার জীবন যত দীর্ঘ বা অল্প হউক, কিংবা, তাহার বুদ্ধি যত তীক্ষ্ণ বা স্থূল হউক, তাহার সমস্ত পার্থিব জীবনের কর্ম্মের ফল ত্রিশমণের অধিক হইবে না। অপর অপর জন্মেরও এইরূপ। সকল জন্মভুক্ত লোককেই ত্রিশ মণের অধিক করিতে হয় না। তবেই দেখ, দরিদ্র, ধনী, সুন্দর, বিকলাঙ্গ ইত্যাদি সকলের জন্মগ্রহণ-সময়ে যেরূপ অবস্থা হউক না কেন, প্রত্যেককে সমস্ত জীবনে সমান পরিমাণে কর্ম্ম করিতে হইতেছে।

এক্ষণে বোধ হয়, তুমি বুঝিতে পারিয়াছ যে, মনুষ্যের জন্মগ্রহণ সময়ে যে বৈষম্য দেখা যায়, তাহা প্রকৃত নহে; এবং তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট সামঞ্জস্যও আছে। তোমাকে এক্ষণে যাহা বুঝাইলাম, ইহা অতি স্থূল। প্রকৃত পক্ষে এ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	৪	৬	৩	৭	৯	১	৮	৫	১০
১	৩	৭	২	৮	৫	২	৭	৫	২০
২	৫	৮	৫	৩	৫	১	৮	৬	
২	৬	৯	৭	২	১	৬	১	২	
১	৩		১	১	১	৫	১	২	
১	২		১	১	১	৪	১	২	
১	৪		৪	১	১	৪	১	২	
১	৩		৬	১	১	৩	১	২	
২			১	৪	১	১	১	৪	
২				২	১	১	১		
২					১	১			
২					১	১			
২					১				
২					১				
২									
২									
২									
২									
৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৫০

সমস্ত বিষয় অতি সূক্ষ্ম, জটিল ও গুহ্য। তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহা অন্যের নিকট বুঝাইয়া লইবার নহে। যে তালিকার দৃষ্টান্তের দ্বারা অতি স্থূলভাবে বুঝাইলাম, উহা আধ্যাত্মিক পথ অবলম্বন করিয়া বুঝাইবার নহে। তবে কেবল তোমার সাগ্রহ নিবারণের জন্য একটা মোটা পার্থিব উদাহরণের দ্বারা বলিলাম।

বৎস! এতৎসম্বন্ধে আর একটী কথা বলিতেছি শ্রবণ কর।

মনুষ্যগণকে যে নানারূপ সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয়, তাহারও একটী মুখ্য কারণ আছে। ইহা আর কিছুই নহে, কেবল তিনি যেমন মহৎ আধার, ঐরূপ মনুষ্যগণকেও একটী আধাররূপে পরিণত করিবার জন্য সুখ দুঃখের সৃষ্টি করিয়াছেন। আমাদিগের দুঃখময় কর্ম্মফল আমাদিগকে শাস্তি দিবার জন্য নহে। একটী স্থূল দৃষ্টান্তের দ্বারা সহজেই বুঝিতে পারিবে। যদ্যপি একখানি অতি বৃহৎ লৌহচাদর জলে নিক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে উহা তৎক্ষণাৎ জলমগ্ন হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি ঐ লৌহচাদরকে উত্তপ্ত করিয়া, হাতুড়ী ইত্যাদির আঘাত দ্বারা কোনরূপ আধারে পরিণত করা হয়, তাহা হইলে উহা জলমগ্ন হওয়া দূরে থাকুক, জলে ভাসমান থাকিয়া, উহার স্বরূপ অপর ভারবহন করিতেও সক্ষম হইবে। এই কারণেই মঙ্গলময় ঈশ্বর আমাদিগকে সুখ দুঃখ ভোগ করিতে দিয়াছেন।

সমাপ্ত।

OPINIONS OF THE PRESS.

[SAMUDRIK REKHADIBICHAR.]

HINDU PATRIOT,
November 18, 1895.

Samudrik Rekhadi Bichar :—By Babu Roman Kristo Chatterjee. This is a treatise on Palmistry, being a companion volume to the author's first work on the same subject which was noticed in these columns sometime ago. Those who are interested in the subject will do well by providing themselves with a copy of this book by means of which it is possible to learn the Pâlmist's art without the help of an adept. The book is embellished with 48 diagrams which considerably enhance its utility. We trust that Roman Babu will continue the series and that the path on which he has so long trod with such signal success may never be wholly a stranger to his fact.

AMRITA BAZAR PATRIKA,
November 22, 1895.

Treatise on Palmistry in Bengali.—Babu Roman Kristo Chatterjee of this city has just presented the public with another treatise on Palmistry in Bengalee. Babu Roman Kristo, as is well known to the public at large,—for every morning not less than one hundred person come to his house to avail themselves of his knowledge of palmistry—has been an earnest student of this branch of knowledge for the last twenty-three years ; and the treatise before us is the outcome of his assiduous study and wide observation. The value of the book is considerably enhanced by forty-eight woodcuts reprinting the various kinds of palms which are well calculated to help the student in understanding its contents.

THE INDIAN MIRROR,
January 26, 1906.

Samudrik Rekhadi Bichar.—The publication of the Book under notice has been undertaken with the object of throwing additional light on its predecessor (Samudrik Siksha) which we had the pleasure of noticing in these colums sometime ago and of preparing the reader for a clear understanding of "Samudrik Bijnan" which is to follow. The plan of instruction is the same as was adopted in the case of "Samudrik Siksha" namely, the catechistic style which is found, from experience, to be effective in impressing the subject-matter on the learner's mind. The text is alphabetically arranged and illustrated with no less than forty-eight diagrams showing the lines on the palm in different positions. The earnestness of the author in attempting to popularize palmistry among his countrymen is vividly observable in the pages of the publication.

THE INDIAN MIRROR,
January 28, 1896.

PALMISTRY.

[To the Editor of the "Indian Mirror."]

"In the hands of all the sons of men, God places marks
That all the sons of men may know their own works,
What can be avoided
Whose end is purposed by the almighty God."

Sir,—Of all the sciences, which distinguished the sages of Ancient India, and which won for them a high name and fame among the civilized nations of the world, the science of Astrology may be regarded as the best and most useful to mankind: The high proficiency of the Hindu sages in Astrology elicited the highest admiration from many learned European scholars. The Hindu sages were equally proficient in palmistry which has hitherto been unfortunately neglected by our countrymen, and upon which the Europeans of the nineteenth century have much improved. It must be admitted on all hands that palmistry is no less a useful science than Astrology, for it predicts the future events of a man's life by the lines on the palm of the hand. Not only does Palmistry vaticinate the future destinies of humanity, but it also foretells incidents in connection with a man's present or passed life. The importance and usefulness of this much-neglected science cannot be over-estimated. Palmistry makes an individual chary of his impending calamities, though they are sure to happen, and it also directs him to choose a profession or to take to some trade in which he is likely to be successful, or, in other words, it directs the proper way to a person by which he may achieve success in life. A close study of the works on Palmistry will, no doubt, help one to acquire, spiritual culture, to which Young Bengali, who are the future hopes of their country, ought to devote their hearts and souls. Without spiritual culture, it may be said here parenthetically, the regeneration of degenerate India of the nineteenth century is out of the question, as has been time and oft pointed out by you. The reason why our countrymen do not care a straw for this useful science is not far to seek. It does not certainly procure them any pecuniary gain, worth the name. I am glad to learn that Young Bengal are evincing a lively interest in Palmistry which is at the present day very much cultivated by the Westerners. Europeans have, as I have already said, much improved upon the Indian Palmistry which dates its existence in India from time immemorial, and have produced excellent works on Palmistry which have electrified the world. The reproach is justly hurled against us that we do not admire what our forefathers admired, but we praise that which is praised by the Westerners.

It is, indeed, a matter of congratulation that our countrymen will devote their time and energy to the study of this useful science namely, Palmistry. The name of Babu Roman Kristo Chatterji, the well-known author of "Samudrik Siksha" and "Samudrik Rekhadi Bichar," which have been highly spoken of by the English and Vernacular Press alike,

may be mentioned in this connection. This gentleman, after unremitting labours of many years, has learned this art to perfection and examines the palms of persons who call for the purpose at his residence gratis. On one occasion, I was present in his house when he examined the palms of some gentlemen who came to his residence to know their future. A gentleman, named Babu Hemendra Nath Sing Roy, the author of "Prem" showed his palm to Roman Babu who told him that he would within a fortnight get an appointment in some place to which he would have to travel by sea. The predication came true within the appointed time *i.e.*, a fortnight. This gentleman is now serving as a Sub-Divisional Officer in Mourbhunj. Shortly after the publication of his work "Prem," he went to Roman Babu who predicated that some wealthy gentleman would be pleased with the perusal of his book, and send him a handsome reward. This vaticcination also came true, for an anonymous gentleman sent the author a reward of Rs. 300. The Oriental Life Insurance case may be still fresh in the minds of your readers. Dr. Rati Kanta Ghose implicated in the above case. He came to Roman Babu during the trial of the case at the Police Court, and was told that he would get off scot-free, and so he did. I would advise those who have little faith in Palmistry and palmists to show their hands to Roman Babu, who I am sure, will be able to convince them of the truth of his important science. Babu Roman Kristo Chatterji's recent work, "Samudrik Rekhadi Bichar," which is embellished with 48 diagrams, is really a valuable book on the subject. The book is in the form of questions and answers so that it is easy for beginner to learn the mysterious art of Palmistry from this book without the help of teachers. The book is moderately priced, and its get up is excellent. May Roman Babu live long, and enjoy sound health is the heart-felt prayer of us all.

Yours, &c.

The 24th January, 1896. S. L. MUKERJI.

THE INDIAN MIRROR,
February 7, 1896.

THE ART OF HAND-READING WELL-NEIGH CARRIED TO PERFECTION.

[To the Editor of "The Indian Mirror."]

Sir,—It is a great pleasure to be able to say that palmistry which goes by the name of "a pretended art," has become a well-neigh perfect art with Babu Roman Kristo Chatterji, the renowned palmister, living at No. 19, Mathur Sen's Garden Lane, Nimtola Street, Calcutta.

In July last year, I went to Roman Babu to have my fortunes told. With wonderful accuracy, the palmister told me everything connected with my past life. He then predicted that four or five months after, I should have a sad bereavement, and shortly after must leave the educational institution, where I was then serving and

be the Head-master of some other school in the metropolis. The bereavement did come, indeed in the sudden and untimely death of my father-in-law, and the first prediction being thus verified, I was naturally led expect the verification of the :other. As I had no intention of leaving the institution where I was serving, I was quite at a loss to guess how the influence stars could so act upon me as to make me leave the institution, but now I cannot help believing the fact that man can over-ride the asiral influence. A sorry state of things about the institution came to my knowledge through an undreamt-qouater about the middle of December 1895. I found that some *pet* teachers with their oily-tongues drew handsome salaries, while the other with all the conscientious discharge of their duties drew but starvation salary. This was more than I bear, couln and accordingly I tenndered my resignation. I am now serving Head-master of a High English School in the town. Thus thetwo predictions of Roman Babu have been most wonderfully verified. Roman Babu is already well-kown in the Metropolis for his wonderful powrs in hand-reading, and I have every reason to believe that his name will in no time spread far and wide.

Yours, &c

The 3rd February, 1896. KALI KUMAR SINHA, B. A.

PALMISTRY.

THE INDIAN MIRROR,

July 1, 1896.

[TO THE EDITOR OF "THE INDIAN MIRROR."]

SIR.—Reading many correspondents in your paper in praise of Babu Roman Krishna Chatterji, celebrated amateur palmist of Mathur Sen's Garden Lane, Calcutta, I went to him one day sometime in last year. When I went to him, there were some twenty men present, all of whom had gone there for the same purpose. I was not a little surprised with the amiable and courteous manners, and with the patience with which Babu Roman Krishna was seeing the palms of their hands. The past events of my life were told by him in a manner, as if he knew me intimately from my infancy. As to the future events —as one year has elapsed since his foretelling, I can say that he has pretty accurately predicted them. To save from the clutches of greedy and designing common fortune-tellers, those of my countrymen, who care to know the future beforehand, and to recommend them to consult Roman Babu, I write this letter. Babu Roman Krishna is doing yeoman's service to the cause of palmistry in our country. He has published several books on the subject in Bengali and in English. One of his recent publication *viz.*, "Lessons on Palmistry" in English, is very creditably done and, in it he has fully retained his reputation as a successful author. The book is embellished with several diagrams of hands, and the language, in which it is written, is chaste and simple. The get-up of the book also leaves nothing to be desired. On the

whole, the author's attempt to popularise the reading of palmistry among the English-knowing people by the publication of this book, is bound to be crowned with success.

Yours, &c.,

Bansberia. TRAILOKYA NATH CHATTERJI.

COOCH-BEHAR,

June 7th 1905.

FROM H. P. SANDYAL, H. P. A., L., L., D., F. R. C. L.

My dear Sir,

Your book on Chiromancy exhibits and excellence quite unsurpassed as I am inclined to think it. The incubation of the idea during so many years of your investigation and research into this once neglected science has rounded into a satisfactory completeness. You have indeed laboured diligently to present an adequate picture of the varied conditions of this extensive subject; and your scientific training has materially helped to give value to your exposition. Your work, I am sure, can not fail to be extremely serviceable to all who wish to understand the great problems of human destiny.

Believe me to be
My dear sir,
Yours sincerely,
H. P. SANDYAL.

THE STATESMAN,

June 9, 1896.

A book cn Palmistry :—Babu Roman Kristo Chatterjee, the author of several books on the science of Palmistry has issued from the Reliance Press a neat little volume giving a course of lessons on the subject. The volume is conveniently divided into sections and carefully indexed, and illustrated. It deals lucidly with a science about which there has always been much curiosity.

স্থলভদৈনিক, ২৭শে কার্ত্তিক, ১৩০২।

সামুদ্রিক রেখাদি বিচার।—এই মহানগরীর স্থবিখ্যাত সামুদ্রিক-শাস্ত্রজ্ঞ ও "সামুদ্রিক শিক্ষা" প্রণেতা শ্রীযুক্ত বাবু রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা। ছাপা উত্তম, কাগজ উত্তম, সচিত্র। রমণ বাবু বহুকালাবধি সামুদ্রিক শাস্ত্রের চর্চ্চা করিয়া, কিছু দিবস পূর্ব্বে "সামুদ্রিক শিক্ষা" প্রণয়ন করিয়া এই মৃতপ্রায় জটিল শাস্ত্রের যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছেন। "সামুদ্রিক শিক্ষায়" করতলের প্রাকৃতিক সংস্থানানুসারে যে সকল ফলাফলের আভাস দিয়াছেন, আলোচ্য গ্রন্থে তাহারই ফলানুসারে বিকাশ করিয়াছেন। পুস্তকখানি পাঠকদিগের অভীষ্টোপযোগী করিবার জন্ত ৪৮খানি হস্ত চিত্রসহ গুরুশিষ্যের প্রশ্নোত্তর-চ্ছলে ফলানুসারে ও বর্ণমালানুক্রমে গঠিত হইয়াছে। ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ৪১টী প্রশ্ন বর্ণমালানুক্রমে সন্নিবেশিত করিয়া তাহার বিচার করা

[illegible]। মনুষ্যের ভূত, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এবং তাহাদিগের চরিত্রগত কোন [illegible] কিংবা বিদ্যানুশীলন ও অর্থাগম প্রভৃতি যে কোন ঘটনা জানিবার ইচ্ছা হইলে মনে স্বতই যত প্রকার প্রশ্নের উদয় হয়, প্রায় সমস্ত প্রশ্নেরই বিচার ইহাতে আছে। গ্রন্থকার পুস্তকখানির ভাষা সম্ভবতঃ সরল ও প্রাঞ্জল করিয়াছেন এবং পুস্তকের শেষাংশে "হস্তরেখানুশীলন" সম্বন্ধীয় যে চারিখানি চিত্র দিয়াছেন, তাহা শিক্ষার্থীদিগের বিশেষ উপকারে আসিবে। লেখক পুস্তকের উপসংহারে এই পৃথিবীস্থ মানবমণ্ডলী ভগবানের নিয়মানুসারে ও গ্রহ পরি-চালনের বশে যে বিবিধ কর্ম্মসম্পন্ন করিতেছে, তাহা বৈজ্ঞানিক তর্ক ও যুক্তির দ্বারা বিবদরূপে বুঝাইয়াছেন এবং ইহাতে তাঁহার আধ্যাত্মিক ভাবেরও যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে জ্ঞাতব্য বিষয় অনেক আছে। অদৃষ্টবাদী ও যাহারা পুরুষকারেই বিশ্বাস করেন, এই দুই শ্রেণীর লোকের নিকটেই ইহার আলোচনা হইতে পারে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার সাফল্য কামনা করি।

বঙ্গবাসী, ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩০২।

সামুদ্রিক রেখাদি বিচার—শ্রীযুক্ত রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় বির-চিত। মূল্য ১৷৷০ টাকা। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীগুরুর কৃপাবলে সামুদ্রিক রেখাদি বিচারে একজন সুপরিচিত লোক। ব্যবসা না হইলেও কেবলমাত্র শাস্ত্র শিক্ষা এবং আলোচনার নিমিত্ত তিনি বিন্দুমাত্র বিরক্ত না হইয়া নিত্য বহু লোকের করতলস্থ রেখার বিচার করিয়া তাঁহাদের অদৃষ্টের ইঙ্গিত বাক্যে প্রকাশ করিয়া দেন্। নিত্য নিত্য এরূপ আলোচনায় এ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, এ গ্রন্থ সেই অভিজ্ঞতার ফল। গ্রন্থে তিনি ৪৮ খানি করতলচিত্র দিয়া রেখার লক্ষণ ও ইঙ্গিত মত বর্ণমালা ক্রমে লোকের অদৃষ্টের গতি এবং ভোগের কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা সামুদ্রিক শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ হইলেও বলিতে পারি, এ শাস্ত্র শিখিবার যাঁহার ইচ্ছা আছে, এ গ্রন্থে তাঁহার বিশেষ সাহায্য এবং উপকার হইবে। গ্রন্থকার ভূমিকায় বলিয়াছেন, রেখার সহিত ফল না মিলিলে শাস্ত্রে অবিশ্বাস করিও না, আমার কাছে আসিও, আমি সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিব। ইহা তাঁহার সামুদ্রিক শাস্ত্রে ভক্তি এবং অভিজ্ঞতা উভয়েরই পরিচয় দিতেছে।

হিতবাদী, ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩০২।

সামুদ্রিক রেখাদি বিচার।—শ্রীরমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। করতলগত রেখাদির সহিত মনোবৃত্তির সম্বন্ধ বিষয়ে আলোচনা করিয়া গ্রন্থ-কার এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। করকোষ্ঠী দেখিয়া যাঁহারা ভাগ্যনির্ণয় করিতে চাহেন, এই পুস্তক পাঠে তাঁহারা অনেক শিক্ষা করিতে পারিবেন।

দৈনিক ও সমাচারচন্দ্রিকা ১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩০২।

সামুদ্রিক রেখাদি বিচার।—"সামুদ্রিক-শিক্ষা" প্রণেতা শ্রীযুক্ত রমণ-কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। "সামুদ্রিক-শিক্ষার" সমালোচনা উপলক্ষেই আমরা করকোষ্ঠ্যাদি ঘটিত তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছি। শ্রীযুক্ত রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় যে সামুদ্রিক-শাস্ত্রে অধিকারী, তাহাও সেই সময়ে দেখাইয়াছি। অদ্যকার আলোচ্য "সামুদ্রিক রেখাদি বিচার" পূর্ব্বসমালোচিত "সামুদ্রিক-শিক্ষার" এক প্রকার পরিশিষ্ট। হস্ত রেখাদির বিচার করিয়া ফলাফল স্থির করাই সামুদ্রিক শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। এইজন্যই বলিতেছি, "রেখাদি বিচার" সামুদ্রিক শিক্ষারই পরিশিষ্ট। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রেখাদি-বিচারে ৪৮টী করচিত্র সন্নিবেশিত করিয়াছেন। যত রেখার পরিচয় দিয়াছেন। করকোষ্ঠী দেখিয়া ফলবিচার করিবার পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। সামুদ্রিক শিক্ষার ন্যায় "রেখাদি বিচারেও" প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সকল কথা কথিত হইয়াছে। শিষ্য প্রশ্ন করিতেছেন, গুরু উত্তর দিতেছেন। এ প্রণালী শিক্ষার পক্ষে উপযোগিনী। যত্ন করিয়া পড়িলে, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "সামুদ্রিক শিক্ষা" ও "রেখাদি বিচারে" বুদ্ধিমান পাঠক সামুদ্রিক শাস্ত্রের রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পথ সহজ করিয়া দিয়াছেন। আলোচনায় তাঁহার বিলক্ষণ নৈপুণ্য আছে এবং ভাষায়ও বেশ অধিকার আছে। আর সামুদ্রিক শাস্ত্রে বেশ অধিকার না থাকিলে ত তিনি কখনই পথ এত সহজ করিয়া দিতে পারিতেন না। অতএব "সামুদ্রিক শিক্ষার" ন্যায় "রেখাদি বিচারের" ও যে, সর্ব্বত্রই সমাদর হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

বঙ্গনিবাসী, ২৬শে ফাল্গুন, ১৩০২।

সামুদ্রিক রেখাদি-বিচার।—শ্রীরমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ১॥০ টাকা। দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজি শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে সাধারণতঃ কেহই হাত দেখাইতে রাজী ছিলেন না; করকোষ্ঠীতে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেন। রমণবাবুর আলোচনার ফলেই লোকের মতি গতি কিছু ফিরিয়াছে। ওটা যে কিছুই নহে, আজকাল অনেকেই একথা বলিতে সঙ্কুচিত হইবেন। নিতান্ত অপরিচিত, দেশী বিদেশী নানা জাতি তাঁহার করকোষ্ঠী জ্ঞানের পরিচয় পাইয়াছেন, এবং কতকগুলি রেখা বা বিন্দু যে মানবজীবনের অতীত অনাগত বিশিষ্ট ঘটনার অভ্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণী, তাহার সুস্পষ্ট আভাস পাইয়া আশ্চর্য্য হইয়াছেন। রমণ বাবুর পূর্ব্ব প্রকাশিত "সামুদ্রিক শিক্ষা" এবং এই পুস্তকখানি সেই অদৃষ্ট পাঠের বর্ণমালা। আমরা আগ্রহের সহিত এই মূল সূত্র অবলম্বনে কয়েকটি লোকের কররেখা পাঠ করি। অনেকগুলি ভূত-ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ঘটনা আশ্চর্য্যরূপে মিলিয়াছে। সুতরাং আশা করি, অপরেও মিলাইতে পারিবেন।